উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভারতের চারপাশের দেশগুলোয় ঝামেলা লেগেই রয়েছে। অধিকাংশ দেশের মানুষের চোখে খলনায়ক ভারতই। এই প্রেক্ষাপটে আজকের প্রচ্ছদ প্রতিবেশীদের নিয়ে। বাংলায় প্রতিবেশীরা অতীতে বাড়ির লোক হয়ে উঠতেন। এখন তা আর ভাবা যায় না।

প্রতিবেশী

১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

তারকায় নজর সিপিএমের

তৃণমূল ও বিজেপির মতো এবার তারকানির্ভর রাজনীতির পথে হাঁটতে চলেছে সিপিএম-ও। দক্ষিণি সুপারস্টার বিজয় সেতুপতি, প্রকাশ রাজের মতো তারকাদের দিকে তাদের নজর। ৫

সুনীতাদের ভাতা দেবেন ট্রাম্প?

নয় মাসের জন্য বেতনের পাশাপাশি সুনীতা উইলিয়ামসরা বিশেষ ভাতা পাবেন। সরকারিভাবে সম্ভব না হলে ট্রাম্প নিজে তাঁদের ভাতা দেবেন। ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৭°	৩১°	১৬°	৩১°	১৭°	৩১°	১৬°

গোলমালের আশঙ্কায় বাহিনীকে তলব

দেশজোড়া বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কায় সক্রিয়তা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সেনা। প্রচুর সাঁজোয়া গাড়ি ও বাড়তি বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। ৭

শিলিগুড়ি ৯ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার ৭.০০ টাকা 23 March 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 302

ফের নদীর চর বিক্রি অবাধে

মুখ্যমন্ত্রীর বারবার হুঁশিয়ারিই সার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবগ্রাম এলাকার জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে অতীতে প্রশাসনের কর্তাদের ভূমিকায় একাধিকবার আঙুল তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কড়া হতেই জমি মাফিয়াদের ধরপাকড়ও চলে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই পরিস্থিতি আগের পর্যায়ে ফিরে এসেছে। না হলে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহু নদীর চর দখল করে বিক্রির কারবার আবার শুরু হত না। ডাবগ্রাম-২'এর ঠাকুরনগর এলাকায় নদীর চর দখল করে রমরমিয়ে ঘর তৈরির কাজ চলছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এলাকার পুরোনো জমি মাফিয়ারা আবার সক্রিয় হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ জমি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল। পরবর্তীতে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়ে আবার এলাকায় সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর সেখানে রাতারাতি বাড়িঘর গড়ে উঠছে। যদিও জমি দখল নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'এলাকায় প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বিধানসভায় একাধিকবার বলেছি। তৃণমূলের লোকজন জমি কারবারে রয়েছে। আমরা গায়ের জোরে তাদের আটকাতে পারব না। প্রশাসনকে জানিয়ে কাজ হচ্ছে না।'

বিধায়কের এই দাবি মানতে চাননি ডাবগ্রামের তৃণমূল নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'জমি দখলের ঘটনায় তৃণমূলের কেউ নেই। আমি নিজে একাধিকবার জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি। বিজেপির অনেক নেতার নামে এলাকায় জমি রয়েছে।'

ঠাকুরনগর এলাকায় জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য এতটাই ছিল যে বছর চারেক আগে সাহু নদীর ওপর লোহার সেতু পর্যন্ত তৈরি করে ফেলা হয়েছিল। যাতে যাতায়াতের সুবিধা হয় আর সেই সুযোগে নদীর চরের জমি সহজে বিক্রি করে দেওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেই লোহার সেতু জেলা প্রশাসন ভেঙে ফেলে। এখন নদীর চরে প্লট বানিয়ে তা লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'সোমবার এলাকায় গিয়ে বিষয়টি দেখে আসব। এর আগেও ঠাকুরনগরে

প্রধান দখলদারির বিরুদ্ধে কথা বললেও রাতারাতি চর দখল চলছে। এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, টিনের শুধু নয়, ছাদ পেটানো ঘর একের পর এক গড়ে উঠেছে। নদীর চরে বাড়ি তৈরি করছেন নারায়ণ সরকার, গীতা কর্মকাররা। নারায়ণের কথায়, 'ধূপগুড়ি থেকে এখানে এসে বাড়ি তৈরি করেছি। এলাকার কয়েকজনকে জমি কেনার জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। তারপর আমাকে এখানে বাড়ি করতে দিয়েছে। বিদ্যুতের সংযোগ নিয়েছি। এখন কেউ সরিয়ে দিলে কিছু করার থাকবে না।' অন্যদিকে, গীতা কর্মকার আশিঘর এলাকায় দীর্ঘদিন ভাড়া থেকেছেন। পরবর্তীতে এলাকার কয়েকজন

এরপর বারোর পাতায়

স্ট্যালিনের ডাকে জোট দক্ষিণে, নেই তৃণমূল

চেন্নাই, ২২ মার্চ : বিজেপি ও কেন্দ্র বিরোধিতায় নিজেদের চ্যাম্পিয়ন বলে দাবি করে তৃণমূল। অথচ কেন্দ্র বিরোধিতার মোক্ষম সুযোগটা শনিবার গ্রহণই করল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ডাকা বৈঠকে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি তৃণমূলের। লন্ডনে যাবেন বলে মমতার থাকা সম্ভব ছিল না ঠিকই, কিন্তু তিনি কোনও প্রতিনিধিও পাঠালেন না। বরং কংগ্রেস, সিপিএম তো বটেই, চেন্নাইয়ের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিল বিজেডি, বিআরএস, এমনকি আপ-ও।

চেন্নাই বৈঠক

- আসন পুনর্বিন্যাস ঠেকাতে সাত দফা প্রস্তাব
- দক্ষিণে লোকসভার একটি আসন কমাতেও আপত্তি
- আসন পুনর্বিন্যাস সংবিধান বিরোধী বলে মত
- হাজির পিনারাই বিজয়ন, রেবন্ত রেড্ডি, ডিকে শিবকুমার, ভগবন্ত মান প্রমুখ

লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাসের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করতে চেন্নাইয়ের বৈঠকটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তৃণমূল সেই বৈঠক এড়ানোয় বিরোধী শিবিরে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল। ওই দাবিতে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির (জেএসি) ডাক দিয়েছিলেন ডিএমকে সভাপতি এমকে স্ট্যালিন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হন কেরলের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, তেলেঙ্গানার কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, কর্ণাটকে কংগ্রেসের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, পঞ্জাবের আপ মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, ওড়িশা থেকে বিজেডির সঞ্জয়কুমার দাস বর্মা এবং কংগ্রেসের ভক্তচরণ দাস ও তেলেঙ্গানার বিআরএস নেতা কেটি রামারাও।

অথচ তৃণমূল বরাবর কংগ্রেস ছাড়া বাকি বিরোধীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। ডিএমকের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ভালো। কিন্তু ডিলিমিটেশন প্রসঙ্গে গোড়ায় ডিএমকে'র অবস্থানকে সমর্থন

এরপর বারোর পাতায়

চওড়া হল হাসি

বাজল আইপিএল ডঙ্কা।। *ম্যাচ শুরুর আগে বাদশার বুকে বিরাট। ৭ উইকেটে শাহরুখ খানের কেকেআরকে হারাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অপরাজিত ৫৯ রান করে শেষ হাসি হাসলেন কোহলি। শনিবার ইডেনে। -এএফপি*

বিদেশে সিম পাচারে রমরমা সইদুলের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২২ মার্চ : স্মার্টফোনে ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে তা দিয়েই চলত কোটি কোটি টাকার লেনদেন। সেজন্য সিম সক্রিয় করার পর তা বিদেশে পাঠিয়ে দিত চটহাটের মহম্মদ সইদুল। এরপর দুবাই থেকে সেই সিম অন্য ফোনে ইনস্টল করে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা ফেলে রাখা হত। এরপর শুরু হত 'অপারেশন'। সেই সিম ও ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে, অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে টাকা বিদেশে পাঠানো হত। এই অভিযোগে ধৃত সইদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

বেটিং এবং অনলাইন জুয়ার টাকা দুবাই সহ বাইরের দেশে পাঠানোর কারবারে হাত পাকিয়েছিল এই তরুণ। কার্যত শিলিগুড়ি মহকুমার ছোট্ট গ্রাম চটহাটে বসেই জামতাড়ার মতো সাইবার অপরাধের সাম্রাজ্য বানিয়ে ফেলেছিল সইদুল। এলাকার কয়েকজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছিল প্রতারণার চক্র। তাকে গ্রেপ্তারের পর নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও যেসব তথ্য জানতে পেরেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ, তা চমকে দেওয়ার মতোই। এমনিতে তো প্রশাসন বা কাস্টমসের নজর এড়িয়ে দেশের বাইরে সুচও পাঠানো যায় না। অথচ সইদুল দিব্যি সিম পাঠিয়ে দিত বিদেশে। প্রথমে একজনের আধার নম্বর, প্যান নম্বর ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলত। সেখানে ব্যবহৃত ফোন নম্বরের সিমটাই বিদেশে পাঠাত। সইদুল নিজেই সিম 'অ্যাক্টিভেট' (সক্রিয়) করত। এরপর প্রথমে দিল্লি, মুম্বই, গুজরাটে সেগুলি পাঠিয়ে দিত। সেখান থেকে পৌঁছে যেত দুবাই। কখনও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কাতেও সিম পাঠানো হত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। বাকি সমস্ত আর্থিক লেনদেন ম্যানেজ করা হত বিদেশ থেকেই। তাতে যুক্ত মাথাদের এবার ধরতে চাইছে পুলিশ।

ফোন থেকে সিম বের করার খানিকক্ষণ পর কিন্তু আর ব্যাংকের অ্যাপ দিয়ে লেনদেন করা যায় না। তাই যে ফোন থেকে সিম খুলে নেওয়া হল, তা দিয়ে আর লেনদেন করা যেত না। আর বিদেশে সইদুলের পাঠানো সিম ফোনে

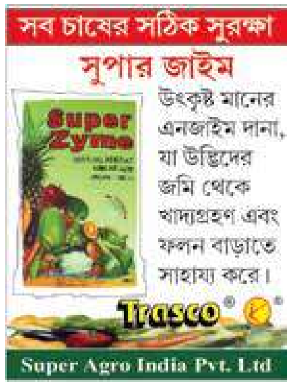

ঢোকানোর পর কয়েকদিন ফেলে রাখা হত। আন্তর্জাতিক রোমিং চালু করে সেই সিম দিয়ে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হত। তারপর সেই সিম ব্যবহার করা বন্ধ করে দিত কারবারিরা। এভাবেই ভাড়ায় নেওয়া অন্যের সেভিংস এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট দিয়ে এই বিশাল অঙ্কের টাকার লেনদেন চলছিল। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, ২০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল এভাবেই।

অন্যের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার জন্য চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দিত সইদুলরা। পরিবর্তে ৭০ হাজারের বেশি টাকা মুনাফা করত।

এরপর বারোর পাতায়

আগে থেকেই সিবিআইয়ের নজরে বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : তাঁর বাসভবনে প্রায় ১৫ কোটি টাকা উদ্ধারের পর জানা গেল আগেই এক জালিয়াতি মামলায় সিবিআই ও ইডি'র নজরে ছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা। ২০১৮ সালের ওই মামলায় তদন্ত নতুন করে শুরু করতে গত বছর সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। যদিও কিছুদিন বাদে তাতে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বছর কয়েক আগে সিমভাউলি সুগার মিল নামে একটি চিনিকলের নন-এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন বিচারপতি ভার্মা। সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দার সিংয়ের জামাই গুরপাল সিং। ওই চিনিকলের বিরুদ্ধে ঋণ প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেছিল ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স (ওবিসি)। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিবিআই।

ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের বক্তব্য, তাদের হাপুর শাখা থেকে ২০১২ সালে ৫,৭৬২ কৃষককে সার ও বীজ কিনতে মোট ১৪৯.৫৯ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী ওই টাকা থার্ড পার্টি অ্যাকাউন্ট মারফত কৃষকদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে যাওয়ার কথা। কৃষকদের ঋণের গ্যারান্টার ছিল সিমভাউলি সুগার মিল। অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধে ওই চিনিকল দায়বদ্ধ থাকলেও পরে দেখা যায়, ব্যাংকে কৃষকদের ভুয়ো কেওয়াইসি জমা দিয়ে ঋণের টাকার সিংহভাগ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। যার জেরে ব্যাংক ঋণের বড় অংশ অনাদায়ি থেকে যায়।

২০১৫-র মার্চে ওবিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে জালিয়াতির কারণে ৯৭.৮৫ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

এরপর বারোর পাতায়

যাত্রীবাহী গাড়িতেই পণ্য বহন

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : হাজার হুঁশিয়ারিই সার। যাত্রীবাহী গাড়িতেই বহন করা হচ্ছে পণ্য। রোজ বেলা তিনটের পর পাহাড়গামী গাড়িগুলিতে পণ্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিছু গাড়ি যাত্রী এবং পণ্য একসঙ্গে নিয়ে চলছে। আর ট্রাফিক পুলিশের সামনে দিয়ে এমন পরিবহণ চললেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ট্রাফিক পুলিশ এবং পরিবহণ দপ্তরের একাংশের এর পেছনে মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বিধান মার্কেট, হাকিমপাড়া, পানিট্যাঙ্কি মোড়, কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট মোড় সহ একাধিক এলাকায় এই ছোট গাড়িগুলির অবৈধ স্ট্যান্ড গড়ে উঠেছে। ওই স্ট্যান্ডগুলিতেই সমস্ত পণ্য লোড করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু এই অবৈধ স্ট্যান্ডগুলির দিকে কোনও নজর নেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের। তিন দপ্তরের গাফিলতিতে যে কোনও সময়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা'র বক্তব্য, 'সরকারি জায়গায় কোথাও পার্কিং করা হলে আমরা তুলে দেব।' শিলিগুড়ি পুলিশের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) অভিষেক মজুমদার বলেন, 'বিষয়টি সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ করব।'

শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়, কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটের মোড়, হাকিমপাড়া, কিরণ ভবনের উলটো দিকের মাঠ, শহরের একাধিক এলাকা থেকে এই ছোট ছোট গাড়ি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যায়। অভিযোগ, সমস্ত গাড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের সামনে দিয়েই যাতায়াত করে। কোনও গাড়ি যাত্রীর বদলে পণ্য নিয়ে যায়। আবার কোনও গাড়ি যাত্রী এবং পণ্যে একসঙ্গে নেয়। কোনওরকম পদক্ষেপ তো দূরের কথা, উলটে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে পুলিশকর্মীদের ওভারলোডিং গাড়ির চালকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করতেও দেখা যায়। অভিযোগ, ওই চালকদের শিলিগুড়ির কোনও ট্রাফিক পয়েন্টে আটকানো হয় না।

এরপর বারোর পাতায়

নজর নেই প্রশাসনের

প্রকাশ্যে যাত্রীবাহী গাড়িতে মাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়িতে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও কাজ শুরু করে দিন, সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ব্যবহারেই বিরোধীরা পরাস্ত হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। চিকিৎসক পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় দৃষ্টান্তযোগ্য সুযোগ আসতে পারে। সুযোগ গ্রহণ করার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে নিন।

বৃষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে প্রিয়জনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বাড়বে। কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। রাজনৈতিক ব্যক্তি হলে উগ্র আচরণের কারণে সমস্যা তৈরি করবেন নিজেই। নতুন জমি ও বাড়ি কিনতে পারেন।

মিথুন : অযথা কোনো বিতর্কে জড়ালেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। এমনকি আইনি সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘদিন বাদে পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান।

কর্কট : বাবার পরামর্শ মেনে নিলে সাংসারিক কোনও সমস্যা বাড়বে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে গেলেই সমস্যায় পড়বেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো নতুন পরিকল্পনা মাথায় এলেই কর্তৃপক্ষকে জানালে ভালো হবে।

সিংহ : শান্ত মাথায় থাকুন। অহেতুক অর্থব্যয়ে বিপত্তি। সংসারের প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বস্ত্র, রত্ন, লৌহ ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগম হবে। মায়ের পরামর্শ মেনে সংসারের কোনও জটিলতা কাটিয়ে উঠবেন।

কন্যা : দীর্ঘদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ করে গর্ববোধ করবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। অকারণে কাউকে মানসিক দিক থেকে আঘাত দিয়ে পরে অনুশোচনা। এ সপ্তাহে বয়ঃকনিষ্ঠের পরামর্শ আপনাকে সংকট থেকে বের করে আনতে পারে। বিদেশে চাকুরিরত বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ।

তুলা : বাবার পরামর্শ মেনে নিলে সংসারের দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যা মুক্তি ঘটবে। ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি হবে। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে সামান্য কারণে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহের শেষে আনন্দে কাটবে।

বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য সমস্যা থাকলেও সপ্তাহের শেষে তা মিটে যাবে। মায়ের রোগের কারণে অর্থব্যয় হবে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাড়বে। আপস ও আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

ধনু : কোনও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদগণ তাঁদের কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হবেন। বাড়ি সংস্কারের যোগ। পুরোনো রোগ ফিরে আসার আশঙ্কা।

মকর : বাবা ও মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের আশা পূরণ হবে। ব্যবসার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতে পারে। সামান্য অলসতায় হাতছাড়া হবে বড়ো সুযোগ। বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগ হলে তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে ভুল করবেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ সম্মানিত হবেন। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

কুম্ভ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ আসবে। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ আসার সম্ভাবনা। দাঁতের রোগ সমস্যা তৈরি করবে।

মীন : বাবার সঙ্গে অহেতুক মতানৈক্য এবং মানসিক কষ্টপ্রাপ্তি। কর্মক্ষেত্রের কাজে এ সপ্তাহে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। অকারণে মূল্যবান জিনিস ক্রয় করে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। বাড়িতে পুজার্চনায় আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুকে ফিরে পেয়ে আনন্দ। সংসঙ্গে থাকার চেষ্টা করুন। পেটের রোগে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২ চৈত্র, ২৩ মার্চ, ২০২৫, ৯ চ'ত, সংবৎ ৯ চৈত্র বদি, ২২ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৫।৪৫। রবিবার, নবমী রাত্রি ১২।৫৫। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১২।১০। রবীন্দ্রযোগ দিবা ২।১৯। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১২।১০ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।১০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে রাত্রি ১২।৫৫ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ১০।১৪ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১৪ গতে ২।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১২।১০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১২।৫৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব জলবায়ু দিবস (২৩ মার্চ) অমৃতযোগ – দিবা ৬।১৫ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ৩।৬ মধ্যে।

পিতৃতন্ত্রের শিকল ভাঙার গল্পেই বাজিমাত সিনেমায়

কানের 'টিকিট' পাহাড়ি কন্যার

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : পূর্ব সিকিমের নান্দক। পাহাড়ের ছোট্ট একটা গ্রাম। দেশের আর পাঁচটা গ্রামের মতোই সেখানেও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হয় মেয়েদের। এমনই এক মেয়ের লড়াইয়ের গল্প ক্যামেরায় ধরেছেন পাহাড়ের আরেক কন্যা ত্রিবেণি রাই। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের আঙিনায় তাঁর সিনেমা 'শেপ অফ মোমো' স্বীকৃতি পেয়েছে।

ত্রিবেণি কলকাতায় সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (এসআরএফটিআই) প্রাক্তনী। হংকং ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে জিতে নিয়েছেন 'এইচএএফ গোজ টু কানস' অ্যাওয়ার্ড। সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড় অঞ্চলে তিনিই প্রথম মহিলা পরিচালক, যাঁর ছবি আন্তর্জাতিক স্তরের চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ত্রিবেণি কয়েকবছর দার্জিলিংয়েও পড়াশোনা করেছেন।

নেপালি ভাষার ছবি 'শেপ অফ মোমো'র একটি দৃশ্য।

ছবিটি বানাতে গিয়ে ত্রিবেণিকে ঠিক কোন বিষয়টি অনুপ্রাণিত করেছে? বললেন, 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আমার বড় হয়ে ওঠা। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই আমার ছবি বানানোর অনুপ্রেরণা।' তারপরেই তিনি বলেন, 'আজও এমন কিছু কিছু মুহূর্ত আমার জীবনে আসে, যখন মনে হয় আমায় বিশ্বাস করানো হচ্ছে যে আমি মানুষ কম। এটা কিন্তু আমি মেয়ে বলেই।'

ত্রিবেণির বাবা-মা দুজনেই গ্রামে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা চার বোন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে খানিকটা থেমে যান এই পরিচালক। তারপর বলেন, 'আমি দেখেছি, বাড়ির সব পুরুষ সদস্যের খাওয়া শেষ হওয়ার পর মা খেতে বসতেন। আমি বারবার এই ধরনের অনুশীলনকে প্রশ্ন করেছি।' তিনি দেখেছেন, তাঁর সমাজ সবসময় মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আর এসবই পরবর্তীতে তাঁর গল্প বলার রসদ হয়ে ওঠে। পাহাড়ের মেয়েদের গল্প।

নেপালি ভাষার ছবি 'শেপ অফ মোমো' ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২৩ সালে গোয়ায় আয়োজিত এনএফডিসি ফিল্মবাজার চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায় ত্রিবেণির ছবি। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পাওয়ায় যেন স্বপ্নপূরণ হল এই পাহাড়-তনয়ার।

কলকাতায় এসআরএফটিআইতে পড়াশোনার সুযোগ তাঁকে সিনেমার এক অন্য দুনিয়ায় নিয়ে গিয়েছে বলে জানালেন ত্রিবেণি। তাঁর কথায়, 'এসআরএফটিআই আমায় বিশ্ব সিনেমার দরবারে এনে হাজির করেছে।' সিকিমে চলচ্চিত্রচর্চা এখনও ভ্রূণাবস্থায় রয়েছে বলে মনে করেন এই পাহাড়-কন্যা। তিনি চান, তাঁর মতো আরও অনেক মেয়ে পাহাড়ের গ্রাম থেকে সিনেমার জগতে উঠে আসুক। নিজেদের গল্প বলুক।

চলতি বছর ১৩ থেকে ২১ মে কানস ফেস্টিভালের 'মার্চে দু ফিল্ম' আয়োজিত হতে চলেছে। সেখানেই প্রদর্শিত হবে ত্রিবেণির ছবি 'শেপ অফ মোমো '। আপাতত তার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই সিকিম-তনয়া।

জাতীয় উদ্যানের আয়তন বৃদ্ধির দাবি

চর্চার কেন্দ্রে গন্ডার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ মার্চ : গরুমারার গন্ডারের দেখা মিলল ডায়না নদীর ধারে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বুনোটিকে সেখানে দেখা যায়। কী কারণে নিজের ডেরা ছেড়ে ওই একশৃঙ্গ গন্ডারের ডায়না রেঞ্জের জঙ্গলে আগমন, তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেছেন, 'ডায়নার ধারে যে গন্ডারটিকে দেখা গিয়েছিল, সেটি জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। নজরদারি চলছে।' যদিও গরুমারার কোর এলাকা ছেড়ে গন্ডারের বাফার এলাকায় চলে আসার ঘটনা নতুন নয় বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। জাতীয় উদ্যান ঘিরে থাকা নাথুয়া, ডায়না, রামশাই, লাটাগুড়ি, চালসা রেঞ্জের জঙ্গলে প্রায়ই গন্ডার চলে আসে। তাদের প্রিয় খাবারের তালিকায় থাকা চেপ্টি, ন্যাংসা, পুরুন্ডি, হোগলার মতো ঘাস এই জঙ্গলগুলিতে রয়েছে যথেষ্ট। সে কারণেই আগমন ঘটে বুনোদের। এই সূত্র ধরে গরুমারার আয়তন বৃদ্ধির দাবিও উঠেছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)-এর এশিয়ান রাইনো

ডায়না নদীর ধারে চলে আসা গন্ডার।

স্পেশালিস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ বিভব তালুকদারের বক্তব্য, 'গরুমারা ও জলদাপাড়া- দুই জাতীয় উদ্যানেই গন্ডারের সংখ্যা বেড়েছে। এর চেয়ে ভালো খবর আর কিছু হতে পারে না। তবে এখন জঙ্গলের আয়তন বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তারও সময় এসেছে। এজন্য আশপাশের জঙ্গলগুলিকে জাতীয় উদ্যানের আওতায় আনা যেতে পারে।'

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেছেন, 'গরুমারা লাগোয়া কিছু জঙ্গল মূল্যায়ন করে দেখা হচ্ছে। তা জাতীয় উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।'

প্রায় ৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত গরুমারা। ৫ ও ৬ মার্চের শুমারির পর দেখা যাচ্ছে, এখানে গন্ডারের সংখ্যা ৫৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬১। পুরুষ ও স্ত্রী গন্ডারের অনুপাত বর্তমানে ১: ১.৫৯।

পরিবেশপ্রেমী ও হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেছেন, 'গরুমারা থেকে প্রায়ই গন্ডার বেরিয়ে আশপাশের তৃণভূমি পরিবেষ্টিত জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে, সেখানে থেকেও যাচ্ছে। সে কারণে ওদের জন্য নতুন আবাসস্থল তৈরি জরুরি।'

ঘোকসাডাঙ্গার রাজদীপ, রিজুর প্রশংসায় মিঠুন

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২২ মার্চ : বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, মা গৃহবধূ। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। এমনই পরিবারের দুই ছেলে রিজু সরকার এবং রাজদীপ সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় নাচে আলোড়ন সৃষ্টি করার পর এখন 'ডান্স বাংলা ডান্স' প্রতিযোগিতায় ঝড় তুলছে। খুদে এই দুই ভাইয়ের নাচ মন জয় করে নিয়েছে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, যিশু সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ হাজরা, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলের।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘমারা শুখানদিঘি এলাকায় বাড়ি রিজু (৯) ও রাজদীপের (৬)। তাদের বাবা রাসেন্দ্র সরকার পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। মা সুমিত্রা সরকার গৃহবধূ। করুণ আর্থিক পরিস্থিতির পরও তাঁরা সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রিজু ও রাজদীপ স্থানীয় ঘোকসাডাঙ্গা এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমিতে নাচ শেখে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই দুই ভাইয়ের নাচ প্রশংসিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তারা রীতিমতো ভাইরাল। নাচের পাশাপাশি তারা পড়াশোনাও করে। রিজু পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আর রাজদীপ নার্সারির। সেই রিজু ও রাজদীপ

রিয়েলিটি শো ডান্স বাংলা ডান্স-এ সুযোগ পেয়েছে। জনপ্রিয় এই শো-এর মঞ্চে তাদের প্রথম দিনের পারফরমেন্স দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন বিচারকরা।

বাবা-মায়ের বক্তব্য, সকলের ভালোবাসাতেই আজ ওরা এমন জায়গায় সুযোগ পেয়েছে। এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার সৌরভ পাটোয়ারি বলেন, 'রিজু ও রাজদীপ খুবই প্রতিভাবান। কোনওকিছু একবার দেখালেই তা চট করে শিখে নেয়। ওদের আরও সাফল্য কামনা করছি।' ঘোকসাডাঙ্গার মতো প্রত্যন্ত এলাকার এই দুই সহোদরের এমন সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

পাত্র চাই

■ দাস, SC, 32/5'-5", B.Sc. নার্স, সরকারি চাকরিরতা। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/113440)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

■ পাত্রী ৩৬/৫'-8", M.A., D.El. Ed., সঃ চাঃ। অনূর্ধ্ব ৪০, সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। Mob : 8670417844. (C/115649)

■ পাত্রী 29/5'-2", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য (শিলিগুড়ি নিকটবর্তী)। (M) 9641727415 (8 P.M. - 10 P.M.), Caste no bar. (C/115657)

■ মাহিষ্য, 38+/5'-6", M.A. পাশ, ইস্যুহীন ডিভোর্সি, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 45, ইস্যুহীন পাত্র চাই। (M) 8372053044. (C/115663)

■ মাধ্যমিক পাশ, 36/5', নমশূদ্র পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, 45-এর মধ্যে পাত্র চাই। Ph : 9434307829, সময় : 6-9 P.M. (C/113442)

■ বণিক, ৩০+, M.Sc., B.Ed., D.El.Ed. রানিং, সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য, সংস্থা, SC, ST বাদে। ফোন- 7908443219. (C/115668)

■ পাত্রী উচ্চবংশের (ভরদ্বাজ গোত্র), ফর্সা, ঘরোয়া ও সুশ্রী, 5'-3"/29, M.A., M.Sc., DFSM, সম্ভ্রান্ত পরিবার, পিতা Central Govt. (Retd.) একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে, দাবিহীন এবং ছোট পরিবার কাম্য। (শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য)। (M) 8900213236. (M/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 26/5'-5", M.Sc. (Gold Medalist), B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেঃ সঃ কর্মচারী। এইরূপ পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, সরকারি/বেসরকারি (MNC) চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9474626798. (C/115667)

■ পাত্রী রাজবংশী, প্রাথমিক শিক্ষিকা, বয়স-35, উচ্চতা-5', উপযুক্ত রাজবংশী, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 7679949427. (P/S)

■ কায়স্থ, 34+/5'-3" (১০ দিনের ডিভোর্সি), এমএ পাশ, উপযুক্ত নিঃসন্তান পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8967665684. (C/115680)

■ সাহা, 26/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, গরিব পরিবারের পাত্রীর জন্য দাবিহীন ভদ্র পাত্র চাই। 7407777995. (C/115266)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", Ben. (H), ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য (শিলিগুড়ির মধ্যে)। Time : 8 A.M. - 8 P.M. (M) 8116007272. (M/M)

■ পাত্রী সুশ্রী, মণ্ডল, 27, M.Sc., 4'-11", রেলওয়ে চাকরিজীবী। শিলিগুড়ির সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/115671)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 27/5'-6", দেবগণ, Economics M.Sc., গ্রামীন ব্যাংকে Class-I Officer, উত্তরবঙ্গবাসী, উচ্চশিক্ষিত সুপাত্র চাই। 9903829146. (C/115264)

■ রাজবংশী, আলিপুরদুয়ার জেলা নিবাসী, ২৮/৫', B.Ed., Eng. Honours, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কাস্ট নোবার। (M) 9735986380. (C/115264)

■ ঘোষ, 26/5'-3", B.Tech., SBI Bank-এ কর্মরত, সুন্দরী, শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। 9733066658. (C/115266)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৬, MBBS, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গভঃ হাইস্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/115266)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, SBI ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। গান জানে এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/115266)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/115266)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/115266)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৬, এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/115266)

■ কায়স্থ, EB, 30/5'-4", MD, DNB মেডিকেল কলেজ প্রফেসর পদে কর্মরতা, ডাক্তার পাত্রীর জন্য ডাক্তার/Gazetted 1st ক্লাস অফিসার/সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, দয়া করিয়া কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করিবেন না। (M) 9475444699. (C/115267)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮/৫'-৩", জলঃ নিবাসী, B.Sc., প্রাঃ স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। জলঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। 7365055952. (C/114774)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 22+, B.A. পাশ, সুন্দরী, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রীর জন্য সঃ/ব্যবসায়ী পাত্রের সন্ধান কাম্য। 7003763286. (C/115266) ■ পাল, 35+/5'6", M.A, D.El.Ed ফর্সা, ডিভোর্সী, জেনারেল। 40 মধ্যে সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M - 7908243994 (M - 115314)

■ WB চাঁচল (মালদা) নিবাসী মাহিষ্য 27+/5'5" MBBS (শিশুরোগ) সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা একমাত্র সন্তান (পাত্রীর) অবিবাহিত WB সরকারি স্থায়ীপদে কর্মরত MBBS/MD/ MS/WBCS অফিসার 29-33 মধ্যে সঃ/ অসঃ সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M - 9932931958 (M - ED)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 27, মালদা নিবাসী, B.A. পাশ, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9144170307. (C/115266)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 31, M.A., B.Ed., 5'-7", রাজ্য সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী (25-29) পাত্রী কাম্য। (M) 9635611782. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 35, BCA, 5'-10", ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9382971157. (C/115673)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-1", চাকরি (বেঃ সঃ), একমাত্র পুত্র, 24-26 ও 5'-এর মধ্যে শিক্ষিতা, সাধারণ ঘরের পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলবে। ঘটক প্রয়োজন নাই। (M) 9832690200. (C/113439)

■ জেনারেল, 42/5'-5", B.Sc., সঃ প্রাঃ শিক্ষক, দঃ দিনাজপুর। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9733946013. (C/115643)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, ২৮/৫'-৯", কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ এবং অনূর্ধ্ব ২৩ হলেই যোগাযোগ করবেন। (M) ৯৫৬৩৫১২০৮১. (C/114657)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 5'-8", প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত। পাত্রী চাই। যোগাযোগ দুপুর 12 টার পর। 9547917135. (C/113441)

■ বালুরঘাট নিবাসী, বয়স-39, নিঃসন্তান মিউচুয়াল ডিভোর্সি, প্রাইভেট জব। স্যালারি 40K, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8967521140. (C/115646)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/115266)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বয়স ৪৩, বেসরকারি কর্মচারী, স্নাতক, ৫'-৬", উপযুক্ত পাত্রী চাই। M.No. 9851371082. (C/115666)

■ ক্ষত্রিয় রাজবংশী, 30, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরত, 5'-6", একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, রাজবংশী পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8101146990, 9593351373. (S/C)

■ কায়স্থ, 34/5'-6", BBA Pass, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 6294728977.

■ কায়স্থ, 36+/5'-6", গ্র্যাজুয়েট, Pvt. Co.-তে Sales এগজিকিউটিভ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832738345.

■ কায়স্থ, 39+/5'-4", H.S. পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 8250220762. (C/115267)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, ক্লাস VIII পাশ, নিজের গাড়ির চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899. (M/M)

■ নর, ব্রাহ্মণ, 34, বেঃ সঃ, 5'-4", শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407956952. (C/115670)

■ পাত্র জলঃ নিবাসী, ৩০, কায়স্থ, MBBS সরকারি ডাক্তার, স্থায়ী পদে M.O., ফর্সা, সুদর্শনা পাত্রী চাই। (M) 9635635984. (C/114778)

■ কায়স্থ, 32/5'-9", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাঃ সঃ (Jr. Eng.) পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা ২৫-২৬'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 8617566096. (C/115511)

■ ব্রাহ্মণ, 42/5'-8", দেবারি, কাশ্যপ, কোকরাঝাড় নিবাসী, সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 8822409092. (C/115513)

■ ব্রাহ্মণ, 42, ডিভোর্সি, দেবারিগণ, 30 উর্ধ্বে পাত্রী চাই। ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। অসবর্ণ চলবে। (M) 9434687482. (S/M)

■ কায়স্থ, কানাডায় MNC-তে কর্মরত, Software Engineer, ৩১/৫'-১০", দেবারিগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ৩০ অনূর্ধ্ব, কায়স্থ, B.Tech. পাত্রী কাম্য। (M) 6297574849, 9434038611.

পাত্রী চাই

■ ডিভোর্সি, কর্মকার, 31/5'-9", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। মোঃ 9434840464. (C/115266)

■ কায়স্থ, 27/5'-11", Eng. Medium, BBA+MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, প্রকৃত সুন্দরী, 5'-3", পাত্রী কাম্য (B.A.). 9434063043. (C/115659)

■ ব্রাহ্মণ, 37/5'-8", নরগণ, M.Tech., বেঙ্গালুরু MNC-তে Sr. Engineer (25L+/A), মাথাভাঙ্গাতে নিজস্ব বাড়ি। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত, ভদ্র পাত্রী প্রয়োজন। (M) 9800125799 (5-9 P.M.). (C/115266)

■ কায়স্থ (৪৩), ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ-৯৯৩৩৪০৯৮০৩. (C/115664)

■ Gen., 33/5'-8", B.Tech., রেলওয়েতে অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য ঘরোয়া বা চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 9432076030. (C/115266)

■ কোচবিহার নিবাসী, ৩০, M.Tech., স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/115266)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৪০, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ অধীন ইনকামট্যাক্স অফিসার, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/115266)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২/৫'-৪", মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক, চাকরিজীবী পাত্রী অগ্রাধিকার। (M) 8972422925. (C/114777)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩১, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115266)

■ সাহা (48), অবিবাহিত, কেঃ সরকার পেনশনভোগী। ইচ্ছুক পাত্রী যোগাযোগ করিবেন। 9532596567. (C/115675)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩০, সরকারি চাকরিজীবী। এরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115266)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/115243)

বাল্যবিবাহ রোধে কড়া পদক্ষেপ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২২ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুরে বাল্যবিবাহ বাড়ছে। এটি জেলা প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ। বাল্যবিবাহ রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে জেলা প্রশাসন। বাল্যবিবাহে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নারী নির্যাতন ও নারী পাচার রুখতে এবার জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা একযোগে কাজ করবেন।

শনিবার বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে এ সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা আদালতের বিচারক মানস বসু, জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদিকা কেয়া বালা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। ছিলেন জেলার আটটি ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, বিএসএফ এবং আইনজীবীরা। পুরোহিত, ইমাম, কাজি যাঁরা বিয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকেন তারাও এদিনের বৈঠকে অংশ নেন।

এবিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাপু-র জেলা কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান জানান, ইতিমধ্যে জেলার ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি নিয়ে বৈঠক হয়েছে। ১১৮৩ সংসদে এনিয়ে বৈঠক হয়েছে। কোনও বাচ্চা যাতে স্কুল ছুট না হয় সে বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। কারণ, স্কুলছুট হলে পরে বাল্যবিবাহের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সরকারি মতে, জেলায় চলতি বছরে বাল্যবিবাহ হয়েছে প্রায় ৭ হাজার। যার মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। জেলার হরিরামপুর ব্লকে এই সংখ্যা সব থেকে বেশি। জেলায় ২৯৪ টি কন্যাশ্রী ক্লাব, গত জানুয়ারি মাসে ৩০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। যারা মূলত বাল্যবিবাহ রোধে

আইনি ব্যবস্থা

কাজ করবে। ২০২৫ সালে মধ্যে এই জেলাকে 'বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা' ঘোষণার জন্য উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক বলেছেন, বাল্যবিবাহের খবর প্রশানের কাছে ঠিক মতো আসছে না। কেন আমাদের কাছে খবর আসছে না, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা দরকার। জেলার অর্থনীতি উন্নত হলে পরে বাল্যবিবাহ এমনিতেই কমে যাবে।

এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সম্পাদিকা কেয়া বালা।

ডুয়ার্স সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন কালচিনিতে

কাজিমানের স্বপ্নপূরণ

সমীর দাস

কালচিনি, ২২ মার্চ : স্বপ্ন ছিল ডুয়ার্সের জনজাতির ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র থেকে রান্নাঘরের সরঞ্জাম দিয়ে নিজের সংগ্রহশালা তৈরির। তিনি ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতির প্রাণপুরুষ কাজিমান গোলে। নিজের বাড়িতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডুয়ার্স সংগ্রহশালা। ছেলে কৌশল গোলের হাত ধরে নির্মিত হল সংগ্রহশালার নতুন ভবন। শনিবার দুপুরে দ্বারোদ্ঘাটন করলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রকের পশ্চিমবঙ্গের মেম্বার সেক্রেটারি হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কাজিমান গোলের হাত ধরে একসময় ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে গোটা রাজ্যে পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর সেই প্রয়াস এদিন সফল হল।'

কালচিনি চা বাগানে ডুয়ার্স সংগ্রহশালার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। শনিবার।

২০১১ সালে কাজিমানের প্রতিষ্ঠিত ডুয়ার্স সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। ২০১৬ সালে তাঁর প্রয়াণ হয়। বাবার স্বপ্নপূরণের চেষ্টা চালান ছেলে কৌশল গোলে।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরির পাশাপাশি পুরোদস্তুর সংগ্রহশালা নির্মাণ করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। কালচিনি বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে জমির এনওসি দেওয়া হয়। সেখানে নির্মিত হয়েছে ডুয়ার্স সংগ্রহশালার নতুন ভবন। এদিন সংগ্রহশালার ভেতরে কাজিমান গোলের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিতেরা। ভবনটির নাম রাখা হয়েছে কাজিমান গোলে স্মৃতি ভবন।

ভবনের সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডুয়ার্স লোকসংস্কৃতি সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নেপালি সাহিত্য সংগঠন সৃজনশীল সমূহ। সেখানে সাদরি কবি রামকুমার রানা, নেপালি ভাষার কবি আবির খালিং সহ অনেকেই নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন। কিশোরী এবং শিশুশিল্পীরা লোকনৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ডামরু (ডফলি) বাজিয়ে নেপালি লোকগীতি পরিবেশন করেন প্রবীণ শিল্পী পাসাং মায়া লামা। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি কৌশল বলেন, 'বাবার স্বপ্ন এতদিনের চেষ্টায় সফল হল। খুব তাড়াতাড়ি বাবার সংগৃহীত বাদ্যযন্ত্র, রান্নার সরঞ্জাম, হাতিয়ার, বাসনপত্র, পুরোনো মূল্যবান বই সংগ্রহশালার নতুন ভবনে আনা হবে। ডুয়ার্সের পর্যটকদের কাছে এই সংগ্রহশালাটি অন্যতম আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠবে।'

মেছো বিড়ালের জোড়া সঙ্গিনী

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২২ মার্চ : অবশেষে জোড়া সঙ্গিনী পেতে চলেছে রসিকবিলের আবাসিক পুরুষ মেছো বিড়াল। এনক্লোজারে এতদিন সঙ্গিনীর অভাবে মনমরা হয়ে থাকত সে। ইতিমধ্যেই দুই মাদি মেছো বিড়ালকে নিয়ে আসার তোড়জোড় শুরু করেছে বন দপ্তর। ওই দপ্তর সূত্রে খবর, হাওড়ার গড়চুমুক ডিয়ার পার্ক থেকে এপ্রিলে রসিকবিলে নিয়ে আসা হবে জোড়া মাদি মেছো বিড়ালকে।

কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'মেছো বিড়ালের এনক্লোজারে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে। দুই সঙ্গিনীকে পেলে আরও চনমনেভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে পুরুষ মেছো বিড়ালটিকে। এতে পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষণ বাড়বে।'

দুই বছর আগে ডিসেম্বরে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্য রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে ওই পুরুষ মেছো বিড়ালের দত্তক নিয়েছিলেন। তারপর থেকেই রসিকবিলে আসা পর্যটকদের নজর টানে মেছো বিড়ালটি। সম্প্রতি রসিকবিল পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে মেছো বিড়ালের কোনও সঙ্গী নেই দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই দত্তকের একাকিত্ব কাটাতে সঙ্গিনী নিয়ে আসার ব্যাপারে আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে মেছো বিড়ালের সঙ্গিনী পাওয়ার খবরে খুশি পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, 'অবশেষে ছাড়পত্র মিলল। দুই সঙ্গিনী এলে ওর একাকিত্ব কাটবে।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি মাদি মেছো বিড়ালের ঠিকানা বদলের ছাড়পত্র মিলেছে। সেইমতো শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। সব ঠিকঠাক থাকলে এপ্রিলের শুরুতেই রসিকবিলে পৌঁছে যাওয়ার কথা ওদের। মিনি জু-তে বর্তমানে একটি পুরুষ মেছো বিড়াল রয়েছে। দীর্ঘদিন মাদি মেছো বিড়াল না থাকায় প্রজনন মরশুমে কিছুটা মনমরা হয়ে থাকত সে। সবমিলিয়ে রসিকবিল বনকর্মীদের মধ্যেও নতুন অতিথি নিয়ে উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বাদের দেখভালে এসওপি

নাগরাকাটা, ২২ মার্চ : চতুর্থ প্রাক প্রসবকালীন পরীক্ষার পর অন্তঃসত্ত্বাদের প্রতি সপ্তাহে বাড়ি গিয়ে দেখভাল করবেন আশাকর্মীরা। বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে নির্দেশিকাও জারি হয়েছে। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'নিরাপদ মাতৃত্বে যাতে বাধা না থাকে সেটা নিশ্চিত করাই এই সিদ্ধান্তের প্রধান লক্ষ্য।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, অন্তঃসত্ত্বাদের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চার দফায় শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। প্রথম পরীক্ষাটি হবে গর্ভাবস্থার ১২ সপ্তাহ বা তিন মাসের মধ্যে। পরবর্তীগুলি হবে যথাক্রমে ১৪-২৬ সপ্তাহ, ২৮-৩২ সপ্তাহ ও ৩৬ সপ্তাহে। পরে প্রসবের জন্য সময় থাকবে চার সপ্তাহ। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় হবু মায়েদের নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা, ঘোলাটে দৃষ্টি, পেটে অসহ্য ব্যথা, রক্তপাত, গর্ভস্থ ভ্রূণের নড়াচড়া কমে যাওয়া, হাত-পা ফুলে যাওয়া, জ্বর সহ আরও কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আশাকর্মীরা ৩৬ সপ্তাহের পর অন্তঃসত্ত্বাদের বাড়ি গিয়ে মূলত কারও কোনও এমন শারীরিক সমস্যা হচ্ছে কি না তা নিবিড়ভাবে যাচাই করবেন। এমন লক্ষণ নজরে পড়লে আশাকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীদের জানাবেন। পরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

আশাকর্মীদের করণীয় সম্পর্কে স্বাস্থ্য দপ্তর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর (এসওপি) তৈরি করে দিয়েছে। ৩৬ সপ্তাহের চতুর্থ পরীক্ষার পর অন্তঃসত্ত্বার শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে আশাকর্মীদের বিশদে জানান এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ফলে আশাকর্মীদের পক্ষে আরও ভালো করে দেখভাল বা কথা বলে বুঝে নেওয়া সহজ হবে। স্বাস্থ্যকর্তাদের মতে, মাতৃত্বের পথে সবসময় কিছু ঝুঁকি থাকে। অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব মৃত্যুও ঘটাতে পারে। অনেক সময় বাড়িতেও প্রসব হয়ে যায়। যদিও এখন এমন ঘটনা নগণ্য। গর্ভাবস্থার শেষ মাসে প্রতি সপ্তাহে আশাকর্মীদের বাড়ি গিয়ে নজরদারি নিরাপদ প্রসবে দারুণভাবে সহযোগিতা করবে বলে মত অল বেঙ্গল প্যারামেডিক অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীর।

বিধায়কের চিঠি

বালুরঘাট, ২২ মার্চ : সীমান্তবর্তী গ্রামীণ এলাকায় একাধিক বেহাল রাস্তা মেরামতির জন্য পূর্ত দপ্তরের দ্বারস্থ হলেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। এর আগে তিনি জেলা শাসকের কাছে দরবার করেছিলেন। কাজ না হওয়ায় সরাসরি পূর্ত দপ্তরকে চিঠি দিলেন। গ্রামের বাসিন্দারা বর্ষা শুরুর আগেই রাস্তা মেরামতির জন্য বিধায়কের ওপর চাপ তৈরি করেছেন।

বুধরাই টুডু বলেন, 'সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের বড় ভূমিকা রয়েছে। বিধায়ক হওয়ার পরে আমি আমার কেন্দ্রে যেসব সীমান্তবর্তী গ্রাম রয়েছে, সেই সব গ্রামের রাস্তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জলের ব্যবস্থা নেই

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল নেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। রান্না থেকে শিশুদের পানীয় জল, চরম সংকট তৈরি হয়েছে প্রায় এক বছর ধরে। রান্নার জল আনতে এক কিলোমিটার হেঁটে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে আইসিডিএস কর্মীদের। বারবার প্রশাসনের দরজায় জলের জন্য আবেদন জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে চরম দুর্দশার মধ্যেই কোনওরকমে চলছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক এলাকার গ্রামীণ হাসপাতাল সংলগ্ন রামরায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে নথিভুক্ত রয়েছে ১০০ জন মা ও শিশু। বাধ্য হয়ে তাঁদের জন্য ড্রামের মধ্যে জল সংরক্ষণ করে রাখছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, শৌচালয়ের জন্যেও জল নেই সেন্টারে।

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের ২৪৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত বারোটি পানীয় জলহীন। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ সিডিপিও আবদুস সাত্তার বলেন, 'আমরা সরাসরি জলের ব্যবস্থা করতে পারি না। এই বিষয়ে আমরা পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসকে জানিয়েছি। তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন।'

বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নতুন করে জলের উৎস তৈরি করা ব্লক প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আমরা এই সমস্যার কথা জেলায় জানিয়েছি।' এই বারোটির মধ্যে রামরায় একমাত্র কেন্দ্রটি আছে, যেখানে এক বছর ধরে জল সমস্যা চলছে। কোনও নলকূপ নেই। এক কিলোমিটার দূরে গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে কার্যত রান্নার জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সেন্টারের কর্মী মধুমিতা রায় বলেন, 'পানীয় জলের প্রচুর সমস্যা। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস এবং সিডিপিও সাহেবকেও আমি জানিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জল নিয়ে সমস্যা মিটল না।'

পতঞ্জলি ও নাবার্ডের উদ্যোগ

নিউজ ব্যুরো

২২ মার্চ : পতঞ্জলি গবেষণা অনুসন্ধানে নাবার্ড-এর প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের শীর্ষ রাষ্ট্রীয় কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের দ্বারা আয়োজিত ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক, রাজ্য সরকারি ব্যাংক এবং জেলা কেন্দ্রীয় সহকারী ব্যাংকগুলিকে নিয়ে পতঞ্জলি রিসার্চ ফাউন্ডেশন সভাঘরে ওই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকাশ এবং কৃষিক্ষেত্রে সমতা বৃদ্ধি বিষয়ে মূল আলোচনা হয়েছে। কর্মসূচির সূচনা করেন পূজ্য বালকৃষ্ণ।

গ্রামীণ ক্ষেত্রে কৃষি ব্যবস্থা, হস্তশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, গ্রামীণ শিল্পভাবনা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

জন্মদিনে ব্রাত্য অমিয়ভূষণ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২২ মার্চ : অমিয়ভূষণ মজুমদারের শহর কোচবিহার। কিন্তু জন্মদিনে নিজের শহরে একপ্রকার ব্রাত্যই রইলেন তিনি। প্রতিবছর বইমেলার শুরুর দিন অমিয়ভূষণকে স্মরণ করে একটি সম্মাননা প্রদান করা হয় ঠিকই। কিন্তু এদিন জেলা প্রশাসন কিংবা কোনও সংস্থার তরফে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, চিত্রশিল্পী তথা নাট্যকার অমিয়ভূষণের জন্মদিন পালন করতে দেখা গেল না।

হাতে গোনা কয়েকজন অবশ্য তাঁর স্মরণে সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'চার কথা লিখেছেন। আর মজুমদার পরিবারের পক্ষ থেকে পালন করা হল অমিয়ভূষণের জন্মদিন। সেখানে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের উপস্থিতি নজরে এসেছে।

'বাবার জীবদ্দশা থেকেই তাঁর জন্মদিনে সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান করা হত', বললেন লেখকের মেজো মেয়ে এথেনা। তিনি বলেন, 'বাবা মারা যাওয়ার পর করোনার আগে পর্যন্ত নিয়মিতভাবে আমরা জন্মদিন পালন করতাম। এখন আমাদেরও বয়স হয়ে যাওয়ায় সেভাবে বড় করে অনুষ্ঠান করা হয়নি।' বাবার জন্মদিন উপলক্ষ্যেই দীর্ঘদিন বাদে কলকাতা থেকে কোচবিহারে নিজের বাড়িতে এসেছেন তিনি। লেখকের জন্মদিনটি জেলা প্রশাসন কিংবা কোচবিহারের কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যোগে সেভাবে পালন করা হয় না। এপ্রসঙ্গে এথেনা বলেন, 'আমরা কোনওদিনই প্রশাসনের মুখাপেক্ষী ছিলাম না। বাবাও ছিলেন না। সাহিত্যচর্চা তিনি করেছেন নিজের তাগিদে, নিজের ভালোবাসায়। বাবার পাঠককুল আছে। সাহিত্য কোনওদিনই সর্বসাধারণের বিষয় নয়। যাঁরা পড়ার, তাঁরা এখনও বাবার লেখা পড়েন।'

অমিয়ভূষণ মজুমদারের বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ছেলে ও মেয়ের।

এদিন সকালে লেখকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মেজো মেয়ে এথেনা এবং পুত্র আনন্দজ্যোতি মজুমদারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটান এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। লেখকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। সন্ধ্যায় 'অমিয়ভূষণ এবং বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনা সহ আবৃত্তি, গান পরিবেশিত হয় লেখকের বাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে লেখকের জন্মদিন পালন করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক তথা কবি সুবীর সরকার। তিনি বলেন, 'অমিয়ভূষণকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। তিনি শুধু কোচবিহার নয়। বাংলা সাহিত্যেরও সম্পদ। জেলা প্রশাসনের উচিত ছিল সরকারি অনুষ্ঠান করে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাবার। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে কোচবিহারের তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত এড়িয়ে গিয়েছেন।

বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমার মনে হয় আমরা এখনও তাঁকে বুঝতেই পারিনি। কেবল বইমেলার একদিনই আমরা তাঁকে নিয়ে জানতে পারি। অমিয়ভূষণকে নিয়ে আমাদের চর্চা আরও বাড়ানো উচিত।'

বছরখানেক আগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার আয়োজন করেছিল। সেখানে অমিয়ভূষণকে নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেসময় এবিএন শীল কলেজের একটি ঘরে সাহিত্যিকের জীবনের স্মৃতি, সাহিত্যশৈলী, প্রাপ্ত সম্মাননা, চিত্রাবলী, বিখ্যাত বই, প্রচ্ছদপট সহ সব কিছু অনুরাগীদের দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে সেসব সংরক্ষণ করে রেখেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। কথা ছিল, যদি কোনও স্কুল, কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠান যদি অমিয়ভূষণকে নিয়ে কাজ করতে চান তাদের বিনামূল্যে সেগুলো সরবরাহ করবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তবে, এদিন এমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।

নয়া পদাধিকারী

কালচিনি, ২২ মার্চ : কালচিনি ব্লক তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের ব্লক সহ সভাপতি মনোনীত হলেন খাইরুল ইসলাম। খাইরুল জয়গাঁর বাসিন্দা। শনিবার তাঁকে নতুন পদের নিযুক্তির বিষয়টি চিঠি লিখে জানিয়েছেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়। প্রসেনজিতের কথায়, 'সংগঠনের নতুন ব্লক সহ সভাপতিকে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের কথা জানানো হয়েছে।'

মারপিট

শামুকতলা, ২২ মার্চ : শামুকতলা থানার ডাঙ্গি এলাকায় বাড়ির সীমানা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে শনিবার। ঘটনায় দুই পক্ষের তরফে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'আমরা দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছি।'

আজ টিভিতে

দ্য স্পেস শাটল দ্যাট ফেল টু আর্থ
রাত ৮.৪০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ চন্দ্রমল্লিকা, ১০.০০ প্রেম আমার, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, ১.০০ লভ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.২৫ গুরু, সন্ধে ৭.৫০ জিও পাগলা, রাত ১০.৫৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ১০০% লভ, বিকেল ৩.০০ প্রজাপতি, সন্ধে ৬.০০ পবিত্র পাপী, রাত ১০.০০ হীরক রাজার দেশে, ১২.৩০ ফোর্স

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ মমতাময়ী মা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি, রাত ৯.০০ বলো দুগ্গা মাইকি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৩ স্পাইডার, বিকেল ৪.১৮ হা ম্যায়নে ভি প্যার কিয়া, রাত ৮.০০ ২.০, ১১.০৫ ফুকরে রিটার্নস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.০৬ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.১৬ কাশ্মীর ফাইল, সন্ধে ৭.০৩ ক্রু, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩০ বালা, দুপুর ১.৪৫ বচনা অ্যায় হসিনো, বিকেল ৪.১৫ ফুটপাথ, সন্ধে ৬.৩০ অংরেজি মিডিয়াম, রাত ৯.০০ গ্যাসলাইট, ১১.০০ ইন্দু কি জওয়ানি

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০১ কল্কি, বিকেল ৩.০৪ রক্ষাবন্ধন, ৫.২২ হিরো-দ্য বুলেট, সন্ধে ৭.৫০ সূর্যবংশী, রাত ১০.৪৬ রুদ্রাঙ্গী

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২০ ইনসাফ : দ্য ফাইনাল জাস্টিস, দুপুর ১.৪০ জাল : দ্য ট্র্যাপ, বিকেল ৪.৩৬ পুলিশ অফিসার, সন্ধে ৭.৩০ জঙ্গ, রাত ১০.০৯ মিরুগা

জিও পাগলা সন্ধে ৭.৫০
জলসা মুভিজ

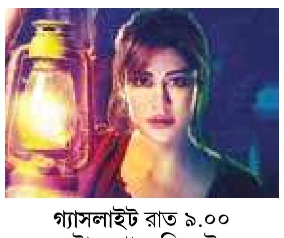

গ্যাসলাইট রাত ৯.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

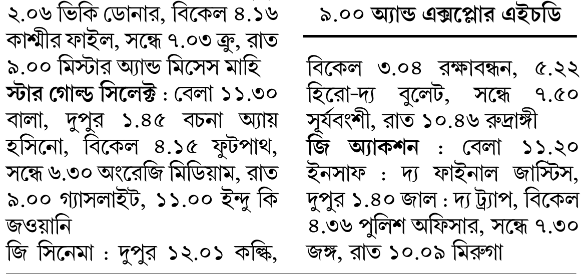

কঙ্গো প্যান : অ্যান আফ্রিকান হরর স্টোরি
রাত ৯.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

শ্রুতিনাটক

ফালাকাটা, ২২ মার্চ: ফালাকাটা বাবুপাড়ার মহিলা পরিচালিত 'অগ্নিবীণা' আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শনিবার ট্রাফিক মোড়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শ্রুতিনাটক করল। সংগঠনের সভাপতি সবনী সিনহা জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবারের নারী দিবসে তাঁরা অনুষ্ঠান করতে পারেননি। তাই আজ নানা অনুষ্ঠান করা হল। রবিবার তাঁরা বসন্ত উৎসব করবেন বলে জানিয়েছেন। মঞ্চে ক্রীড়াবিদ রেখা সরকার ও তৃতীয় লিঙ্গের গুরুমা রিয়া সরকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ শেষ

ফালাকাটা, ২২ মার্চ : শনিবার ফালাকাটা কলেজে ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শেষ হল। এক সপ্তাহ আগে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। সাতদিন ধরে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেন প্রশিক্ষক কার্তিকচন্দ্র পাল ও চন্দ্রকান্ত দেব সিংহ। সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় কলেজের মাঠে। সেখানে পড়ুয়ারা নাচ, গান পরিবেশন করেন। কলেজের অধ্যক্ষ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পড়ুয়াদের সামনে ব্রতচারী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কাল থেকে গরম বাড়ার আশঙ্কা

পাহাড়ে তুষার, বৃষ্টি সমতলে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : সাতসকালে কালো মেঘের আস্তরণ বলে দিচ্ছিল, বৃষ্টি শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তাই বলে দিনদুপুরে বরফকণার আছড়ে পড়া! বসন্তের বিদায় পর্বে শনিবার ফের তুষার চাদরে মুড়ি দিল দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু। দার্জিলিং পাহাড়ে আছড়ে পড়েছে শিলাবৃষ্টি। হাওয়া লেগেছে সমতলের গায়েও। যার সুবাদে গত কয়েকদিনের আবহাওয়া উধাও। পরিবর্তে একাধিক জায়গায় স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত এক ঝটকায় পালটে দিয়েছে উত্তরের আবহাওয়া। তবে সোমবার থেকে যে চড়া রোদে শরীর পুড়তে পারে, সেই পূর্বাভাস দিয়ে রাখছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'রবিবারের মধ্যেই বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। মূলত সমতল এলাকায় আগামী কয়েকদিন তেমনভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বরং মেঘমুক্ত আকাশের জন্য সোমবার থেকে সমতল এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটবে।'

বৃষ্টিতে ভিজল শিলিগুড়ি। শনিবার সকালে। ছবি : তপন দাস

সকালটা যদি সমতলের হয়, তবে দুপুরটা অবশ্যই পাহাড়ের। এদিন সকালে হালকা মেঘের দেখা মিললেও, পাহাড়কে কিছুটা হলেও উজ্জ্বল রেখেছিল সূর্য। কিন্তু ঘড়ির কাটা দুপুরের ঘরে ঢুকতেই পালটে যায় দার্জিলিং পাহাড়ের আবহাওয়া পরিস্থিতি। কালো মেঘ বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। বিকেলেও পাহাড় ভিজেছে বৃষ্টির জলে। এরই মধ্যে দুপুরে ঘটেছে সান্দাকফু, ফালুটের মতো জায়গাগুলিতে তুষারপাত। গ্রীষ্মাবকাশ শুরু না হলেও, পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে। ফলে এমন আবহাওয়ায় দিন খুশ তাঁদের। তুষারপাতের কথা জানতে পেরে অনেকে তো দার্জিলিং থেকে সান্দাকফুর পথ ধরেছেন।

আবহাওয়া পরিস্থিতিতে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে কমলা সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। যথারীতি বৃষ্টি হয়েছে সর্বত্র। বৃষ্টির সঙ্গে অনেক জায়গাতেই ঝোড়ো হাওয়া ছিল। যে কারণে ময়নাগুড়ি সহ একাধিক জায়গায় গাছ ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে অনেক জায়গায়। ব্যাহত হয় জনজীবন। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমতলের আবহাওয়া পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। রবিবার থেকে আকাশ আরও পরিষ্কার হবে। চড়বে পারদ।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরেই উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় বজ্রগর্ভ মেঘের সৃষ্টি হয়। যে কারণে একাধিক জায়গায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হয়েছে। আছড়ে পড়েছে শিলও।

সিনেমা

CINEMA

Now Showing at
BISWADEEP
THANDEL
Xing : Naga Chaitanya, Sai Pallavi
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

হাতির দিকে দৌড়ে পর্যটকদের রক্ষা এএসআইয়ের

ছোট গাড়িকে ধাক্কা দাঁতালের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২২ মার্চ : হাতি দেখেই উত্তেজিত সকলে। এত কাছে গজরাজকে দেখে কেউই আর নিজেকে আটকাতে পারছিলেন না। শনিবার লাটাগুড়ি-চালসাগামী সড়কে হাতি উঠে আসতেই আশপাশের সকলে একেবারে তার সামনে চলে আসেন। তবে এর পরিণাম যে কী হতে পারে তা নিয়ে হয়তো কোনও ধারণাই ছিল না পর্যটকদের। তাই ট্যুরিস্ট বন্ধুর এক পুলিশ আধিকারিক এএসআই সুরজিৎ মল্লিক পর্যটকদের সরাতে বারবার চিৎকার করলেও তাঁরা কেউই হাতির পাশ থেকে দূরে চলে যাননি বলে অভিযোগ। এদিকে, ততক্ষণে হাতিটি একটি ছোট গাড়িকে ধাক্কা মারে। এরপর হাতির দিকেই দৌড় লাগান সুরজিৎ। চিৎকার করে কোনওক্রমে ওই পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনেন তিনি। সেসময়ে ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জলপাইগুড়ি পুরসভার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকা কাউন্সিলার স্বরূপ মণ্ডল। তাঁরাও সুরজিৎকে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে সাহায্য করেন। সুরজিতের কথায়, 'এদিন রাস্তায় হাতি দাঁড়িয়ে থাকার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সেই সময় হাতির আশপাশে বহু গাড়ি ও মানুষ ভিড় জমিয়েছিল। তাদেরকে সময়মতো ফেরাতে না পারলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত।'

গাড়ির দিকে তেড়ে যাচ্ছে হাতি। শনিবার লাটাগুড়িতে।

এদিন বিকেলে লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝে মহাকালধামের কাছে একটি দাঁতাল হাতি লাটাগুড়ি চালসাগামী সড়কে উঠে পড়ে। সেই সময় পথচারীরা হাতি দেখতে ভিড় করেন। তার ছবি তুলতে হাতির কাছেই চলে যান। একটি ছোট গাড়িতে থাকা পর্যটকরাও একই কাজ করেন। এতে রাস্তার দু'পাশে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ট্যুরিস্ট বন্ধুর ওই পুলিশ আধিকারিক জোরে চিৎকার করে তাঁদের সরে আসার জন্য বলেন। তবে তাঁরা সেকথায় কান দেননি। পরে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পর্যটক ও পথচলতি মানুষকে রক্ষা করেন তিনি। ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পরে হাতিটিকে লাটাগুড়ি জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। রাজীব বলেন, 'সুরজিৎ ভালো কাজ করেছেন। তাঁর কাজকে কুর্নিশ জানাই।'

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

PUBLICATION OF ADVT NOTICE INVITING PROPOSALS FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOP AT BENGDUBI MIL STN

1. Sealed applications/ proposals are invited from ex-serviceman/ war widows/ widows of ex-serviceman for allotment of various shops at **Bengdubi Military Station** as per details under on lease for a period of 3 yrs extendable for 02 more years based on performance. Shops will be allotted to highest eligible bidders. Only war widows/ widows of defence personnel killed while on duty/ disabled soldier/ Ex servicemen and spouses/ widows of ex-servicemen are eligible for allotment of the shops.
2. Last date of submission of completed docu and submission of bids is 10 Apr 2025.
3. Details of the shops are as under:-
   (a) Home appliances & electronics shop (Shop No-30)
   (b) Grocery Shop (Shop No-05)
   (c) Army General Store (Shop No-10)
   (d) Vegetable Shop (Shop No-16)
   (e) Restaurant (Shop No-17)
   (f) Grocery Shop (Shop No-24)
   (g) Grocery Shop (Shop No-25)
   (h) Fast Food Shop (Shop No-26)
   (i) Two Wheeler Repair Cum Cycle Shop (Shop No-20)
   (k) Tour and Travels (Shop No-27) (Contract agreement expire on Aug 2025)
4. Applications and eligibility conditions and supporting documents, earnest money and other details of rebate, rent & allied charges can be obtained from Stn Cell Bengdubi on any working day between 0830 to 1400 hrs till 08 Apr 2025. For clarifications contact Mob No **7501185810.**

শিক্ষা

■ ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি গ্রামার, শব্দভাণ্ডার, বাক্য রচনা শেখাতে ফ্রি কোচিং। M : 9733565180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/115266)

TUITION

■ Maths, Sc., I.T./I.P. ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে পড়ানো হয়। (CBSE/ICSE/W.B). (7-12)। শক্তিগড়। M : 9832034289. (C/115662)

■ CBSE, ICSE-5-6 (All Sub.), 7-10 (Eng, Beng, S.Sc etc.) 11-12 (Eng, Beng, Hist & Pol. Sc.) Exp. Ter. (M.A.- Triple, B.Ed), Slg, M : 9564244215. (C/115260)

■ CBSE & ICSE Tuition (মহিলা শিক্ষিকা) 3 বছর বয়সি বাচ্চা থেকে শুরু। M : 9735044451. শিলিগুড়ি। (115267)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/115264

ক্রয়

■ 2 BHK/3 BHK ফ্ল্যাট বা 1½ কাঠা /2 কাঠা বাড়ি ক্রয় করতে চাই- এরিয়া- শিলিগুড়ি-ওয়ার্ড নং 19, 20, 22, 23, 24. M : 7679630014. (C/115267)

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/115267)

কর্মপ্রার্থী

■ ঔষধের দোকানের জন্য ফার্মাসিস্ট - যোগাযোগ : Contact for Pharmacist- 9434351953. (M). (C/115267)

ক্রয়-বিক্রয়

■ নতুন/পুরোনো বাড়ি, ফ্ল্যাট, দোকান ও জমি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। Bank Loan-এর সুবিধা আছে। 9733903555. (C/115262)

বিক্রয়

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয়, সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/115270)

বিক্রয়

■ Land for sale at Deshbandhu Para 3 Katha & 3.25 katha. Contact : 9434020698.

■ বাবুপাড়া সংলগ্ন পূর্ব মিলনপল্লিতে ৩ কাঠা জমি সহ বাড়ি বিক্রয়। যোগাযোগ : 7908593137/8101757604

■ 2nd Hand flat for sale 925 sq.ft. 1st. floor, South Face Main Road side. Dabgram W. No. - 23 Siliguri. Contact No. - 9531558336/9531558334. No Broker. (C/115612)

■ কলকাতা ক্ষুদিরাম মেট্রো সংলগ্ন 2 BHK 900 sq.ft 4 ব্যালকনিযুক্ত গ্যারাজ সমেত Flat বিক্রয়। যোগাযোগ- 7001324123. (C/115656)

■ 2 BHK Ground & 3 BHK 2nd floor flat for sale, Slg. M :9832574004. (C/115261)

■ ফাড়াবাড়ি নেপালি বস্তিতে রাবার বাগানের পাশে খতিয়ানভুক্ত 6, 11 ও 20 কাঠা কারখানা বা গোডাউনের জন্য উপযুক্ত জমি বিক্রি হবে। মোবাইল - 8436444908.

■ 5 Katha Land with 2 storied House for sale in Hakimpara, Siliguri. 9 rooms 5 bath 2 Kitchen 3 Office/servant room Garage & Garden. 3.4 Cr. M : 9748056919. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, দেশবন্ধুপাড়া, গোপাল মোড়, 2 BHK + 2 L/B+ গ্যারাজ সঙ্গে একটা ঘর সঙ্গে L/B, প্রথম তলা 4 বছরের পুরোনো 43 লাখ, বিক্রয় হইবে। M : No. 8336988520. (C/115681)

■ শিলিগুড়ি হাতিমোড়ে 2 BHK, 845 sq.ft, 2nd floor ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 6294104912. (C/115267)

■ Siliguri P.C. Mittal Bus stand, 162 sq.ft. ground floor, shop no. D/10, sale. M : 9832014010. (C/115266)

■ ফ্ল্যাট বিক্রয় 1105 sq.ft (1st ফ্লোর) ঘুঘনি মোড়। হায়দরপাড়া। যোগাযোগ 9474876144, 9832386340. (C/115650)

উৎসব/অনুষ্ঠান

■ আগামী ২৬ শে মার্চ বুধবার-গেট বাজার, নিউজলপাইগুড়ি শ্রীশ্রীরামঠাকুর মন্দিরে কৈবল্যধামের মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় - শ্রীনাম (দীক্ষা) প্রদান করবেন। জংশনস্থিত শ্রীশ্রী রামঠাকুর মন্দিরেও শ্রীনাম প্রদান করবেন ২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবার। নাম প্রার্থীদের শ্রীমন্দিরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 9474089243, 8927027757.

ভাড়া

■ দেশবন্ধুপাড়া, দাদাভাই মোড়ে 2 BHK Flat ভাড়া দেব। সরকারি চাকরিজীবী কাম্য- 9083405817. (C/115648)

■ Siliguri রবীন্দ্র সরণি পোস্ট অফিসের সামনে G/F 3 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9434131088. (C/115651)

■ Godown for rent 2000 sq.ft. near Balaji Mandir, Malbazar. 7719344292. (C/115665)

■ To-Let Godown - 1400 sq.ft Sevoke Rd, Slg. 8509317476/9832067933. (C/115267)

■ শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কে 2 BHK, 2nd floor-এ ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : 9475761520. (C/115267)

■ শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে শুধু ছেলেদের জন্য 2/4 তলায় 2টি সিঙ্গল রুম (+ কিচেন, বাথরুম) ভাড়া দেব। M : 9476386697.

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে মিষ্টির দোকানে উনুনের সবরকম কাজ জানা ও একজন নোনতার কারিগর এবং 25 জনের খাওয়া বানানোর জন্য একজন রান্নার লোক ও একজন Toto ড্রাইভার চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 9433235671. (C/115264)

কর্মখালি

■ Niram Industries Pvt. Ltd. have below vacancy : Senior Accountant, Purchase Manager, Executive Assistant to MD, Laboratory Technician. Contact : 9474679380, 9832720437, www.niramindustries.com

■ শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে দিন-রাতের কাজের মহিলা চাই। বেতন সাক্ষাতে। 9739961416, 7866805864. (C/115267)

■ শিলিগুড়ির স্বনামধন্য অ্যাডভোকেটের চেম্বারে অভিজ্ঞ Law ক্লার্ক টাইপিস্ট প্রয়োজন। (M) 9832499486. (C/115267)

■ কাপড়ের শোরুমের কাজে দক্ষ Sales স্টাফ চাই। অভিজ্ঞ টেইলার চাই। U & T Boutique, জলপাই মোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9933634290. (C/115267)

■ শিলিগুড়িতে সাংসারিক কাজে 40 উর্ধ্বে মহিলা প্রয়োজন (10-2 P.M.)। বেতন-5000/-. (M) 8967966908. (C/115267)

■ শিলিগুড়িতে চালু রিটেল ঔষধের দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ ছেলে প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ। (M) 9434196601. (C/115266)

■ Require Manager with Tally knowledge. Contact-(M) 9679495146. (C/115265)

কর্মখালি

■ YVTC-তে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জন্য এজেন্ট চাই। শিক্ষক অগ্রগণ্য। Alipurduar. (M) 8167258938. (C/115512)

■ এনজেপি গেটবাজার এলাকায় ওষুধের দোকানে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, 18-50 বছরের মধ্যে দুইজন মহিলা/পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। অ্যাকাউন্টস, কাউন্টার সেলস এবং কম্পিউটারের কাজ জানা আবশ্যক। ডিউটি আওয়ার্স সকাল 10টা থেকে রাত 10টা। বেতন 15,000+, যোগাযোগ : 9832622380. (C/115263)

■ অতি উচ্চশিক্ষিতা, কম্পিউটারে বাংলা-ইংরেজি লেখালেখি ও গার্ডেনিং-এ আগ্রহী এবং পরিশ্রমে বিশ্বাসী, কোচবিহারে অধ্যাপকের সঙ্গে কাজ, ১৪০০০/-, জেরক্সে অভিজ্ঞ শিক্ষিত যুবক চাই। মোঃ ৮৯১৮৬১৫৮০২. (C/115676)

VACANCY

■ IQRA English School (CBSE) Samsi, Malda, W.B. wants Principal, Warden, SST Teacher. Send C.V. or call immediately on 7797537041/ 8101281416. Qulf : (B.A/ B.Sc/ B.Ed/ D.Ed) (M.A/ M.Sc) (M-115318)

কর্মখালি

■ আলিপুরদুয়ারে হোটেল প্যারাডাইসে নিম্নলিখিত কর্মী নিয়োগ চলছে। ভালো মাইনে, থাকা-খাওয়া ফ্রি। কুক, কিচেন স্টাফ, হাউসকিপিং কাম সার্ভিসবয়, মকটেল জানা সার্ভিসবয়। যোগাযোগ- 7811007670, 03564-357810, 7365965060. (C/115510)

■ N.G.O তে নিজেস্ব ব্লক ভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে নেওয়া হচ্ছে। যোগ্য-মাধ্যমিক বেতন-৬-২০ হাজার। ফোন- 9332372826. (M-114058)

■ শিলিগুড়ি প্রধাননগরে বাড়িতে রান্না বাদে অন্যান্য কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। বেতন- 7000/-. Ph : 9434181315. (C/115264)

VACANCY

■ Req. PGT-Eng. & MCA, PET-M.PED/B.PED, Prt-Sci. (with B.Ed.) & Librarian at S.K.P. Vidya Niketan. Punjabi Para, Siliguri, Experienced will be preffered first. You can apply within 27.03.2025. Contact us at : 0353-3501094, 3501123 or E-mail us at skpvn56047@yahoo.com (C/115264)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরও ক্যামেরা

হাওড়া স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আরও ৫০০ সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে ঘেরা হচ্ছে স্টেশন চত্বরকে। মহিলা পুলিশ টহলদারিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ট্যাবে তদন্ত

ট্যাব কাণ্ডে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পুলিশের তদন্তে তিনজনের নাম ওঠে।

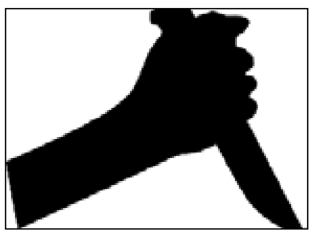

স্ত্রীকে খুন

মেয়ের সামনে স্ত্রীকে খুন করে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘটনা স্বীকার করে এলেন অভিযুক্ত স্বামী। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানা এলাকার ঘটনায় অভিযুক্ত ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

জলসংকট

বৃহস্পতিবার থেকে এখনও পর্যন্ত জলসংকট মিটল না হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়। কলকাতা থেকে জলের গাড়ি গেলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে মত স্থানীয়দের।

দুবাই হয়ে লন্ডন রওনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ মার্চ : লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর স্বাভাবিক হওয়ার পর শনিবার সন্ধ্যার বিমানে দুবাই হয়ে লন্ডন উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রবিবার সকালে তাঁর হিথরো বিমানবন্দরে নামার কথা। এদিন সকালের বিমানে তাঁর লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হিথরো বিমানবন্দর সংলগ্ন সাবস্টেশনে ভয়াবহ আগুন লাগায় হিথরো বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এদিন সন্ধ্যায় তিনি দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। আটদিনের সফরে মুখ্যমন্ত্রী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি সেখানকার বণিকসভার সঙ্গেও তিনি বৈঠক করবেন। গত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে লন্ডন থেকে বণিকসভার একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। তারা এদেশে লগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ওই লগ্নি নিয়েই তাদের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে।

হিথরো বিমানবন্দর সংলগ্ন সাবস্টেশনে আগুন লাগায় ও বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকায় প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সফর দু-দিন পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সাতদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঠাসা কর্মসূচি আছে। সেই কারণে হিথরোর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই তিনি লন্ডন রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুখ্যমন্ত্রীর এটি সরকারি সফরসূচি। সেই কারণে লন্ডনস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনেও যোগাযোগ রাখছে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে থাকছেন সেখান থেকে হিথরো বিমানবন্দর প্রায় দু-ঘণ্টার দূরত্ব। ফলে তাঁর লন্ডন যেতে দেরি হওয়ায় সফরে বিশ্রামের সুযোগ খুব বেশি থাকছে না। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশন থেকে সবুজসংকেত মেলার পরই মুখ্যমন্ত্রী রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সুবর্ণর পর বদলি উৎপল

কলকাতা, ২২ মার্চ : সুবর্ণ গোস্বামীর পর এবার বদলি করা হল চিকিৎসক উৎপল দাঁ-কে। অভয়া আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত দুই চিকিৎসকের এভাবে বদলির ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম (ডব্লিউবিডিএফ)। এই বদলির প্রতিবাদ জানিয়ে সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ই-মেলও করেছে তারা। এর পিছনে সরকারের 'প্রতিহিংসা' কাজ করছে বলেই মত সংগঠনের। সুবর্ণর পর বদলির নির্দেশ

প্রতিবাদ ই-মেল ডক্টরস ফোরামের

দেওয়া হয়েছে উৎপল দাঁ-কে। তাঁরও পদাবনতি হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। তাঁকে বদলি করে পাঠানো হচ্ছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে অ্যানাটমি বিভাগের প্রফেসর হিসেবে যোগ দিতে বলা হয়েছে তাঁকে।

মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা ই-মেলে বলা হয়েছে, এই বদলির বিরুদ্ধে দুই ডাক্তারের পাশে আছে সংগঠন। অবিলম্বে বদলির নির্দেশ বাতিল করতে হবে। এদিকে এখনও নতুন পদে যোগ দেননি সুবর্ণ। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেন, 'আর্থিক বছরের শেষ মাস মার্চ। এজন্যই দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে সময় লাগছে।'

সর্বাধিনায়িকা মমতা, নতুন ব্যানার

কলকাতা, ২২ মার্চ : 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা পতাকার পর শনিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে গেল মমতার ছবি দেওয়া 'সর্বাধিনায়িকা জয়তু' লেখা ব্যানারে। ওই ব্যানারেই লেখা হয়েছে, রবিবার দক্ষিণ কলকাতার কলতান ভবনে ফ্যাম ফর টিএমসির পক্ষ থেকে বৈঠক হবে। শুক্রবার হলুদ কাপড়ে নীল কালিতে 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল। ফ্যাম ফর টিএমসির পক্ষ থেকে ওই পতাকা যে লাগানো হয়েছিল, তা তারা স্বীকারও করেছিল। এদিনও ওই সংগঠনের পক্ষ থেকেই ওই ব্যানার টাঙানো হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। সংগঠনের দাবি, তারা পৃথকভাবেই তৃণমূলের সমর্থনে রাস্তায় নামছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের রণকৌশল ঠিক করতে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে। মূলত সামাজিক মাধ্যমের প্রচারেই জোর দেওয়া হবে। তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য অবশ্য বলেছেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার দেওয়ার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। একজন অধিনায়ক অন্যজন সর্বাধিনায়িকা। তাঁদের নেতৃত্বেই আমরা লড়াই করছি।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই সংগঠন মূলত তৃণমূলের আইটি সেল হিসেবে কাজ করে। সংগঠনের কর্মীদের প্রত্যেকের পরণেও রয়েছে হলুদ টিশার্ট। পিছনে লেখা হ্যাশ ট্যাগ ফ্যাম ফর টিএমসি। গত বুধবার বিধানসভায় অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন ওই সংগঠনের তিন সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর

দক্ষিণ কলকাতায় সর্বাধিনায়িকা জয়তু লেখা সেই ব্যানার।

ঘরের সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা দেখাও করেন। কিন্তু কী কারণে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলেননি। তবে মনে করা হচ্ছে, রবিবারের বৈঠক ও আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ঘটনাচক্রে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। ফলে এই সংগঠনের পিছনে দেবাংশুর হাত রয়েছে বলেই অনেকে মনে করছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে মূলত আইপ্যাকই তৃণমূলের প্রচারের দায়িত্বে ছিল। এবারও আইপ্যাক যে প্রচারের দায়িত্বে থাকবে, তা ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি

প্রচার

- রবিবার কলতান ভবনে ফ্যাম ফর টিএমসি'র তরফে বৈঠক হবে
- শুক্রবার 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা পতাকায় ছেয়েছিল কলকাতা
- ফ্যাম ফর টিএমসি'র তরফে ওই পতাকা লাগানো হয়েছিল
- মমতার ব্যানারও ওই সংগঠনের তরফেই টাঙানো হয়েছে
- সংগঠনের দাবি, তারা পৃথকভাবে তৃণমূলের সমর্থনে রাস্তায় নামছে

ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি দলের আইটি সেলকেও যে তিনি সক্রিয় করছেন, তাও স্পষ্ট হয়ে গেল।

শুক্রবার অভিষেকের নামে পতাকা পড়ার পর অনেক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মুখ্যমন্ত্রীর নামে ওই ব্যানার টাঙিয়ে সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিল ওই সংগঠন। তাদের বক্তব্য, সভা শুরু হতে দু-দিন দেরি ছিল। সেইমতো পতাকা ও ব্যানার টাঙানো হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণই নেই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে ময়দানে লড়াই করছি।

অনুপস্থিত বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নির্দেশ

বাজেটে গরহাজির ৫০

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মার্চ : অধিবেশন চলাকালীন বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিবেশনের শেষদিন বিধানসভার প্রথমার্ধে উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম থাকা নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার অধিবেশন চলাকালীন গরহাজির থাকা বিধায়কদের নিয়ে কঠোর পদক্ষেপের পথে যাচ্ছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই অধিবেশন চলাকালীন কোন কোন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে মুখ্যসচেতকের কাছে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন পরিষদীয় মন্ত্রী। অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের পরের অধিবেশনের আগেই তৃণমূল ভবনে ডেকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়া হবে। বারবার বেশিদিন ধরে অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দল যে টিকিট নাও দিতে পারে, তাও তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হতে পারে।

তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল

> বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিন বৃহস্পতিবার হাজিরা কম ছিল। ওই বিধায়করা কেন হাজির ছিলেন না, তা তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে। এই নিয়ে তাঁদের ডেকে কথা বলা হবে।
>
> **নির্মল ঘোষ**
> *তৃণমূলের মুখ্য সচেতক*

ঘোষ বলেন, 'বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিন বৃহস্পতিবার হাজিরা কম ছিল। ওই বিধায়করা কেন হাজির ছিলেন না, তা তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে। এই নিয়ে তাঁদের ডেকে কথা বলা হবে।' পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অধিবেশন চলাকালীন সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বারবার সতর্ক করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেন অনুপস্থিত ছিলেন, তা তাঁদের কাছেই জানতে চাওয়া হবে।' তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিধায়কদের গরহাজির থাকার খবর মুখ্যমন্ত্রীর কানে গিয়েছে। তিনি এই নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তারপরই গরহাজির থাকা বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলতে শোভনদেববাবুকে নির্দেশ দেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অন্তত ৫০ জন বিধায়কের হাজিরার হার অত্যন্ত খারাপ। তাঁরা বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ১০ দিনের মধ্যে এক থেকে দু-দিন হাজির হয়েছিলেন। আবার অনেকে হাজিরা খাতায় সই করে একটি অর্ধ থেকেই চলে গিয়েছেন। প্রথমার্ধে অধিবেশন সকাল ১১টায় শুরু হলেও অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিবেশন কক্ষে পৌঁছোতে পারছেন না। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মমতা। গত শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন পরিষদীয় দলের বৈঠকে তিনি বিধায়কদের কাছে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'কোনও কোনওদিন এমন অবস্থা হচ্ছে, যদি বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনে, সেদিনই সরকার পড়ে যাবে।'

বুধবার বিধানসভায় শুরু থেকেই প্রবল হট্টগোল শুরু করেছিল বিজেপি। অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে কালো পতাকাও তারা দেখিয়েছিল। কিন্তু সেদিন তৃণমূলের 'হল্লা ব্রিগেড' খুব কম ছিল। তাই বিজেপিকে সেভাবে মোকাবিলা করা যায়নি। বিধানসভার বাদল অধিবেশন থেকে যাতে সব বিধায়ক হাজির হন, সেদিকে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বারুইপুরে মিছিল করার চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ মার্চ : শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার চ্যালেঞ্জ নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি বারুইপুরে মিছিল ও সভা করতে গিয়ে তৃণমূলি হামলার মুখে পড়ে কর্মসূচি কাটছাঁট করে ফিরে আসতে হয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা শুভেন্দুর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। শনিবার তারই পালটা জবাব দিতে তৃণমূলের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন সুকান্ত। এদিন কলকাতায় এক দলীয় কর্মসূচিতে ভাষণ দিতে গিয়ে সুকান্ত বলেন, 'বিরোধী দলনেতাকে ওরা ঢুকতে দেয়নি। সংসদের অধিবেশন শেষ হলে ওই বারুইপুরে গিয়েই মিছিল ও সভা করব। দেখি কোন তৃণমূল নেতা আছে আমাকে আটকায়।'

সম্প্রতি রাজ্য আবগারি দপ্তরের অধীনে মদের দোকান, বার ও নাইট ক্লাবে মহিলাদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বিধানসভায় বিল পাশ করিয়েছে রাজ্য। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শনিবার রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তর পর্যন্ত অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার থেকে বৌবাজার পর্যন্ত সেই মিছিলে রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রাক্তন সভানেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলদের পাশে ছিলেন সুকান্ত। পুলিশ বৌবাজারে বিজেপির মিছিল আটকালে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি মহিলা কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। গাড়ির ওপর অস্থায়ী মঞ্চ থেকে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'আমরা চোর তৃণমূল নই যে মহিলা কর্মীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশকে লাঠি চালাতে হবে।'

এদিকে বার ও মদের দোকানে মহিলাদের নিয়োগের প্রশ্নে সুকান্ত বলেন, 'আমরা কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য চাই না। কিন্তু যে সরকারের পুলিশ আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে কর্তব্যরত অবস্থায় নিরাপত্তা দিতে পারে না, তারা কীভাবে বার ও মদের দোকানে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে?'

হঠাৎই দেখা মিলল সবুজ পাখির। শনিবার বীরভূমের গড়গড়িয়া গ্রামে। -পিটিআই

অভিষেকের সঙ্গে কথা বলতে 'বক্সীদা'কে নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ মার্চ : দল নিয়ে শেষপর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তারিত পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনার জন্য সুব্রত বক্সীকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সন্ধ্যায় দুবাই হয়ে মুখ্যমন্ত্রী লন্ডন রওনা হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আগেই দলের কাজের দায়িত্বভার তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বিদেশ সফর একদিন পিছিয়ে যাওয়ায় শনিবার আবার দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে তাঁর আস্থাভাজন 'বক্সীদা'-র সঙ্গে নেত্রীর কথা হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের অন্দরের গুমোটভাব কাটাতে নেত্রী আবার এদিন এই বিষয়ে সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সদ্য দলের কিছু লোকের পোস্টার কাণ্ডের পরই ব্যাপারটি খুব ছোট করে দেখছেন না তিনি। তিনি নিশ্চিত দলের অন্দরে জল কিছুটা ঘোলা হয়ে গিয়েছে। সে কারণেই অভিষেকের বিস্তারিত পরিকল্পনা জানতে আগ্রহী নেত্রী। বিশদে তা জানতে বক্সীদা'কে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। অভিষেককেও সে কথা জানানো হয়েছে। বিদেশে থাকাকালীন তাঁর অনুপস্থিতিতে সুব্রত-অভিষেক যেমন দলের দায়িত্বে থাকবেন, পাশাপাশি তাঁরা দুজনেই একান্তে বসে দলের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলবেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ঠিক কী চাইছেন বক্সীদা মারফত তা জেনে নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য নেত্রীর। লন্ডন থেকে ফিরে তিনি এই নিয়ে সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলবেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ দলের এক প্রবীণ নেতা জানান, 'অভিজ্ঞ দলনেত্রী দলটা তৈরি করেছেন। তিনি সবটা বোঝেন। এখনও দলের অন্দরে কিছু বিষয় নিয়ে চাপা দ্বন্দ্ব যে থেকেই গিয়েছে এটা উপলব্ধি করেই আলোচনার ব্যবস্থা করে বিদেশ যাচ্ছেন তিনি। দলের সাংগঠনিক রদবদল ও ভোট প্রস্তুতি, পরিকল্পনা সবকিছু নিয়েই দলে সামান্য জট আছে। দলের স্বার্থে ওইসব জট কাটা দরকার। এটা নেত্রী বোঝেন বলেই আলোচনা চাইছেন। তাই বিদেশ যাওয়ার আগে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন।'

এই ভারী আবহাওয়া কাটা দরকার বলে দলে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলও মনে করছে। এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে মন্তব্য তৃণমূলের অভিষেকপন্থী এক শীর্ষ নেতার। বিশেষ করে অভিষেক যে দলের ভালো চান এটা বোঝেন দলনেত্রীও। তবে তিনি চান, শুধু নবীনদের নয়, সমানতালে দলের প্রবীণদেরও গুরুত্ব দিতে। 'ঠোকাঠুকিটা' সম্ভবত এই কারণেই।

দিলীপের বাংলোয় তৃণমূলের বিক্ষোভ

চিত্ত মাহাতো

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ মার্চ : দিলীপ ঘোষের মন্তব্য নিয়ে শনিবারও উত্তপ্ত রইল রেল শহর খড়্গপুর। শুক্রবার সেখানে মহিলাদের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য দিলীপকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবিতে একদল তৃণমূল কর্মী-সমর্থক এদিন তাঁর বাংলোর সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা দিলীপকে গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন।

যদিও শুক্রবারের ঘটনার পর একটুও দমে যাননি দিলীপ। বরং তাঁর সাফ কথা, 'দিলীপ ঘোষের মেজাজ এরকমই থাকবে। দিলীপ ঘোষ কারও কাছ থেকে এক কাপ চা কিনে খায় না। নেব না, দেবও না। কিন্তু কাউকে ছাড়ব না।'

এদিন দিলীপ অবশ্য অন্য একটি কর্মসূচিতে খড়্গপুরের বাইরে ছিলেন। কিন্তু বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়ির আশপাশেই ছিলেন। ফলে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ দেখানোর সময় সেখানে চলে আসেন বিজেপি সমর্থকরা। শুরু হয়ে যায় উভয়পক্ষের মধ্যে ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি। দু'পক্ষকে সামলাতে হিমসিম অবস্থা হয় স্থানীয় প্রশাসনের। পরে প্রশাসন ও দুই দলের নেতাদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও পরে দিলীপ ফিরে এসে বলেন, 'বিক্ষোভ দেখাতে চাইলে আমাকে আগে থেকে বলতে পারত। তাহলে স্পেশাল ব্যবস্থা করে রাখতাম। আমি আসার আগেই পালিয়ে গেল কেন? রাজনীতি করতে হলে ভদ্রভাবে রাজনীতি করুন। আমিও সেই পথেই চলব। কিন্তু চামচা-বেলচা বা রাস্তার মহিলাদের সামনে এনে নোংরা রাজনীতি করলে আমিও সেই ভাষাতেই জবাব দিতে জানি।'

এদিন দিলীপ আরও বলেন, 'পার্টি কী ব্যবস্থা নেবে! দিলীপ ঘোষ যথেষ্ট, পার্টি লাগে না। এই

মন্তব্যে অনড় বিজেপি নেতা

ধরনের বেয়াদপি করতে এলে বাড়ি থেকে টেনে রাস্তায় এনে পিটব। সে যত বড়ই নেতা হোক। দিলীপ ঘোষ কারও বাপের খায় না, কারও জমিদারিতে পা দেয় না। খড়্গপুর কারও বাপের জমিদারি নয়।'

এদিন দিলীপের পাশে দাঁড়িয়ে সুকান্ত বলেন, 'আমাদের দলের সব নেতাদেরই উত্ত্যক্ত করার পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল। কোথাও দিলীপদা, কোথাও শুভেন্দু অধিকারী। পরিকল্পিতভাবে দিলীপদাকে উত্ত্যক্ত করতে দলের মহিলা কর্মীদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

শা'র সফর বাতিল

কলকাতা, ২২ মার্চ : অমিত শা-র রাজ্য সফর আপাতত বাতিল হল। ২৯ মার্চ রাতে রাজ্যে একদিনের সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। সূত্রের খবর, এখনই আসছেন না তিনি। ৬ এপ্রিল রামনবমীর পরে আসতে পারেন শা। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, ইদের জন্য সফর বাতিল করেছেন শা। শা-র সফর বাতিল হওয়ায় হতাশ রাজ্য বিজেপি।

২৯ মার্চ রাতে শা-র কলকাতায় আসার পরিকল্পনা ছিল। ৩০ মার্চ নতুন রাজ্য সভাপতিকে পাশে নিয়ে কর্মীসভা ও পরে দলের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল অমিতের। কিন্তু শা-র সফর আচমকা পিছিয়ে যাওয়ায় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার দিনক্ষণও কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করছে দলের একাংশ।

এদিন অমিত শা'র সফর আপাতত বাতিল হওয়ার কথা জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, '৩১ মার্চ ইদ রয়েছে। ইদকে সম্মান জানাতেই এবারের সফর বাতিল করেছেন অমিত শা।' তবে শা'র সফর পিছোলেও সুকান্তর দাবি, 'দলের সাংগঠনিক নির্বাচন পর্ব ঠিক সময়েই শেষ হবে। ইতিমধ্যে ২৫ জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা হয়েছে। বাকি ১৮টি জেলার মধ্যে অন্তত ১৪টি জেলার সভাপতিদের নাম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা করা যাবে।'

তারকানির্ভর রাজনীতির পথে সিপিএম-ও

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মতো তারকা নির্ভর রাজনীতির পথে হাঁটতে চলেছে সিপিএমও। তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে এপ্রিলে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস হতে চলেছে তারকাখচিত। দক্ষিণি তারকাদের উপস্থিতি ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে এবারের পার্টি কংগ্রেস হতে চলেছে ব্যতিক্রমী। ২ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত পার্টি কংগ্রেসে থাকছে দক্ষিণি তারকাদের পারফরমেন্স। এমনকি সামাজিক ইস্যুতে তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তব্যও রাখবেন তারকারা। দক্ষিণি সুপারস্টার বিজয় সেথুপথি, প্রকাশ রাজ, ভেত্রিমারান সহ তারকা ও পরিচালকদের সমাগমে জনপ্রিয়তা ফেরানোর চেষ্টায় নেমেছেন সিপিএম নেতারা। তবে দলীয় নেতাদের মত, প্রকাশ রাজ ও বিজয় সেথুপথি উভয়ই দলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষ্যে তাঁদের যুক্ত করে কর্মসূচি থাকাটা স্বাভাবিক।

এক সময় অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের মতো তারকাদের নির্বাচনি ময়দানে নামিয়েছিল বামেরা। পরে সেই পথ থেকে সহস্র যোজন দূরে হাঁটে আলিমুদ্দিন। ইদানীং তারকাদের রাজনীতির ময়দানে নামানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। তবে বরাবরই দলীয় আদর্শকে ঊর্ধ্বে রাখার পক্ষপাতী বামেরা। তবে তারকাদের রেখে রাজনৈতিক সম্মেলন এর আগে কখনও করতে দেখা যায়নি সিপিএমকে। ফলে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যে চারটি আসন বামেরা ধরে রাখতে পেরেছিল তার মধ্যে একটি হল

মাদুরাই। এবার দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের আসর হিসেবে মাদুরাইকেই বেছে নিয়েছে বামেরা। ২০০৭ সাল থেকে দক্ষিণি শহর কোয়েম্বাটুর, কোঝিকোড়, বিশাখাপত্তনম, হায়দরাবাদ, কান্নুরে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নিয়ে ষষ্ঠবার দক্ষিণ ভারতে পার্টি কংগ্রেস হচ্ছে। এই রাজ্যে ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে কৌশল নির্ধারণের সম্মেলন হিসেবে পার্টি কংগ্রেস তাৎপর্যপূর্ণ সিপিএমের কাছে। প্রায় ৯০০ প্রতিনিধি যোগ দেবেন। দলের বুথ স্তর থেকে শীর্ষ স্তর পর্যন্ত সকলেই এই সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে। এই পাঁচদিনই একাধিক বিষয়ে আলোচনা ও নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন দলীয় নেতারা। আর তার মধ্যেই নজর কাড়বে দক্ষিণি অভিনেতাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। এপ্রিলের ১ তারিখে টর্চ ও পতাকা মিছিলের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি সমবেদনা জানানো হবে। ২ এপ্রিল জাঁকজমকভাবে সম্মেলনের শুভ সূচনা হতে চলেছে। ওই দিন সকালে হাজারের বেশি রেড ভলান্টিয়ার পদযাত্রা করবে। অভিনেতা তথা পরিচালক সামুথিরাকানি ও শশীকুমারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৈপ্লবিক গান সম্মেলনের প্রথম দিন থাকছে। ৩ এপ্রিল সামাজিক ইস্যু ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের বার্তা সামনে রেখে সেমিনার হবে। ৪ ও ৫ এপ্রিল থাকছে দক্ষিণি তারকাদের পারফরমেন্স। ওই দিন বিজয় সেথুপথি, ভেত্রিমারান, প্রকাশ রাজ, মারিসেলভারাজ, রোহিণী সহ বিভিন্ন দক্ষিণি তারকা ও পরিচালকরা থাকবেন। তাঁরা সামাজিক ইস্যুতে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও বলবেন। এর মধ্যে প্রকাশ রাজ বিজেপি বিরোধী এবং অন্যরা বামমনস্ক বলেই পরিচিত। তাই তাঁদের সামনে এনে বিজেপি বিরোধিতার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করবেন সিপিএম নেতারা। সম্মেলনের শেষ দিনেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য রাখার কর্মসূচি রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী বছর এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাই পার্টি কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় ক্ষেত্র থেকে দলের ভাবমূর্তি জনসমক্ষে বিশেষভাবে তুলে ধরার হাতিয়ার হিসেবে এবার তারকা ইমেজ কাজে লাগাতে চাইছে বামেরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মধুবনী-এর এক বাসিন্দা

বিহার, মধুবনী - এর একজন বাসিন্দা সন্তোষ কুমার সাহ - কে 10.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57B 77275 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি ডিয়ার লটারির টিকিট বিক্রি হয় এমন রাজ্যে ভ্রমণ করতাম তখন প্রায়ই আমি কয়েকশ টাকার ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতাম। আমি ডিয়ার লটারির দোকানের বোর্ডে অনেক বিজয়ীর নাম লক্ষ্য করেছি। ন্যূনতম বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়া খুবই আকর্ষণীয়। এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সুনীতা উইলিয়ামসদের সৌজন্যে আবার বহুদিন পরে আলোচনায় নাসা। নাসার মহাকাশ অভিযান ঘিরে চারদিকে কথাবার্তা। সুনীতা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় ভারতীয়দের কৌতূহল আরও বেশি। অনেকে খোঁজ নিচ্ছেন মহাকাশবিজ্ঞান সংক্রান্ত পড়াশোনা নিয়ে। নাসার অংশ হতে আগ্রহ অনেক পড়ুয়ার। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে দুটি লেখা। একটি আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে নাসার প্রধান অফিস নিয়ে। আমেরিকার বিভিন্ন শহরের স্পেস মিউজিয়াম, বিজ্ঞান মিউজিয়াম ও বিশ্বের সামগ্রিক মহাকাশ অভিযানের খুঁটিনাটি অন্য লেখায়।

নাসা ভালোবাসা

অন্দরমহলের মহাজাগতিক রূপকথা

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেসে আমার বাড়ি থেকে হলিউড যাব হয়তো। ঠিক বাইশ মিনিট পর ডানদিকে নাসা জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরি। তা ছেড়ে আরও দশ মিনিট সামনে যেতে হয়। কিন্তু সেদিন আমি ডানদিকেই মোড় নিলাম।

সান গাব্রিয়েল পর্বতমালার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই লম্বা বিল্ডিংগুলো, যেখান থেকে তেষট্টি বছর আগে পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশের রহস্যময়তার দিকে মানুষ হাত বাড়িয়েছে।

যেদিন প্রথম আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম, সেদিন থেকেই নাসার কথা জানি। তাই জানি, এর ভেতরে ঢুকলে এক মুহূর্তে আমার জীবনদর্শন পালটে যাবে। যখন সত্যিকারের মহাকাশযান দেখব। আকাশছোঁয়া নয়, মানুষের মহাকাশছোঁয়া কৃতিত্ব দেখে শিহরিত হব। আর পৃথিবীকে এই মহাবিশ্বের মাঝে এই প্রথম ভীষণ ছোট্ট মনে হবে।

আগে থেকে রিজার্ভেশন করলে সাধারণ মানুষ ঘুরে দেখতে পারে। আমাদের গাইড এখানকারই এক ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম স্টপ "মিশন কন্ট্রোল"। যেখানে একটি বিশাল আমেরিকান পতাকা ঝুলছে।

সাদা দেওয়াল আর নীল কার্পেটের এই ঘরই কোটি কোটি মাইল দূরের মঙ্গল গ্রহের রোভার, ভয়েজারের মতো সব মহাকাশযানের সঙ্গে টেলিমেট্রি ডেটা ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখে। মহাকাশচারীদের সারাক্ষণ নির্দেশ দেয়, কী কী করতে হবে। কোনও সমস্যা হলে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাধান করতে হয়।

এই ঘরেই রোমাঞ্চকর একটি জিনিস দেখলাম-- লাইট ওয়াল। এক সারি আলোর বিন্দু। একটি বিন্দু দপদপ করে ওঠার মানে মহাশূন্যে কোনও মহাকাশযান এখন নাসার সঙ্গে কথা বলছে। এর পর আমাদের চোখ বন্ধ করে যেখানে নিয়ে গেল, সেখানে চোখ খুলে দেখি বিস্ময় থামে না। আমরা মঙ্গল গ্রহের লাল রুক্ষ মাটি আর লাল পাথরের মাঝে দাঁড়িয়ে। মঙ্গল গ্রহের অনুকরণে এটি বানানো হয়েছিল। রোভার পাঠানোর আগে এখানে চালিয়ে প্র্যাকটিস করা হত। অসামান্য দৃশ্য।

সেই রোভার এখনও মঙ্গল গ্রহে ঘুরে ঘুরে নানা ভূতাত্ত্বিক তথ্য পাঠায়। তাই আমরা জানি, মঙ্গল গ্রহ ঠান্ডা। ধুলোময় মরুভূমির মতো একটি জায়গা হলেও অতীতে সেখানে জল ছিল।

এবার যেখানে এলাম সেটাই নাসার মস্তিষ্ক। একদম মহাকাশের পরিবেশ। সেই সাদা মোটা মোটা পোশাক পরা মেধাবী বিজ্ঞানীরা বড় কাচের জানলার ওপাশে মহাকাশযান তৈরিতে ব্যস্ত। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আছেন বাঘা বাঘা ইঞ্জিনিয়ার আর মিশন লিডার।

কোন পর্যায়ের অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যা জানতে হয়, এসব করার জন্য? ছুঁতেও পারি না সেসব। অবিশ্বাস্য লাগে। এখানকার প্রত্যেকটি বিজ্ঞানীও যেন মহাজাগতিক। অন্তত আমি যে মানুষ, সেই একই মানুষ এঁরা কিছুতেই নন। অন্য কোনও জগতের মানুষ।

শুনলাম, একটি ধুলোকণাও এই কোটি কোটি অর্থমূল্যের মিশনকে খারাপ করে দিতে পারে। তাই ওই কাচের দেওয়াল।

আরও একটি দারুণ জিনিস এখানেই। একটি দেওয়ালে অজস্র চিরকুট। যাদের বিশ্বের সবচেয়ে দামি চিরকুট বলা হয়। কেন? বিভিন্ন মিশনে যাওয়ার আগে লাস্ট মিনিট মিটিংয়ে কোনও আইডিয়া এলে যেসব চিরকুটে লেখা হয়েছে।

এবার ভিজিটর সেন্টার। যেখানে মানবসভ্যতার চোখধাঁধানো কিছু মাইলস্টোন রাখা। ভয়েজার, ক্যাসিনি, জুনোর মতো বিখ্যাত মিশনের নানা মডেল। নাসা কী কী কর্মকাণ্ড করেছে, তা আমরা কতটুকুই বা মনে রাখি! এখানে এলে মনে পড়ে।

ভয়েজার একমাত্র মহাকাশযান, যা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে দূরে আমাদের সোলার সিস্টেমকেও ছাড়িয়ে চলে গেছে। কোটি কোটি মাইল দূরে নক্ষত্রমণ্ডলে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে একটি গোল্ডেন ডিস্ক সঙ্গে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারে আজও একা ঘুরছে।

কী আছে সেই ডিস্কে? পৃথিবীর প্রাকৃতিক কিছু শব্দ, যেমন পাখির শিস, বজ্র ধ্বনি, ঝরনার শব্দ আর নানা দেশের মিউজিক। আর আছে পঞ্চান্নটা ভাষায় শুভেচ্ছাবার্তা। যেখানে সব দেশের পরিচয় মুছে গিয়ে আমরা শুধুই পৃথিবীবাসী।

যদি মহাকাশের কোথাও, কোনও গ্রহে কোনও বহির্জাগতিক প্রাণী থাকে, তবে মহাবিশ্বের অসীম নিস্তব্ধতায় এটি-ই হবে তাঁদের প্রতি আমাদের প্রথম উচ্চারণ। যদি কেউ সত্যি থাকে, তবে সে যেন পৃথিবীর নানা রঙের শব্দগুলো শুনে আমাদের প্রতি আগ্রহী হয়!

ক্যাসিনি ও জুনো কী করছে?

ক্যাসিনি তেরো বছর ধরে শনির চারপাশে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছে। জুনো জুপিটারের চারপাশে এখনও ঘুরে ঘুরে নানা তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। জুপিটারের আকাশে জুনোর পৌঁছাতে পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। তাহলে পৃথিবী থেকে জুপিটার কত দূরে? পঞ্চাশ কোটি মাইল।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ও নিষ্ঠুর দূরত্ব ভারত থেকে আমেরিকার। মঙ্গল গ্রহ, জুপিটার, শনির মিলিয়ন বিলিয়ন মাইলের এই দূরত্ব আমার অনুভবেই আসে না। সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরের স্পেস স্টেশন অবশ্য তুলনায় পৃথিবীর কাছাকাছিই ছিল।

এ ঘরে একটি লুনার মডেলও আছে। যদিও 'অ্যাপেলো ইলেভেন' ফ্লোরিডার নাসারই কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে যাত্রা করেছিল।

আমরা গুগল করে সহজেই জানি যে কোন কোন দেশ এ পর্যন্ত চাঁদে গিয়েছে ! আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ভারত ও জাপান। চাঁদে গিয়েছে মানে কিন্তু শেষ চারটে দেশ শুধুমাত্র মহাকাশযান পাঠিয়েছে। কেউ আজও মানুষ পাঠাতে পারেনি।

একমাত্র আমেরিকা চাঁদে মানুষ পাঠিয়ে আবার তাঁদের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়েও এনেছে। চাঁদের মাটিতে হেঁটেচলে বেরিয়েছেন মহাকাশচারীরা। তাও সেটি কত বছর আগে? পঞ্চান্ন বছর আগে। শুধু ভাবুন একবার।

নাসার চাঁদে অবতরণ আমাকে বিস্মিত করে। এরপর আরও ছ'বার নাসা চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে এবং মোট বারোজন মহাকাশচারী চাঁদের মাটিতে হেঁটেছেন। আর অন্য দেশের মতো মহাকাশযান? অগুনতি বার। পঞ্চান্ন বছর কেটে গিয়েছে, কেউ আজও চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারেনি। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য এই হচ্ছে নাসা।

নাসা কিন্তু শুধু আমেরিকানদের নিয়ে গুটিয়ে থাকেনি। নানা দেশের বহু মেধাবী মানুষ একসঙ্গে তাঁদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দিয়ে এখানে কাজ করেন।

একটি ছোট্ট মানুষ কী করে এত দূর পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্ব ছড়াতে পারেন! কী করে এই প্রকাণ্ড ও জটিল সব মহাকাশযান বানান! অথচ তাঁর গায়ে শক্তি কতটুকু? শুধু ওই ছোট্ট মাথায় এত কিছু?

যখন বেরিয়ে এলাম, মনে হল আজ থেকে আমিও আরেকটু বড় করে সব ভাবব। আরও দূরে, বহুদূরে কোথাও বেড়াতে যাব। যতটুকু পারি। কখনও দূরত্বই ভীষণ আকর্ষণীয়।

(লেখক লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা। শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা।)

শূন্যে ভাসমান এক বিস্ময় পরীক্ষাগার

শুভঙ্কর ঘোষ

সুনীতারা শেষপর্যন্ত সময়ের নিখুঁত পরিমাপে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। নির্ধারিত ৮ দিনের পরিবর্তে ২৮৬ দিনের মহাকাশবাসে এবার যোগ হয়েছিল নানা মাত্রা। সুনীতারা পৃথিবীকে ৪৫৭৬ বার প্রদক্ষিণ করে, প্রায় ১৯৫০ লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করে ফেরার পর সাধারণ মানুষ জানতে পারলেন, মহাকাশ প্রযুক্তির নানা উন্নতির রূপকথার আখ্যান।

এবার ফেরার সময় ড্রাগন ক্যাপসুলের বাইরে ছিল তাপ নিরোধক আস্তরণ পিকা - কার্বনের চাদর ফেনোলিক যৌগযুক্ত। এতে মহাকাশযানের যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হয়েছে। ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণা ও ভ্রমণার্থীদের জন্য যাত্রী ও মাল পরিবহণে আরও বেশি ব্যবহৃত হবে মহাকাশযান।

আরও একটি বৈজ্ঞানিক মাইলফলক হল, ছ'টি প্যারাসুটের নিখুঁত ব্যবহার। প্রথমে দুটি এবং শেষে চারটি প্যারাসুটের সাহায্য নিয়ে ঘণ্টায় ১৬ মাইল বেগে ফ্লোরিডার কাছে মেক্সিকো উপসাগরের বুক স্পর্শ করে ড্রাগন। এই মুহূর্তে কয়েক যোজন এগিয়ে গেল আমেরিকা, আরও সংক্ষেপে বললে নাসা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক, সামরিক ও সবধরনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পড়শি দেশ চিনের তুলনায়।

আমেরিকায় পূর্ব-পশ্চিম দুটি দিকের তটভূমি ভ্রমণের সময় আমার একটি অন্যতম কৌতূহলের বিষয় ছিল, নানা বিজ্ঞান ও কারিগরি মিউজিয়াম ঘুরে দেখা। স্মিথসোনিয়ান সংস্থার দুটি মহাকাশ মিউজিয়াম রাজধানী ওয়াশিংটনে ও ভার্জিনিয়ায়। দুটো ভীষণ উদ্দীপ্ত করার মতো। ডিসকভারি মহাকাশযানকে সামনে থেকে দেখা, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা প্রত্যক্ষ এবং নানা কারিগরি দিকের সম্যক ধারণা করা অত্যন্ত উত্তেজনার কারণ ছিল। সেখানে গেলে বোঝা যায়, মহাকাশচারীদের পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হওয়া দরকার, কীভাবে সেগুলি তৈরি হয়, কেমন ধরনের খাবার, কেমন ধরনের ওষুধ সঙ্গে রাখতে হয় সেগুলি চাক্ষুষ করেছিলাম। আক্ষেপ হচ্ছিল, সেদেশের শিশু থেকে বয়স্ক সকলেই মহাকাশে যাত্রার ইতিহাসের প্রতিটি উপকরণ ও ব্যবহার স্বচক্ষে দেখতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন ইতিহাস রচনা করতে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে অনায়াসে। অ্যাপোলো মডিউলের ভিতরে মহাকাশচারীদের কীভাবে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রবল প্রতিকূলতাকে সামলে মিশন সফল করতে হয়, তার অনুভূতি না পেলেও রোমাঞ্চ জাগে সামনে থেকে দেখলে।

মহাকাশ স্টেশনে প্রাত্যহিক রুটিন মোটামুটি একই রকম। নিয়মিত পৃথিবীর গ্রাউন্ড স্টেশনকে জানাতে হয় সবকিছু। দিনে

অনেকবার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে অভ্যস্ত মহাকাশবাসীরা নানা ধরনের গবেষণা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। কখনো-কখনো মহাকাশ স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে স্পেস ওয়াক অর্থাৎ হাঁটা একটি অবিচ্ছেদ্য কর্মকাণ্ড। তাঁদের ঘুমোনোর জন্য বার্থ, টয়লেট, ফ্রিজ, মিনিজিম ওয়াকার কী নেই সেখানে! চিনের তিয়ানগং স্টেশনে তো সম্প্রতি মাইক্রোওয়েভ মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে গরম খাবারের স্বাদও মিলবে। এবছরের শেষ দিকে সুনীতারা ক্রিসমাস পালন করেছেন কেক কেটে। সীমিত জায়গায় বিনোদনের উপকরণ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা আজও চলছে।

এমনিতে মহাকাশের বুকে বাসস্থান গড়ার কল্পনা অনেক পুরোনো। বিখ্যাত জোতির্বিদ জোহানস কেপলার সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে ভেবেছিলেন পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের মাঝখানে যে বিপুল পরিমাণ স্থান তার ব্যবহার মানবজাতিকে করতেই হবে। ১৮৬০ সালে এডওয়ার্ড হালি তার 'ব্রিক মুন' কল্পকাহিনীতে এমন মহাকাশে বসবাসযোগ্য কিছুর বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। এরপর রুশ তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী সিওলকভস্কি এমন মহাকাশ বাসাতে সৌরশক্তির ব্যবহার ও শাকসবজি চাষের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

হার্মান নুরদং ১৯২৮ সালে একটি হুইল আকারের মহাকাশ গবেষণাগার ডিজাইন করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মহাকাশ অভিযানের জন্মলগ্ন থেকেই নাসা মহাকাশ বাসস্থান বা স্টেশন নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। ছোট আকারের মহাকাশ স্টেশন বানিয়ে ফেলে দুই শক্তিধর দেশ - আমেরিকা ও রাশিয়া। পরে যোগ দেয় চিন। রাশিয়ার মির, আমেরিকার স্কাইল্যাব, রাশিয়ার সয়ুজ স্যালুট এদের নানা ভার্সন, চিনের তিয়ানগং-১, ২ সব আজ ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর শেষেই জন্ম নিল আইএসএস - অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন।

আমেরিকার নাসা সহ মোট পাঁচটি দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রাশিয়ার রসকসমস, জাপানের জেক্সা, ইউরোপের ইএসএ এবং কানাডার সিএসএ সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে পৃথিবীতল থেকে ৩৭০ থেকে ৪৬০ কিলোমিটার ওপরে ঘূর্ণায়মান এই অতিকায় পরীক্ষাগার। ১০৯ মিটার লম্বা আর ৫১ মিটার চওড়া এই স্টেশনের ভিতরে আছে মহাকাশচারীদের থাকা খাওয়া ও গবেষণার ব্যবস্থা। মহাকাশ স্টেশনের ভিতরে কৃত্রিমভাবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ তৈরি করা হয়। ঘণ্টায় প্রায় ২৮০০০ কিলোমিটার বেগে নির্দিষ্ট উচ্চতায় অবিরাম ঘুরে চলেছে এটি। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এই উচ্চতায় নগণ্য হলেও বিবেচ্য। বায়ুর বাধা ও ঘর্ষণ কাটিয়ে তাই চলার পথে দরকার স্টেশন মধ্যকার নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে শক্তি।

স্টেশনের দুই প্রান্তে যে সৌর কোষের প্যানেল আছে ২২৪৭ বর্গমিটার ক্ষেত্রজুড়ে তাতে উৎপন্ন ৭৩৫ মেগাওয়াট বৈদুতিক শক্তি দিয়ে চলে স্টেশনের সব কাজ। নিউক্লীয় বা পারমাণবিক শক্তির বিকল্প থাকলেও এক্ষেত্রে অপ্রচলিত পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তির ব্যবহার অত্যন্ত উৎসাহজনক পদক্ষেপ।

আরও একটি মহাকাশ স্টেশন এই মুহূর্তে সক্রিয়। আমেরিকা ও চিনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের সাম্প্রতিক আবহে মহাকাশ গবেষণা অন্তর্ভুক্ত। চিনের মিলিটারি শাসনের ছত্রছায়ায় সেদেশের মহাকাশ অভিযান ও গবেষণা পরিচালিত হয়। ২০১১ সাল থেকে উল্ফ সংযোজনী অনুসারে ইউএস কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া চিনকে নাসার কোনও কার্যক্রমে সংযুক্ত করা যাবে না।

একলা চলো রে নীতির অনুগামী চিন প্রথম ধাপে সফল হয়নি। শেষে সফল হল তিয়ানগং অর্থাৎ স্বর্গীয় অট্টালিকা। প্রায় ৭০ টন ওজনের ৫৫ মিটার দীর্ঘ প্রাথমিকভাবে তিনটি মডিউল নিয়ে এটি প্রতি সেকেন্ডে ৭.৬৮ কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলেছে ৪২৫ কিলোমিটার উচ্চতায়। ইতিমধ্যে অনেক চিনা তাইকোনট বা মহাকাশচারী এই স্টেশনে পৌঁছে ফিরেও এসেছেন। চিনা ভাষায় তাই কং হল মহাকাশ। বহির্বিশ্বে তাইকোনট বললেও চিনারা মহাকাশচারীদের বলেন ইউ হাং উয়ান বা হাং তিয়ান উয়ান। এখানেই স্বাতন্ত্র্য। যেটা ভারতের কাছে যথেষ্ট অনুপ্রেরণার। ইতিমধ্যে মোট ১৭ জন তাইকোনট মহাকাশে হেঁটেছেন। ২০০৩ সালে প্রথম ইয়াং লিউয়ি সেনঝাও নামের মহাকাশযানে চেপে ইতিহাস তৈরি করেন। তিয়ানগং আয়তনে আইএসএসের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ হলেও ভবিষ্যতে চমকপ্রদ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিশ্রুতির আধারে সম্ভাবনাময়।

এই মুহূর্তে ১০ জন মানুষ মহাকাশে আছেন, যেমন বিগত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত হচ্ছে। সাতজন আইএসএস আর তিনজন তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সুনীতাদের মহাকাশে আটকে পড়া ও ঘরে ফেরা সংবাদ ও বৈদুতিন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পেয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এবার কৌতূহলী জানতে, মহাকাশচারীরা কীভাবে সেখানে পৌঁছে যান, কত সময় লাগে, যাতায়াত ও স্টেশনে থাকাকালীন কী খান। ঘুম, স্নান সহ প্রাত্যহিক কাজ কীভাবে করেন। বিনোদনের কী ব্যবস্থা সেখানে।

দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকলে কয়েকটি সমস্যা আসবেই। অভিকর্ষহীন অবস্থায় মানুষের দেহের হাড়ের ওজন কমে যায়। এছাড়াও আছে মহাকাশে বিকিরণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা। ক্যানসার সহ নানা রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আবার দীর্ঘদিন ছোট জায়গায় আবদ্ধ থাকার জন্য মানসিক নানা সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবী থেকে বিশাল দূরত্বের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। মহাকাশযান এবং স্টেশনের মধ্যে ঠিকঠাক তাপমাত্রা, পারিপার্শ্বিক চাপ ও আলো বজায় রাখা। অণুজীব সংক্রমণ ও সেই সংক্রান্ত প্রতিরোধ অনুক্ষণ মনিটর করা ভীষণ কঠিন কাজ।

সন্দেহবাতিক ও নিন্দুকদের উপেক্ষা করেই বলি, তাঁদের আটকে পড়া হয়তো বিজ্ঞানের ইতিহাসে শাপে বর। সশরীরে চন্দ্রাভিযানের পর মঙ্গলাভিযান এখন মনুষ্যজাতির কাছে বিরাট স্বপ্ন- দীর্ঘ মহাকাশ যাত্রার ধকল নিতে পারা বড় চ্যালেঞ্জ। ষাট ছুঁইছুঁই এক মহিলা নভশ্চারী আজ পথ দেখাচ্ছেন ভারতকে, গোটা বিশ্বকে।

(লেখক কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গোলমালের শঙ্কায় বাহিনীকে ঢাকায় তলব

বাংলাদেশে 'সক্রিয়' সেনা

ঢাকা, ২২ মার্চ : শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কোন পথে চলেছে বাংলাদেশ? ভারতের প্রতিবেশী দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রতিদিন নতুন জল্পনার জন্ম দিচ্ছে। তবে পর্যবেক্ষকদের বড় অংশের মতে, মাঠময়দানে আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জটিলতা বাড়াচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতাদের একাংশের 'অতিসক্রিয়তা'। যাঁদের অনেকেই এখন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র ছাতার তলায় রয়েছেন। এনসিপি নেতা হাসনত আবদুল্লা, নাহিদ ইসলামদের একের পর এক বয়ান শুধু অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলছে না, বিএনপি-জামাতের মধ্যে বিরোধকে তীব্রতর করেছে। মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ছাত্র নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেও ফাটলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এদিকে দেশজোড়া বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় সক্রিয়তা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সেনা।

বাংলাদেশের একাধিক সূত্রে দাবি, রাজধানী ঢাকায় ছাত্র ও মৌলবাদীদের বিক্ষোভ, গণ্ডগোল ঠেকাতে সেনার প্রচুর সাঁজোয়া গাড়ি ও বাড়তি বাহিনী তলব করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। পুলিশকেও সতর্ক করা হয়েছে। এর জেরে সেনা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা জোরালো হয়েছে বাংলাদেশে। যদিও সেনাবাহিনী এবং দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলি এ ব্যাপারে নীরব। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেনা সক্রিয়তা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেনি অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশ সেনার সাভার ভিত্তিক নবম ডিভিশনের সেনা ইউনিটগুলিকে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে গোটা ডিভিশন ঢাকার উদ্দেশে মার্চ করবে।

টানাপোড়েন...

- সেনা সক্রিয়তা নিয়ে নীরব অন্তর্বর্তী সরকার।
- আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিতে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে সেনাবাহিনী, দাবি এনসিপি নেতাদের
- আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ না করার পক্ষে সওয়াল ইউনূসের
- ইউনূসকে হুঁশিয়ারি হাসনত ও নাহিদের

টানাপোড়েনের সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনত আবদুল্লার একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে। ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেন, আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিতে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে সেনাবাহিনী। ফেসবুকে হাসনত লেখেন, 'আওয়ামি লিগকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছে। 'রিফাইন্ড' আওয়ামি লিগ নামে নতুন একটি 'ট্যাবলেট' নিয়ে শীঘ্রই হাজির হবে।' অপর পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ড. ইউনূস, আওয়ামি লিগ ৫ অগাস্ট নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। উত্তরপাড়া ও ভারতের প্রেসক্রিপশনে আওয়ামি লিগের চ্যাপ্টার ওপেন করার চেষ্টা করে লাভ নেই।' উত্তরপাড়া বলতে !ঢাকার সেনা ক্যান্টনমেন্টকে বোঝায়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, 'বিচার প্রক্রিয়া অসমাপ্ত রেখে আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার যে কোনও ধরনের আলোচনা ও প্রস্তাব এনসিপি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।'

সম্প্রতি আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ না করার পক্ষে সওয়াল করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, 'আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার কোনও পরিকল্পনা নেই অন্তর্বর্তী সরকারের। কিন্তু যাঁরা হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত দেশের আদালতে তাঁদের বিচার করা হবে।' ইউনূসের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন হাসনত ও নাহিদ।

গণহত্যায় অভিযুক্ত লিগ নেতাদের বিচারের পক্ষে সওয়াল করলেও বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি বলেন, 'গণহত্যা ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত নন, এমন কারও নেতৃত্বে আওয়ামি লিগের রাজনীতিতে কোনও বাধা নেই।' তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতা করেন জামাত-ই-ইসলামির আমির শফিকুর রহমান। সরকার, রাজনৈতিক দল ও সেনার টানাপোড়েনে বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পথে এগোয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে সব মহল।

মণিপুরে শান্তি ফিরবেই

আশায় প্রতিনিধিদল

ইম্ফল, ২২ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত আশার আলো খুঁজে পায়নি। রাজ্যের নির্বাচিত সরকার ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে রক্তক্ষয়ী হিংসায় জর্জরিত মণিপুরে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে শীঘ্রই শান্তি ঠিকই ফিরবে বলে আশাপ্রকাশ করল মণিপুরে সফররত সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের প্রতিনিধিদল। শনিবার চূড়াচাঁদপুরের একটি শরণার্থী শিবিরে গিয়ে বাস্তুচ্যুত মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করে তারা। হিংসায় পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বাড়িঘর হারানো মানুষগুলিকে আশ্বস্ত করে বিচারপতি বিআর গভাই বলেন, 'মণিপুরে শীঘ্রই শান্তি ফিরে আসবে। আমরা জানি, আপনারা সকলে একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সকলের সহযোগিতায় খুব অল্পদিনেই এই সময় কেটে যাবে। আপনারা সংবিধানের ওপর আস্থা রাখুন। আমাদের সংবিধান একদিন রাজ্যে পুরোপুরি শান্তি ফিরিয়ে আনবেই। একদিন আমরা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করব।'

বিচারপতি গভাইয়ের নেতৃত্বে ওই বিচারপতিদের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখার পাশাপাশি চূড়াচাঁদপুরের মিনি সেক্রেটারিয়েট থেকে ভার্চুয়ালি আইনি পরিষেবা সহায়তা ক্যাম্প,

> মণিপুরে শীঘ্রই শান্তি ফিরে আসবে। আমরা জানি, আপনারা সকলে একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সকলের সহযোগিতায় খুব অল্পদিনেই এই সময় কেটে যাবে। আপনারা সংবিধানের ওপর আস্থা রাখুন। আমাদের সংবিধান একদিন রাজ্যে পুরোপুরি শান্তি ফিরিয়ে আনবেই। একদিন আমরা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করব।
>
> **বিআর গভাই**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

লিগ্যাল এইড ক্লিনিক এবং অস্থায়ী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানেরও সূচনা করে। পরে বিষ্ণুপুরের মৈরাং কলেজে অপর একটি ত্রাণ শিবিরে যায় তারা। প্রতিনিধিদলের সদস্য তথা মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ বিচারপতি এন কোটিশ্বর রাও অবশ্য চূড়াচাঁদপুরে যেতে পারেননি। কারণ, সেখানকার আইনজীবীদের একটি সংগঠন তাঁর সফরে আপত্তি তোলে। পরে তিনি বিষ্ণুপুর সফরে প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দেন।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মণিপুর যাত্রার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এই সফরকে ভালো ব্যাপার বলে আখ্যা দিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুর সফরে গেলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রমেশ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা মণিপুরে রয়েছেন। এটা ভালো ব্যাপার। ৬০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কয়েকশো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সমাজে আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুরে গেলেন না? এর উত্তর উনি দেবেন না। কেন এত দেরিতে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে? এরও উত্তর নেই।' রবিবার মণিপুর হাইকোর্টের একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে বিচারপতিদের প্রতিনিধিদলের। শনিবার সকালে ওই প্রতিনিধিদল ইম্ফল পৌঁছোয়।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পুনর্দখল সুদান সেনার

খার্তুম (সুদান), ২২ মার্চ : প্রায় দু-বছর পর প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ফের দখল করল সুদানের সেনাবাহিনী। শুক্রবার একথা জানিয়েছে সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার। এতদিন প্রাসাদ দখল করেছিল আধা সেনা র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ)।

সুদানের তথ্যমন্ত্রী খালেদ আল-আইসার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ আমরা প্রাসাদে পতাকা উত্তোলন করেছি। প্রাসাদ এখন আমাদের হাতে। জয় সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে সেনাদের আবাস চত্বরে এদিন সবাইকে আনন্দ করতে দেখা গিয়েছে।' আরএসএফ বিদ্রোহীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন সুদান সেনাবাহিনী। তবে প্রাসাদ হাতছাড়া হওয়া নিয়ে আরএসএফ-এর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানে সংঘাত শুরুর মধ্যে দিয়ে রাজধানী খার্তুমের একটা বড় অংশ দখল করে নেয় আরএসএফ। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ তাদের দখলে চলে যায়।

সুদানে সেনা ও আরএসএফ-এর সংঘাত বিশ্বে সবচেয়ে বড় মানবিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সুদানের একাধিক জায়গায় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী রোগ।

গুরুদায়িত্বে সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মসনদ হাতছাড়া হওয়ার পর আপের সাংগঠনিক রদবদল ঘটালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে পঞ্জাবে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে আপের দিল্লি শাখার নতুন সভাপতি করা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজকে। এতদিন ওই পদে ছিলেন গোপাল রাই। তাঁকে গুজরাটে আপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার কেজরির বাসভবনে আপের পলিটিকাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

কী গরম!

মার্চ মাসেই অসহ্য গরমে ধুঁকছে ওরা। শনিবার নয়াদিল্লির চিড়িয়াখানায়।

নাগপুর নিয়ে যোগীর পথে ফড়নবিশ

হিংসা করেছেন যাঁরা, ক্ষতিপূরণ দেবেন তাঁরা

নাগপুর, ২২ মার্চ : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পথেই হাঁটছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। যোগী আগেই ফরমান জারি করেছিলেন, যাঁরা উত্তরপ্রদেশের সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করবেন, ক্ষতিপূরণ তাঁদের থেকেই উশুল করবে সরকার। এবার নাগপুর হিংসায় যে সমস্ত সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'যাঁরা হিংসা করেছেন, ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁদেরই দিতে হবে। অন্যথায় তাঁদেরই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিক্রি করা হবে।' নাগপুর হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১০৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফড়নবিশ বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই ১০৪ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১২ জন নাবালক।

মুখ্যমন্ত্রী তথা মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাফ কথা, যারা পুলিশকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত আমার সরকার বিশ্রাম নেবে না। এদিকে হিংসার কারণে প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফর কাটছাঁট করা হবে না বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নাগপুর হিংসায় বাংলাদেশি বা বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান,

> যাঁরা হিংসা করেছেন, ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁদেরই দিতে হবে। অন্যথায় তাঁদেরই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিক্রি করা হবে।
>
> **দেবেন্দ্র ফড়নবিশ**

এখনই এই ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়। তদন্ত চলছে। গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথাও পুরোপুরি মানতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। মহিলা পুলিশকর্মীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তাও নাকচ করে দিয়েছেন ফড়নবিশ। এদিন নাগপুর পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে।

পুলিশের ওপর হামলার ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলেও জানিয়েছেন ফড়নবিশ। গত সোমবার ঔরঙ্গজেবের সমাধি সরানো নিয়ে বিতর্কের জেরে নাগপুরে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৯২ সালের পর এই ধরনের হিংসা আর কখনও হয়নি নাগপুরে। নাগপুরের সংস্কৃতির সঙ্গে এই ধরনের হিংসা খাপ খায় না। একজন দোষীকেও ছাড়া হবে না। তাঁর কথায়, যা কিছু ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হিংসায় জড়িতদেরই দিতে হবে। আমি নাগপুরের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। ঘটনার দিন প্রথমে সকালে ঔরঙ্গজেবের সমাধির রেপ্লিকা পোড়ানো হয়েছিল। এই ব্যাপারে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এরপরই একটি গুজব ছড়ায় কোরানের একটি উক্তি যা রেপ্লিকায় লেখা ছিল। তারপরই একদল মানুষ পাথর ছোড়ে। লুটপাট করে।

থারুরকে নিয়ে বিজেপি নেতার মন্তব্যে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে নিয়ে জল্পনা যেন থামার নামই নিচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় লাগাতার পঞ্চমুখ থাকা তিরুবনন্তপুরমের সাংসদকে নিয়ে এবার একটি পোস্ট করেছেন বিজেপি নেতা বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা। থারুরের সঙ্গে তোলা একটি সেলফির নীচে তিনি লিখেছেন, 'আমার বন্ধু এবং সহযাত্রী বলেছেন, আমার নাকি অন্য কোনও অভিপ্রায় আছে। আমি বলেছিলাম, অবশেষে আমরা একই দিশায় যাচ্ছি।' প্রাক্তন বিজেডি নেতার এহেন পোস্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা ছড়িয়েছে। এর জবাবে শশী বলেছেন, 'সহযাত্রী ঠিকই। তবে কেবল ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। কলিঙ্গ সাহিত্য উৎসবে আলোচনাচক্র শেষে আমি আবার ফিরে আসব।'

সম্প্রতি রুশ-ইউক্রেন সংকট নিয়ে মোদি সরকারের কূটনৈতিক অবস্থানের প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছিল থারুরকে। এই ইস্যুতে নিজের ভুল স্বীকারও করে নেন তিনি। গতমাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে সেলফি তোলার পাশাপাশি মোদি এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের প্রশস্তিও শোনা গিয়েছিল থারুরের গলায়। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস হাইকমান্ড একবার থারুরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, দলীয় লাইনের বাইরে গিয়ে তাদের প্রশংসা যে কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্ব অনুমোদন করেন না, সেই কথা থারুরকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধি। কিন্তু তারপরও শশী থারুর যেভাবে খবরের শিরোনাম হচ্ছেন, তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

খুনের দেড় বছর পর হাজির মৃতা

ভোপাল, ২২ মার্চ : ১৮ মাস পর হঠাৎই আগমন মৃত তরুণীর। অথচ তাঁকে খুনের দায়ে এখনও জেলে ৪ তরুণ। অবাক করা ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌর জেলার। ২০২৩-এ নিখোঁজ হন ললিতা বাই (৩৫)। তদন্তে নেমে একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। হাতে ট্যাটু ও পায়ে কালো সুতো দেখে মৃতদেহ শনাক্তের পর শেষকৃত্য করে পরিবার। ললিতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে জেল খাটছে ইমরান, শাহরুখ, সোনু ও ইজাজ। কিন্তু এতদিন পর তরুণী

অভিযুক্ত ৪ বন্দি জেলে

ফিরে আসায় হতবাক সকলে। হতচকিত বাবা মেয়েকে নিয়ে ছোটেন থানায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ললিতা নিজের ইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। তরুণীর দাবি, শাহরুখের সঙ্গে তিনি ভানিপুরা গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তরুণ তাঁকে ৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কোটায়। দেড় বছর সেখানেই ছিলেন।

এরপর সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছেন। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত এক তরুণীকেই নিজের মেয়ে হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন বাবা। পরিচয় নিশ্চিত করতে আধার ও ভোটার কার্ড স্থানীয় থানায় জমা দিয়েছেন ললিতা। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর ডিএনএ টেস্ট করা হবে। পরিচয় নিশ্চিত হলে তবেই অভিযুক্তদের ছাড়া হবে।

কমলা, হিলারির নিরাপত্তা প্রত্যাহার

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পর এবার পূর্বতন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কোপ পড়ল প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের ঘাড়েও। তাঁকেও আর নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। শনিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুক্রবার রাতে ট্রাম্প জানিয়েছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যে প্রবেশাধিকার উচিত বলে তিনি মনে করেন না। নিরাপত্তার ছাড়পত্র বাতিলের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক প্রভাব না থাকলেও ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের দিকটিকে স্পষ্ট করছে। ট্রাম্প তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পিছপা হচ্ছেন না বলে মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বাতিলের তালিকায় রয়েছেন বাইডেন সরকারের বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিংকেন ও পূর্বতন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাকব সুলিভানের নাম। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পরেই বাইডেনের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করেছিলেন। ছাড়পত্র নাকচের খেলা শুরু হয়েছিল বাইডেনের আমলে। ২০২১ সালে ট্রাম্পকে হারিয়ে হোয়াইট হাউসের মসনদে বসার পর ট্রাম্পের নিরাপত্তার ছাড়পত্র বাইডেন নাকচ করেছিলেন।

হজরত আলির ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মানুষের ঢল। শনিবার লখনউতে।

ভারতে বাণিজ্য বৃদ্ধির আশায় ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্কের হার কমাবে ভারত। তা না হলে ভারতীয় পণ্যের ওপর পারস্পরিক শুল্ক নীতি মেনে কর বসাবে তাঁর সরকার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফের এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ভারত থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের ওপর বর্ধিত শুল্কের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প জানান, ২ এপ্রিল থেকে ভারতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক শুল্ক নীতি কার্যকর হবে। অর্থাৎ, ওই সময় ভারত মার্কিন পণ্যের ওপর যে হারে শুল্ক চাপাবে, ভারতীয় পণ্যের ওপরেও আমেরিকায় শুল্কের হার একই থাকবে। তবে ভারতের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধ এড়ানো যাবে বলে আশাবাদী তিনি।

ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত ও চিনের চড়া আমদানি শুল্ক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ট্রাম্প। ইতিমধ্যে চিন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করতে শুরু করেছে আমেরিকা। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তারা ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, শুরু থেকে শুল্ক সমস্যা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ভারত। ইতিমধ্যে একাধিক মার্কিন পণ্যে শুল্কের হার কমানো হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প আরও বেশি জিনিসের পর শুল্ক ছাড় দাবি করছেন। সেজন্য চাপ বাড়াতেই ২ এপ্রিলের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

গত মাসে ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে ২০৩০-এর মধ্যে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি ওরা সম্ভবত শুল্কের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। তবে ২ এপ্রিল থেকে আমরা ওদের ওপর একই শুল্ক চাপাব যা ওরা আমাদের ওপর আরোপ করে।'

২০২৩ সালে দু'দেশের মধ্যে ১৯০.০৮ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। এর মধ্যে ১২৩.৮৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য এবং ৬৬.১৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকায় ৮৩.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি করেছে ভারত। সেখান থেকে এদেশে আমদানি করা হয়েছে ৪০.১২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩.৬৫ বিলিয়ন ডলার।

২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক কর

৫ লক্ষ অভিবাসীর আইনি সুরক্ষা প্রত্যাহার ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসীকে দেশছাড়া করার পর এবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোপে 'বৈধ'রা। শুক্রবার ৪ দেশের প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ অভিবাসীর আইনি রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর সেই নির্দেশের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করবে আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের আইনি রক্ষাকবচ হারাবেন। অর্থাৎ তখন থেকে তাঁরা আমেরিকায় অবৈধ অভিবাসী হিসাবে গণ্য হবেন।

শনিবার হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২২-এর অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত কিউবা, ভেনেজুয়েলা, হাইতি ও নিকারাগুয়া থেকে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার অভিবাসী আমেরিকায় এসেছেন। এখানে তাঁদের থাকা এবং কাজ করার জন্য আইনি রক্ষাকবচ রয়েছে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকার ওই অভিবাসীদের আইনি সুরক্ষা দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করেছেন ট্রাম্প। ২৪ এপ্রিলের পর সংশ্লিষ্ট অভিবাসীদের আইনি রক্ষাকবচ থাকবে না বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে। তবে এদিন পর্যন্ত ৪ দেশের অভিবাসীদের আমেরিকা ছাড়া করার বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

কোপে ৪ দেশ

পর্যবেক্ষক মহল অবশ্য ট্রাম্পের নির্দেশকে অভিবাসী বিতাড়নের নয়া কৌশল বলে মনে করছে। তাদের মতে, আইনি রক্ষাকবচ বাতিল হলে কিউবা সহ ৪টি দেশের অভিবাসীরা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বেন। হেনস্তার আশঙ্কায় তাঁদের অনেকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

যাঁরা রয়ে যাবেন তাঁরা মার্কিন আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হবেন। তখন প্রশাসন চাইলে অনায়াসে তাঁদের দেশ থেকে বের করে দিতে পারবে। অবৈধ অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে তাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন ট্রাম্প। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বৈধ অভিবাসীদের একাংশকেও তিনি যেভাবে নিশানা করতে শুরু করেছেন, তাতে আমেরিকায় বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

সুনীতাদের ‘মহাকাশ ভাতা’ শুনে অবাক ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ২৮৬ দিন কাটিয়ে সদ্য পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন নাসার মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর। মহাকাশে ৯ মাস থাকার জন্য মহাকাশচারীর বেতনের পাশাপাশি বিশেষ ভাতা পাবেন তাঁরা। আর সেই ভাতার পরিমাণ শুনে অবাক খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সরকারিভাবে সম্ভব না হলে নিজের পকেট থেকে সুনীতাদের আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

নাসার ভাতা তালিকা অনুযায়ী ‘ওভারটাইম’ বাবদ দৈনিক ৫ ডলার করে পান মহাকাশচারীরা। সুতরাং, এই খাতে সুনীতার পাওনা দাঁড়াচ্ছে ১,৪৩০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার সমান। মহাকাশে বসবাসে নজির তৈরি করা মহাকাশচারীদের এই সামান্য প্রাপ্তি নিয়ে নানা মহলে চর্চা চলছে। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দৃশ্যত অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে ট্রাম্পকে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সুনীতাদের জন্য বেতন বাদে কতটা আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার? সুনীতাদের

> ওঁদের যা সহ্য করতে হয়েছে এই অর্থ তার কাছে কিছুই নয়। আমাকে কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আমি নিজের পকেট থেকেই দেব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

ওভারটাইম ভাতার পরিমাণ শুনে ট্রাম্প বলেন, ‘শুধু এইটুকু! ওঁদের যা সহ্য করতে হয়েছে এই অর্থ তার কাছে কিছুই নয়। আমাকে কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আমি নিজের পকেট থেকেই দেব।’

বিশ্বের বৃহত্তম মহাকাশ গবেষণা সংস্থা হলেও নাসার মহাকাশচারীদের বেতন নিতান্ত সাধারণ। মার্কিন সরকারের কর্মী হিসাবে তাঁরা ভারতের হিসাবে বছরে ৮১ লক্ষ টাকা থেকে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত বেতন পান। সবচেয়ে অভিজ্ঞ মহাকাশচারীদের তালিকায় থাকা সুনীতা উইলিয়ামসের বার্ষিক বেতন ১ লক্ষ ৫২ হাজার ২৫৮ ডলার (১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা)। মহাকাশে থাকার কারণে এই বেতনের সঙ্গে ওভারটাইম বাবদ ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা যোগ হবে।

যদিও স্পেস স্টেশনে থাকাকালীন মোটেও শুয়ে-বসে ছিলেন না সুনীতা ও বুচ। দু’জনে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করে কাজ করতেন। বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ছাড়াও স্পেস স্টেশনে শাকসবজির চাষ করতেন সুনীতা। নিজের ফলানো লাল লেটুস ও টমেটো খেয়ে শরীরে ভিটামিন সরবরাহ জারি রেখেছিলেন তিনি। মহাকাশে তাঁর ৯ মাস কাটানোর ফলে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশযাত্রার নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। এত কিছুর জন্য বাড়তি প্রাপ্তি বলতে দৈনিক ৫ ডলার।

এবার নয়া যুদ্ধের হুঁশিয়ারি লেবাননের

বেইরুট, ২২ মার্চ : হামাসের সঙ্গে তিন দফার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি হলেও কার্যকর হয়েছে শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়ের চুক্তি। এর মধ্যে গাজা লক্ষ্য করে আইডিএফ-এর হামলায় অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন। শুধু গত দুদিনের হামলাতেই শতাধিক প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন গাজায়। ভারত সহ বহু দেশ তার বিরোধিতা করেছে।

ইজরায়েল গাজায় যা চালাচ্ছে, লেবানন তার বিরোধিতা করে রকেট হামলা চালায়। জবাবে দক্ষিণ লেবাননে একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে নেতানিয়াহুর দেশ। হামলা পালটা হামলায় ফের উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া। নতুন করে যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে এই অঞ্চল। একথা জানিয়েছেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম।

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম বলেছেন, গাজায় হামাসের ওপর ইজরায়েলের হামলা তাঁর দেশকেও নতুন করে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, হামাসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে ইজরায়েল। আক্রমণ হেনেছে ইয়েমেনে হুথিদের ওপর। ইরান, হুথি, হামাস একটি অক্ষ। তাদের সঙ্গে লেবাননও আছে। সালাম এও বলেছেন, গত তিন মাস লেবানন চুপ করে ছিল। কিন্তু হামাসের ওপর আইডিএফ-এর গুলিগোলা ছোড়ার যে ঘটনা চলছে, তাতে লেবানন আর নিশ্চুপ থাকবে না।

মার্কিন মধ্যস্থতায় প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘর্ষবিরতি চুক্তির প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হলেও দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়নি। তেল আভিভ এজন্য হামাসকে দায়ী করে। ইজরায়েলের বক্তব্য, হামাস দ্বিতীয় দফায় পণবন্দি ইজরায়েলিদের মুক্তি না দেওয়ার কারণে তারা তাদের নিকেশ করতে ফের গাজায় আক্রমণ হেনেছে। তাতে মহিলা ও শিশু সহ ৫০০-রও বেশি প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েল সীমান্তে রকেট হামলা চালায় লেবানন। তার জবাবে ইজরায়েল ব্যাপকভাবে কামান থেকে গোলা ছুড়েছে, আকাশপথে বিমান হামলা চালিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া, যা হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

কানহাইয়ার পদযাত্রায় সিঁদুরে মেঘ তেজস্বীর

পাটনা, ২২ মার্চ : ২০১৯ থেকে ২০২৫। রাজনীতিতে ৬ বছর সময় নেহাত কম নয়। জেএনইউয়ের দাপুটে প্রাক্তন ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমারকে সেবার লোকসভা ভোটে বিহারের লেনিনগ্রাদ বলে পরিচিত বেগুসরাইয়ে প্রার্থী করেছিল সিপিআই। মোদিবিরোধী তরুণ তুর্কি হওয়া সত্ত্বেও আরজেডি প্রার্থী তনবীর হাসানের সঙ্গে ভোট কাটাকাটির জেরে সেবার বিজেপির গিরিরাজ সিংয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কানহাইয়া। কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনে নজরদারির দায়িত্বে থাকলেও ২০১৯-এর পর থেকে বিহারের রাজনীতিতে সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু দিন বদলেছে। তাই সময় বদলাতে শুরু করেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সারা দেশে কংগ্রেসের সংগঠনকে চাঙ্গা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে যে সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে, সেখানে হঠাৎই তৎপরতা বাড়িয়েছে হাতশিবির। ইন্ডিয়া জোটে থেকেও কংগ্রেসের এই শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টার ইঙ্গিত এবার বিহারেও দেখা যাচ্ছে।

গত রবিবার মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিবিজড়িত পশ্চিম চম্পারণ থেকে পলায়ন রোকো নৌকরি দো পদযাত্রা শুরু করেছে এনএসইউআই এবং যুব কংগ্রেস। এই পদযাত্রার সর্বত্র রাহুল গান্ধির ছবি, পোস্টার থাকলেও আদতে এই কর্মসূচিকে সফল করানোর দায়িত্ব কানহাইয়া কুমারের ঘাড়েই সঁপে দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। প্রাক্তন এআইএসএফ নেতাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের এহেন তৎপরতায় স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে বিহারের বিরোধী মহাজোট এবং আরজেডির অন্দরে। কানহাইয়া কুমারের সঙ্গে আলোচনা করে এই পদযাত্রা কর্মসূচির ঘুঁটি সাজিয়েছেন বিহারে কংগ্রেসের ইন-চার্জ কৃষ্ণ আলাভারু। ১৪ এপ্রিল বিআর আম্বেদকরের জন্মদিনে পাটনায় এই পদযাত্রা শেষ হবে। পাটনার রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কানহাইয়ার নেতৃত্বে বেকারত্ব ইস্যুতে কংগ্রেস তরুণ বাহিনী যেভাবে রাস্তায় নেমেছে তাতে অস্বস্তি বাড়ছে বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের। কারণ, কানহাইয়ার সঙ্গে লালু-পুত্রের সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়।

বিহারের রাজনীতিতে কংগ্রেস এখনও আরজেডির ছোট শরিক। ঘরোয়া আলোচনায় আরজেডি নেতারা এও বলাবলি করেন, লণ্ঠন পাশে না থাকলে কংগ্রেসের একার পক্ষে কোনও আসন জেতা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের প্রদেশ থেকে এআইসিসি নেতৃত্বের কাছেও বিষয়টি অজানা নয়। কিন্তু এই চেনা ছবিটা এবার বদলাতে চাইছেন রাহুল গান্ধি। তিনি বারবার দলের বৈঠকে বলেছেন, শরিকদের কাছে সম্মান অর্জন করতে হলে সবার আগে শক্তি বাড়াতে হবে। তার জন্য কংগ্রেসকে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হবে।

রাহুলের সেই ভোকাল টনিক মেনে এবার বিহারে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছে হাতশিবির। বেকারত্বের সমস্যা নিয়ে তেজস্বী যাদব জানিয়ে রেখেছেন, চলতি বছর অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা ভোটে জিতে তাঁরা ক্ষমতায় এলে বেকার তরুণ-তরুণীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে কানহাইয়ার নেতৃত্বে হাতশিবির যেভাবে বেকারত্ব সমস্যা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তাতে তেজস্বীর চাপ বেড়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, কংগ্রেস এই মুহূর্তে আরজেডির সঙ্গ ছেড়ে একলা চলার রাস্তায় হাঁটতে চাইছে না। বরং দর কষাকষির খেলায় এগিয়ে থাকতেই পদযাত্রায় বেরিয়েছে তারা।

কানহাইয়ার পদযাত্রা ঘিরে বিহার প্রদেশ কংগ্রেসও আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং পদযাত্রার সূচনায় হাজির ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে যেভাবে কর্মসূচি সাজানো হয়েছে, তাতে তিনি রীতিমতো মনঃক্ষুণ্ণ। কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, প্রদেশ সভাপতি যে লালুপ্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ, সেটা কারও অজানা নয়। তেজস্বীর অসুবিধা হতে পারে এমন কোনও কর্মসূচি নেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। তাই তিনি কানহাইয়াকে খুব একটা পছন্দ করেন না। অন্যদিকে বিহারের এক কংগ্রেস সাংসদ বলেন, কানহাইয়াকে বিহারের পোস্টার বয়ে পরিণত করলেও আমাদের কোনও সুবিধা হবে না। কারণ, তিনি এতদিন এখানে অনুপস্থিত ছিলেন। বেগুসরাইতেও ওঁর কোনও জনভিত্তি নেই। উলটে এই কর্মসূচিতে লালুপ্রসাদ যাদবই অস্বস্তিতে পড়বেন। তবে কংগ্রেসের এই মতভেদ সত্ত্বেও গত এক সপ্তাহ ধরে বিহারের বিভিন্ন এলাকায় কানহাইয়াদের পদযাত্রায় সাড়া পড়েছে ভালোমতো। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার তরুণরা দলে দলে এই পদযাত্রাকে সমর্থন করছেন।

নিজেদের অধিকারের দাবিতে রাঁচি-জামশেদপুর সড়কপথে অবরোধ আদিবাসীদের। শনিবার।

সংসদে বার্তা কেন্দ্রের

লাদাখে চিনের কাউন্টি মানবে না

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : ভারত সীমান্ত ঘেঁষা ২টি নতুন কাউন্টি (জেলা) তৈরির কথা ঘোষণা করেছে চিন। সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমের দাবি, হেয়ান ও হেকাং নামে ওই দুই কাউন্টির প্রশাসনিক সদর দপ্তর তৈরি হবে হোতান শহরে। উত্তর-পশ্চিম চিনের একাংশে গড়ে ওঠা কাউন্টি ২টির মানচিত্রে ভারতের লাদাখের কিছু এলাকাকে যুক্ত করা হয়েছে। চিনের সাম্প্রতিক ‘প্ররোচনা’র কড়া জবাব দিয়েছে ভারত। লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং জানান, ভারতীয় এলাকাকে যুক্ত করে চিনের নতুন মানচিত্র তৈরির বিষয়ে অবগত ভারত। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কূটনৈতিক স্তরে চিন সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

লাদাখে চিনের আগ্রাসী রণকৌশলের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘ভারত সরকার কখনও ওই এলাকায় চিনের দখলদারিত্বকে মেনে নেয়নি। ভবিষ্যতেও মেনে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। আমরা চিন সরকারের কাছে কূটনৈতিক স্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছি।’ ২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত সংঘর্ষে জড়িয়েছিল ভারতীয় ও চিনা সেনা। ওই ঘটনার পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) জুড়ে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি নিয়েছে দু’পক্ষ। নিয়ন্ত্রণরেখার দু-পারে মোতায়েন করা হয়েছিল বিরাট বাহিনী। কোর-কমান্ডার স্তরের টানা আলোচনার পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রী ও শীর্ষস্তরেও বৈঠকে জট কাটানোর চেষ্টা চলেছে। শেষপর্যন্ত কিছুদিন আগে দু-তরফে সেনাপ্রত্যাহারের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। সেই মতো এলএসির অধিকাংশ এলাকা থেকে বাড়তি বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে ভারত ও চিন।

> ভারত সরকার কখনও ওই এলাকায় চিনের দখলদারিত্বকে মেনে নেয়নি। ভবিষ্যতেও মেনে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। আমরা চিন সরকারের কাছে কূটনৈতিক স্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছি।
>
> **কীর্তিবর্ধন সিং**
> *বিদেশ প্রতিমন্ত্রী*

সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বক্তব্যে সাধুবাদ জানিয়েছিল চিনা বিদেশমন্ত্রক। এই পরিস্থিতিতে সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর বিবৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

পাকিস্তানে বৈধ হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ : বেহাল অর্থনীতিকে বাঁচাতে এবার ক্রিপ্টোকারেন্সিকে বৈধ করার উদ্যোগ নিল প্রতিবেশী পাকিস্তান। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে এবং দেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন পাক অর্থমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা বিলাল বিন সাকিব। দীর্ঘদিন ধরেই ক্রিপ্টোকারেন্সির বিরোধিতা করে আসছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। উলটো পথে হাঁটছেন বিলাল। তিনি পাকিস্তান ক্রিপ্টো কাউন্সিলের সিইও। বিলালের দাবি, ইতিমধ্যেই দেড় থেকে দু কোটি পাকিস্তানি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করেছেন। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও ক্রিপ্টোকারেন্সি চালু করার আর্জি জানিয়েছে। ফলে ঋণ শোধের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ক্রিপ্টোকারেন্সিকে আইনি বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বলেও জানিয়েছেন বিলাল।

২০ বছরের কারাবাস

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : সাবধান। এলন মাস্কের টেসলা গাড়িতে হামলা হলেই তা জঙ্গি হামলা হিসেবে ধরবে মার্কিন সরকার। তারপর হামলাকারী, মদতদাতাকে ২০ বছরের জন্য জেলে ঢোকানো হবে। কেউ পার পাবে না। এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি নিজে একটি টেসলা কিনেছেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে টেসলার একাধিক গাড়ি ও দোকানপত্তরে হামলা করেছে প্রতিবাদীরা। এই আবহে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, হামলা হলেই আটক।

স্বামী খুনের পর কাসোলে হোলি

লখনউ, ২২ মার্চ : মীরাটের প্রাক্তন মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতের খুন হওয়ার নেপথ্যে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালা জাদু কাজ করে থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, সৌরভের স্ত্রী মুশকান রাস্তোগির প্রেমিক সাহিল শুক্লার ঘরে ড্রাগনের ছবি, কিছু রহস্যময় প্রতীক মিলেছে। সাহিল এক অদ্ভুত জগতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। তার আবছা আলোর ঘরে রহস্যময় গুপ্ত প্রতীক মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে মর্মস্পর্শী তথ্য হল, সৌরভকে খুনের পর তাঁর দেহ ১৫টি খণ্ড করে ড্রামে পুরে প্রেমিক সাহিলকে জমিয়ে হোলি খেলেছেন মুশকান। হিমাচলের সিমলা, মানালিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। রঙের উৎসবের দু’জনে উপভোগ করেছেন তুষারপাত। মানালি থেকে যান কাসলে। সম্প্রতি প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, প্রেমিকের জন্মদিন উদযাপনে উচ্ছ্বসিত মুশকান। ‘শুভ জন্মদিন’ বলে তিনি সাহিলকে কেক খাইয়ে চুম্বন করছেন।

১৪ মার্চ হোলির দিনের ভিডিওতে ক্যামেরার দিকে যুগলকে তাকাতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। সারা মুখ রঙে মাখামাখি। একে অপরকে প্রায় জড়িয়ে রয়েছেন। মুখের অঙ্গভঙ্গিতে খুশির উচ্ছ্বাস। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক বাজছে। সাহিল ও মুশকানের চারপাশে বহু লোকের উপস্থিতি দেখে বোঝা যায়, তাঁরা অনেকের সঙ্গে হোলি খেলেছেন।

মীরাটের এসপি (সিটি) আয়ুষ বিক্রম সিং জানিয়েছেন, মুশকান ও সাহিল ২৫ ফেব্রুয়ারি সৌরভকে খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। তারপর তারা সৌরভকে মাদক খাওয়াতে শুরু করে। সৌরভ খুন হন ৩ মার্চ।

তদন্তে নেমে পুলিশ মুশকানের একটি স্ন্যাপচ্যাট অ্যাকাউন্ট পেয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, মুশকান মাদকাসক্ত সাহিলকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে সাহিলের মৃত মা কবর থেকে উঠে তার সঙ্গে কথা বলছেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মুশকান সাহিলকে বোঝায় যে তাদের উচিত সৌরভকে হত্যা করা। তারপর সৌরভকে মাদক খাওয়ানো শুরু হয়।

স্বামীকে খুন করে ড্রামবন্দি করার পর মুশকান ও সাহিল জমিয়ে বেরিয়ে আসার পর খুনের ঘটনা প্রকাশ পায়। তখন মুশকানই তার মাকে বলেছিলেন, সে আর সাহিল মিলে সৌরভকে খুন করেছে। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন সৌরভ তাদের মাদক নেওয়া বন্ধ করে দেবে। অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনবিজ্ঞানের প্রধান ড: মানিনী শ্রীবাস্তব বলেছেন, তাঁর ধারণা, সাহিল তার অতীন্দ্রিয় শক্তিকে এই জঘন্য কাজে ব্যবহার করেছেন।

নেপালে আরও জোরালো হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি

বিতর্কিত অঞ্চলে যেতে চান না ওলি

কাঠমান্ডু, ২২ মার্চ : এখনই বিতর্কিত অঞ্চল ফিরে পাওয়ার দাবি নিয়ে সেখানে যেতে চান না নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। ভারত-নেপাল সীমান্তে লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ এবং কালাপানি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। দু’দেশেরই দাবি তিনটি জায়গা তাদের।

নেপালে এখন ওই বিতর্কিত অঞ্চল নিয়ে চর্চাকে অবশ্য ছাপিয়ে গিয়েছে অন্য একটি ঘটনা। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তোলপাড়।

যা পরিস্থিতি, তাতে গণতন্ত্রকে আর ভালোবাসছেন না নেপালের গণদেবতা। ব্যাপক দুর্নীতি, আর্থিক দীনতা, কর্মহীনতা তাঁদের গণতন্ত্র-বিমুখ করে তুলেছে।

একসময়ে বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র ছিল নেপাল। ২০০৮ সালে সে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। তারপর কালী, কমলা ও রাপ্তী নদী দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির পরিবর্তনে হিমালয়ের কোল ঘেঁষা নেপালের মানুষ চাইছে, এবার গণতন্ত্র যাক। ফিরুক রাজতন্ত্র। নেপাল ফের হোক হিন্দুরাষ্ট্র।

হিন্দু রাজতন্ত্রের দাবিতে রবিবার রাজধানী কাঠমান্ডুতে বিপুল জনসমাবেশ হয়। সৌজন্যে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শা-র প্রত্যাবর্তন। বিমানবন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হন। তাঁদের মুখে স্লোগান, ‘রাজা ফিরে আসুন, দেশ বাঁচান, আমরা গণতন্ত্র চাই না।’ তাঁরা বাইক মিছিল করেন। হিন্দু রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে গত সপ্তাহেও রাস্তায় নেমেছিল আমজনতা।

একটি সূত্র জানিয়েছে, দু’মাস তীর্থ করার পর কাঠমান্ডুতে ফিরেছেন জ্ঞানেন্দ্র শা। তাঁকে ঘিরে উৎসাহিত আমআদমি। রবিবার প্রাক্তন রাজাকে স্বাগত জানাতে প্রায় চার লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বিমানবন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে। ৭২ বছরের এক নাগরিকের কথা, ‘রাজার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তাঁকে রাজসিংহাসনে পুনর্বহাল করার জন্য সর্বাত্মকভাবে তাঁর পিছনে রয়েছি। এখানে আমাদের আসার উদ্দেশ্যও তাই।’ এক কাঠমিস্ত্রির কথায়, ‘দেশ দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। রাজনীতিবিদরা কিছুই করছেন না। আমি একদিন রাজতন্ত্র হটাতে পথে নেমেছিলাম। আমি সেদিন ভুল করেছি।’

রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির সদস্য শ্যামল কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমি বাতাসে পরিবর্তনের আঁচ অনুভব করছি। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাতিল করে রাজতন্ত্র ও হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের জন্য নেপালে এবার তৃতীয় গণআন্দোলন শুরু হচ্ছে।’

২০০৬ সালে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর শাসনের অবসান হয়। অনেকের মতে, তাতে চিনের মদত ছিল। ২০০৮ সালে নেপাল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভোট দেয়। পরে ১৩টি সরকার আসে নেপালে।

রাজপথে রাজতন্ত্রের দাবি উঠলেও নেতারা অবশ্য এসমস্ত মানতে চাইছেন না। রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকে আমলই দিচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী ওলি। বলেছেন, ‘কিছু মানুষ রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে গলার শিরা ফোলাচ্ছেন বটে, কিন্তু রাজতন্ত্র ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।’

ওলির এই বক্তব্যের পরেও অনেকে বলছেন, দারিদ্র্যপীড়িত নেপালে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতিপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ সুস্থ, সুন্দর জীবন চায়। ওই কাঠমিস্ত্রির মতো নেপালের লক্ষ লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। হিন্দুরাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি ক্রমশ বাড়ছে।

আজব দুনিয়া

বুলেটপ্রুফ

একদশক ধরে দেশের ধনকুবেরের তালিকায় প্রথম ৩-এ রয়েছেন। ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠার সঙ্গে নজির গড়ার ক্ষেত্রেও মুকেশ আম্বানির জুড়ি নেই। তা সে বসত ভিটে হোক বা ছেলের বিয়ে, সবেতেই মুকেশের উদ্যোগ নজর কেড়েছে। এবার সেটা দেখা গেল গাড়ির ক্ষেত্রেও। প্রথম ভারতীয় হিসাবে বুলেটপ্রুফ রোলস রয়েসের মালিক হয়েছেন তিনি।

নতুন লোগো

প্রাচীন কালে নতুন শাসক ক্ষমতায় এসে নিজের মুদ্রা ও সিল জারি করতেন। এখনও সেই প্রথার ছায়া রয়ে গিয়েছে মার্কিন শাসনতন্ত্রে। নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলে যায় হোয়াইট হাউসের লোগো। জো বাইডেনকে হারিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই সাদা বাড়ির লোগো বদলের কাজ সেরে ফেলেছেন।

খাবারের খোঁজে হাতি রেস্তোরাঁয়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২২ মার্চ : এবার রেস্তোরাঁয় হানাদারি হাতির। এক-দুটো নয়, একসঙ্গে ১৫টি হাতির দল ভোররাতের অন্ধকারে 'অভিযান' চালাল দু'দুটি রেস্তোরাঁতে। খাবার না পেয়ে তছনছ করে দিল টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে থাকা রেস্তোরাঁ। যা দেখে মাথায় হাত পড়েছে বনকর্মীদের। এদিন মেরামতি করা হলেও, রেস্তোরাঁ দুটি কতদিন অক্ষত রাখা যাবে, তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে বনকর্তাদেরও।

কারণ, এক জায়গায় হাতির বারবার হামলা ঘটানো স্বভাবজাত। কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, '১৫টি হাতির একটি দল এসে তছনছ করে দিয়েছিল। পরে মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' বিষয়টা যে উদ্বেগের, তা অস্বীকার করেননি তিনি।

টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে হাতির চলে আসা নতুন কোনও ঘটনা নয়। চলতি বছরই পিকনিক চলাকালীন একাধিকবার হাতির উপস্থিতি ঘটেছে। ঘটনাগুলি দিনের আলোয় ঘটায়, হাতিকে গভীর বনে ফেরত পাঠাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি বনকর্মীদের। কিন্তু এবার হামলার ঘটনা ঘটেছে শনিবার ভোররাতের অন্ধকারে। কিন্তু বারবার হাতির দল কেন চলে আসছে ইকো ট্যুরিজম স্পটে? আসলে বাগডোগরা সংরক্ষিত বনের গভীরে হাতির বাসস্থানের মধ্যে রয়েছে ইকো ট্যুরিজম স্পটটি। বাসস্থানের মধ্যে দুটি রেস্তোরাঁ তাই হাতির রাগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীদের অনেকেই।

সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তির জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরিচালনায় চলে রেস্তোরাঁ দুটি। এদিন সকালে রেস্তোরাঁর তছনছ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান কমিটির সদস্যরা। কমিটির এক সদস্য বলেন, 'পিকনিক চলাকালীন খাবারের গন্ধে হাতি চলে এলেও, তেমন সমস্যা হয়নি। কেননা, প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে দিনের আলোয়। কিন্তু এবার তো ভোররাতে ঘটনা ঘটেছে।' রেস্তোরাঁয় খাবার না থাকায় ক্ষতি কম হয়েছে বলে কমিটির সদস্যদের বক্তব্য। তবে খাবার থাকলেও, তা হাতির পেট ভরাতে পারত?

একজনের কথায়, 'যা খাবার থাকে, তাতে তো একটা হাতিরই পেট ভরত না, এসেছিল তো ১৫টি।' কমিটির সদস্য অজয় প্রধানের বক্তব্য, 'রাতে এখানে কেউ না থাকায় খাবার রাখা হয় না। বেঁচে যাওয়া খাবার প্রতিদিনই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। খাবার না পেয়ে হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে রেস্তোরাঁর ক্ষতি করেছে।'

রেস্তোরাঁয় যাতে হাতি হামলা চালাতে না পারে, তার জন্য চারিদিকে বিদ্যুৎবাহিত তারের বেড়া রয়েছে। কিছুদিন ধরে ওই বেড়া কাজ করছে না বলে বন দপ্তর সূত্রেই খবর। তবে আজ বেড়াও মেরামত করা হয়েছে।

টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে রেস্তোরাঁ তছনছ করেছে গজরাজ।

বনে বাইসনের বিচরণ।। জয়ন্তীর ২৬ মাইলে শনিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

জল সংরক্ষণে নজর দেওয়ার বার্তা পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : দিন-দিন শহরের জলস্তর নেমে যাচ্ছে। সেজন্য এখন থেকেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। শনিবার ছিল বিশ্ব জল দিবস। সেই উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানকেন্দ্রে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

কী করণীয়

- বৃষ্টির জল সংরক্ষণ
- প্রয়োজন অনুযায়ী জল ব্যবহার
- গাছ লাগানো
- বাড়ির ছাদে জলাধার তৈরি করে জল সংরক্ষণ

করণীয় নয়

- নদীর জলে মলমূত্র ত্যাগ, স্নান
- জামাকাপড়, বাসনপত্র নদীতে ধোয়া
- জলাশয়ে আবর্জনা ফেলা

সেখানে হাজির পড়ুয়াদের জল সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝানো হয়।

এবছর জল দিবসের থিম 'হিমবাহ সংরক্ষণ'। লাগাতার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মিষ্টি জল সংরক্ষণ এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু না করলে আগামীতে শহর তথা বহু জায়গায় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। এমনটাই আশঙ্কা করেছেন আলোচকরা।

শীত উধাও হয়েছে। গরম পড়তে শুরু করেছে। আর এখন থেকেই কুয়োর জল অনেকটা নীচে নেমে যাচ্ছে। যার ফলে শহরে বহু জায়গায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় জল অপচয় রোধেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিশ্বজিৎ। তিনি বলেন, 'শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনেক জল অপচয় হয়। এটা বন্ধ করা দরকার।' এদিন আলোচনায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। এমনকি জলের বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পায় পড়ুয়ারা।

এদিন জল নিয়ে আলোচনায় আরও বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। যেমন, নদী কিংবা যে কোনও জলাশয়ে আবর্জনা ফেলা, জামাকাপড় পরিষ্কার করা, জলে মলমূত্র ত্যাগ করার মতো ঘটনা ঘটছে শহরে। বিশেষ করে মহানন্দায় এই ছবি এখনও দেখা যায়। এগুলি দ্রুত বন্ধ করা উচিত বলে মনে করেন আলোচকরা। এনিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয় এদিন।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস বলেন, 'জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে পড়ুয়াদের আরও বেশি সচেতন করার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পড়ুয়ারা বেশ আগ্রহের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।' এদিন জলের ওপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতা হয়।

বিশ্ব জল দিবসে বিভিন্ন পরীক্ষা করল পড়ুয়ারা। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে।

ট্রাফিক পুলিশকে হেনস্তায় গ্রেপ্তার টোটোচালক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : শিলিগুড়ি শহরজুড়ে টোটোচালকদের একাংশের গাজোয়ারি চলছেই। অভিযোগ, রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করতে দাঁড়িয়ে থাকা টোটো সরাতে গিয়ে এবার হেনস্তার শিকার হলেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে হাসমি চকে। অভিযুক্ত দুই টোটোচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বললেন, 'রাস্তা আটকে টোটো দাঁড় করিয়ে রাখা এবং কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

সেদিনই সন্ধ্যায় হাসমি চকে অপর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় একজন সিটি অটোচালককে। তার বিরুদ্ধে যাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। ওই ব্যক্তিকেও এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

শুক্রবার দুপুরে অভিযানে নেমেছিল ট্রাফিক পুলিশ। উদ্দেশ্য ছিল, রাস্তা আটকে যেন কোনও টোটো বা গাড়ি দাঁড়িয়ে না থাকে। সেসময় হাসমি চকে দুটো টোটোকে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকর্মীরা চালকদের টোটো নিয়ে সরে যেতে বলেন। অভিযোগ, চালকরা তখন চলে গেলেও কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে ফের রাস্তার ওপর দাঁড় করায় টোটোগুলো।

এরপর ট্রাফিককর্মীরা যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগে টোটো দুটো আটক করতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। কথা কাটাকাটির সময় পুলিশকর্মীদের ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অবশেষে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম গৌরাঙ্গ দাস ও বিক্রম রায়। গৌরাঙ্গ বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। বিক্রমের বাড়ি সাউথ কলোনিতে।

অন্যদিকে, ধৃত সিটি অটোচালক হাসমি চকে পৌঁছে এক যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। অভিযোগ, ওইসময় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল সে। ঘটনাস্থল থেকে ব্যক্তিটিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দাদাগিরি

- যানজট ঠেকাতে অভিযানে নামা ট্রাফিককর্মীদের হেনস্তা
- রাস্তার ওপর থেকে টোটো সরাতে বলায় অভব্য আচরণ করে দুই চালক
- ভাড়া নিয়ে যাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ধৃত এক সিটি অটোচালক
- সেসময় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল ওই ব্যক্তি
- এর আগেও নিয়মভঙ্গকারী টোটোচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে পুলিশ

শিলিগুড়িতে একাংশ টোটোচালকের 'দাদাগিরি'-তে লাগাম পরানো সম্ভব হচ্ছে না। গত সপ্তাহে সেবক রোডে অন্য রুটের টোটো আটকাতে গিয়ে জখম হন এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী। কয়েকমাস আগে ভুল রুটে চলা টোটো ধরতে গিয়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মী বিপাকে পড়েন। টোটোয় বসে থাকা অবস্থায় তাঁকে কাউন্সিলারের অফিসে নিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত চালক।

মিরিকে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত ১, জখম ৯

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : শনিবার মিরিক হয়ে শিলিগুড়িতে নামার সময় খাদে গাড়ি পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও ন'জন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের মিরিক মহকুমা হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় মৃত লাকপা তারগে শেরপা (৫৫) সুখিয়াপোখরির সীমানা এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকেই গাড়ির চালক পলাতক।

এদিন সকালে সুখিয়াপোখরি থেকে একটি ভাড়ার গাড়ি মিরিক হয়ে শিলিগুড়িতে নামছিল। গাড়িতে চালক সহ মোট ১১ জন ছিলেন। গাড়িটি মিরিক বাইপাস, সৌরিনী পেরিয়ে এসে গয়াবাড়ি এলাকায় একটি বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা এগিয়ে এসে গাড়ি থেকে আহতদের উদ্ধারের কাজে হাত দেন। খবর পেয়ে সেখানে মিরিক থানা ও পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছায়।

চালক পলাতক

স্থানীয় চা বাগান শ্রমিকদের অনেকেই জানিয়েছেন, হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে এই গাড়িটি প্রচণ্ড গতিতে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নামছিল। সেই সময় রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে গাড়িটি বেশ কয়েকবার উলটে গিয়ে খেয়ে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়। ঘটনার পর থেকেই গাড়ির চালক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত লাকপা তারগে শেরপার দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই পাহাড়ি পথে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশি নজরদারির দাবি জোরালো হচ্ছে।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'পাহাড়ে গাড়ি চালানোর জন্য আলাদাভাবে চালকদের প্রস্তুত হতে হয়। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যে কেউ পাহাড়ি পথে গাড়ি নিয়ে চলে আসছেন। গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে ওঠা এবং নামার সময় যে সাবধানতা মেনে চালাতে হয়, সেটাও দেখা হচ্ছে না। আমরা পুলিশ ও চালক সংগঠনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।'

চোখ পরীক্ষা

খড়িবাড়ি, ২২ মার্চ : ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা শিবির হল খড়িবাড়িতে। শিলিগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় শনিবার খড়িবাড়ি থানা চত্বরে এই শিবির হয়। মূলত দূরপাল্লার ট্রাক ও স্থানীয় গাড়ি চালকদের সুবিধার্থে এই শিবিরের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ওসি মলিন্দ্র বর্মন।

নিকাশিনালায় পড়ে মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২২ মার্চ : নিকাশিনালায় পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল আড়াই বছরের এক শিশুর। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুড়িখাওয়া গ্রামে মসজিদের পাশে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, বৃষ্টির জমা জলে পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে শিশুটি পড়ে যায়। পরিবারের নজরে পড়তেই মহম্মদ আয়ুষ নামের শিশুটিকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরেই শিশুটির বাবা মহম্মদ তইজুল একাধিকবার হাসপাতালে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। মা এবং আত্মীয় পরিজনরা তাঁকে সামলানোর পরিবর্তে নিজেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারের পাশাপাশি গোটা গ্রাম শোকাহত। যদিও, প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এনিয়ে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

দাদা-বৌদিকে কোপ মাদক কারবারির

তুফানগঞ্জ, ২২ মার্চ : তুফানগঞ্জের চর বালাভূতে মাদক ব্যবসায়ীর কীর্তিতে হতবাক এলাকাবাসী! মাদক পাচারের খবর পেয়ে দিনকয়েক আগে মঞ্জুর রহমানকে ধরতে অভিযান চালিয়েছিল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। সেসময় পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে সে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর মঞ্জুরের সন্দেহ হয় পরিবারের কেউ পুলিশকে তার খবর জানিয়েছে। সেই সন্দেহের বশেই মঞ্জুর শনিবার ভোরে সৎদাদা-বৌদিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ বসায় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় দুজনকেই ভর্তি করা হয়েছে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে। ঘটনায় অভিযুক্তের বাবাও জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত মঞ্জুর। আক্রান্ত মিজানুর রহমানের দাবি, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে অভিযুক্ত। গোটা ঘটনায় এদিন মিজানুর তুফানগঞ্জ থানায় তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তের বাবা আব্দুল ফজল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বেশ কিছুদিন ধরে তুফানগঞ্জ দিয়ে মাদক পাচারের খবর আসছিল পুলিশের কাছে। সেইমতো দিনকয়েক আগে মাদক পাচারের অভিযোগ পেয়ে মঞ্জুর রহমানকে ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু হাতের নাগালে মঞ্জুরকে পেয়েও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। সে পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরেও মঞ্জুরের খোঁজে পুলিশের তল্লাশি জারি রয়েছে।

এদিন কাকভোরে ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় সৎদাদা ও বৌদিকে ধারালো অস্ত্রের কোপ বসায় মঞ্জুর বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মঞ্জুরকে তার বাবা সাহায্য করেন বলে অভিযোগ। মিজানুর জানান, সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই শোয়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছিলেন সৎভাই মঞ্জুর। ঘর থেকে বেরোতেই তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ বসায়। সেই সময় স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে আসেন মিজানুরের স্ত্রী আঞ্জুমা বিবি। মঞ্জুর তাঁকেও এলোপাতাড়ি কোপ মারে বলে অভিযোগ। তাঁদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মিজানুর ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে তারা তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পর মঞ্জুর পালিয়ে যায়।

মিজানুরের মাথায় তিনটি সেলাই, এবং তাঁর স্ত্রী আঞ্জুমা বিবির মাথায় পাঁচটি সেলাই পড়েছে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মিজানুরের স্ত্রী। মিজানুর বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে মঞ্জুর মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত। দিনদশেক আগে বালাভূত বাজার থেকে তাকে পুলিশ পাকড়াও করতে গিয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে সৎভাইয়ের মনে হয়েছে আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি। সেই কারণে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।'

মেধার সন্ধান, মেধার সম্মান

সেরা উত্তরকে
উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্যমেধার অন্বেষণ। খুঁজে আনা সাহিত্যের সেইসব অত্যুজ্জ্বল মণিকণা, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনে হীরকখণ্ড হয়ে ওঠার দ্যুতি। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে, উত্তরের কৃতীদের সেরার স্বীকৃতি। আত্মার আত্মীয়কে, প্রতিভার কুর্নিশ জানাতে সাহিত্যপ্রেমী হিসাবে আপনাকে স্বাগত।

সেরা গল্পকার
প্রথম হিমাংশু রায়
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় শুভঙ্কর দাস (সুভান)
শিলিগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পিনাকী সেনগুপ্ত
দলসিংপাড়া টি গার্ডেন, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা প্রাবন্ধিক
প্রথম মৌমিতা আলম
মুন্সিপাড়া, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সব্যসাচী ঘোষ
মালবাজার, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার
রতুয়া, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা কবি
প্রথম অনিন্দ্য সরকার
বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সোমা দে
দমনপুর, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় বিটু দাস
মালতীপুর, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

নবীন প্রতিভার সন্ধানে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সাহিত্য সম্মান
২০২৪-২৫
মোট পুরস্কারমূল্য
₹৩ লক্ষ

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২৮ মার্চ (দুপুর ১টা থেকে), রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ (দীনবন্ধু মঞ্চ), শিলিগুড়ি

স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মাননা।
এই উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আত্মার আত্মীয়দের প্রাণের আমন্ত্রণ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঝুঁকির যাত্রা।। *জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

নিয়ম ভাঙার খেলা...

হাট বসিয়ে পকেট গরম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি। সেখানেই অবৈধভাবে হাট বসিয়ে পকেট গরম করছেন জমির মালিক। এমনই অভিযোগ উঠল ফুলবাড়িতে।

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধনতলায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিমালিকানার জমিতে চলছে এই হাট। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি জানে না, এমনটা কিন্তু নয়। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা প্রশাসনের ওপরমহলে বারবার জানানো হলেও কেউ গা করছেন না। জমিটি স্থানীয় বাসিন্দা শংকর হালদারের। তিনিই হাটটি চালান। কয়েক বছর আগে আবাসন দপ্তরের একটি জমিতে ছিল ওই হাট। পরে সরকারি জমি থেকে হাটটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য এলাকারই একাংশ আওয়াজ তুলতে থাকেন। সূত্রের খবর, শাসকদলের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ব্যক্তিস্বার্থে হাটটি সরাতে কলকাঠি নেড়েছিলেন।

এরপর অজানা কারণে আবাসন দপ্তর হাটটি সরিয়ে দেয়। তারপরেই হাটের নতুন 'ঠিকানা' হয় শংকরের এই জমি। শংকর নিজেও হাট বসানোর বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'যাঁরা হাটে দোকান করেন, তাঁরা সকলেই গরিব।' টাকা নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁর সাফাই, 'দোকান করার জন্য বিদ্যুতের বিল বাবদ সামান্য কিছু টাকা নেওয়া হয়।' কিন্তু এভাবে ব্যক্তিমালিকাধীন জমিতে হাট বসানো যায় কি? সেখান থেকে 'বিদ্যুতের বিল বাবদ সামান্য কিছু টাকা' কি নেওয়া যায়? নিয়ম কিন্তু তা বলে না।

হাটটি যে বেআইনিভাবে বসানো হয়েছে, তা স্বীকার করেছেন ফুলবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিমালিকানার জমিতে কোনওভাবেই হাট বসানো যায় না। এমনকি এই হাটের অনেক দোকান মূল রাস্তার ওপর চলে এসেছে। এতে যানজট তৈরি হচ্ছে।' এই জমি থেকে হাটটি সরাতে কোনও পদক্ষেপ করছেন না কেন? রফিকুলের কথা, 'সিপাহিপাড়ার দিকে যেতে সেতুর পাশে একটা জায়গা দেখা হয়েছে। সেখানে হাটটি যাতে দ্রুত স্থানান্তরিত করা যায় সেই চেষ্টা করছি।' তবে কতদিনে কীভাবে তাঁর 'চেষ্টা' সফল হবে, তা কিন্তু স্পষ্ট নয়।

এটা স্পষ্ট, যতদিন না প্রধানের 'চেষ্টা' সফলতার মুখ দেখছে, ততদিন এই জমিতেই হাটটি থাকবে। 'বিদ্যুতের বিল বাবদ সামান্য কিছু টাকা' নিয়ে পকেট গরম করতে থাকবেন জমির মালিক। তাহলে প্রকাশ্যেই এই নিয়মভঙ্গের খেলা চলতে থাকবে? প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পূর্ব ধনতলার স্বরজ বর্মন, চাঁদমালা রায় একসুরে বলেন, যতদূর জানতাম প্রশাসন এই জমিতে হাট বসিয়েছে। কিন্তু এখানে তো ঠিক তার উলটোটা হচ্ছে। এমনটা হলে তো যে কেউ নিজের আয়ের জন্য জমিতে হাট বসিয়ে ফেলবে! এখন দেখার প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

পূর্ব ধনতলায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে হাট।

বাঁশ পুঁতে জমি দখলের চক্রান্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ফের জমি দখলের অভিযোগ। এবার ঘটনাস্থল চম্পাসারি।

ফোর লেনের কাজে ব্যস্ত ছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এই সুযোগে বাঁশ পুঁতে জাতীয় সড়কের জমি দখল করার চেষ্টা চলছে।

বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ চম্পাসারি পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির সভাপতি মদন ভট্টাচার্যের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা গোটা বিষয়টা সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পাশাপাশি পুরনিগমকেও জানানো হয়েছে।' ব্যবসায়ী সমিতির কেউ এতে জড়িত? মদনের কথা, 'না। আমাদের সমিতির কেউ এধরনের দখলদারির সঙ্গে জড়িত নয়।'

চম্পাসারি বাজারের ঠিক পেছনে রয়েছে জাতীয় সড়কের জমি। এখানেই বাঁশ পুঁতে জমি দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, এই দখলদারির পিছনে একটি চক্র কাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'ওভাবে দখল করা যায় না। ওখানে বিষয়টা ঠিক কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বসে কথা বলব।'

ঠিক কীভাবে দখল হচ্ছে জমি? জাতীয় সড়কে ফোর লেনের কাজ চলছে। তাই সড়কের ধারে থাকা বাজারটি কিছুটা পিছন দিকে সরানো হবে। অভিযোগ, এটাই 'সুবর্ণ সুযোগ' হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছে একটি চক্র। ঠিক যে জায়গায় বাজারটি পিছিয়ে যাবে, সেখানে বাঁশ পোঁতা হচ্ছে। যাতে আগেভাগেই জমিটি দখল করে নেওয়া যায়। এতে যেমন সড়ক কর্তৃপক্ষ চটেছে, তেমনই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ, ফোর লেনের পর ওই জায়গাটিতে বসবে বাজার। দখল হয়ে গেলে পেটে টান পড়বে ব্যবসায়ীদেরই।

জাতীয় সড়কের দু'পাশের জায়গা দখলের চক্রান্ত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। বিভিন্ন সময় দেখা যায়, রাস্তার ধারে বসানো হয় গুমটি। প্রশাসন গুমটি সরাতে গিয়ে কম ঝামেলা পোহায়নি। যদিও এখন ফোর লেনের কাজ হওয়ায় এমনিতেই গুমটিগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার নতুন ধরনের দখলদারির চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা একসুরে জানাচ্ছেন, বাজার পিছনদিকে সরবে। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের দোকানগুলোও সরে যাবে। এ নিয়ে সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগেই আলোচনায় বসে একটা সমঝোতায় আসা গিয়েছে। কোনওরকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই ফোর লেনের কাজ চলছে। এর মাঝে হঠাৎ স্থানীয় একটি চক্র যেভাবে ওই জায়গাটা ধীরে ধীরে দখল করা শুরু করেছে, সেটা এখনই আটকানো না গেলে পরবর্তীতে ভাত জুটবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা।

এদিকে, চিরাচরিতভাবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চায়নি। তাদেরই জমি এভাবে দখলের চক্রান্ত চলছে, অথচ তারাই নজরদারিতে জোর দিচ্ছে না কেন? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। এখন দেখার প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

স্থানীয় চক্র

- চম্পাসারি বাজারের পেছনে রয়েছে জাতীয় সড়কের জমি
- এখানেই বাঁশ পুঁতে জমি দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
- দখলদারির পিছনে স্থানীয় একটি চক্র কাজ করছে
- এই জমি দখলের চক্রান্তে ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা
- পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন

চম্পাসারিতে এভাবেই বাঁশ পুঁতে দখলের চেষ্টা চলছে।

> ওভাবে দখল করা যায় না। ওখানে বিষয়টা ঠিক কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বসে কথা বলব।
>
> **- রঞ্জন সরকার**
> *ডেপুটি মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

> আমরা গোটা বিষয়টা সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পাশাপাশি পুরনিগমকেও জানানো হয়েছে।
>
> **- মদন ভট্টাচার্য**
> *সভাপতি, চম্পাসারি পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি*

কমেন্ট্রিতে তুফানগঞ্জের শুভম

কোচবিহার, ২২ মার্চ : টানটান উত্তেজনায় শুরু হয়ে গিয়েছে আইপিএল। আর এবার আইপিএলের কমেন্ট্রি বাংলায় শোনাবে তুফানগঞ্জের ছেলে শুভম সরকার। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশির হাওয়া কোচবিহারের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে।

টেলিভিশনের পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতার মাধ্যমে আইপিএলের কমেন্ট্রি রেডিওতেও সম্প্রচারিত হচ্ছে। সেখানে অন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি কমেন্ট্রি করবেন শুভমও। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। কলকাতা থেকে শুভম জানিয়েছেন, 'এটা আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। আকাশবাণীর মাধ্যমেই অফিশিয়ালি কমেন্ট্রি জগতে পা রাখা। এখানে ভালো কাজ করে এগিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।'

তুফানগঞ্জ শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা শুভম। বর্তমানে এই ক্রিকেটার কলকাতার টাউন ক্লাবের হয়ে খেলছেন। ২০১৮-'১৯ সালে অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা ক্রিকেট দলে খেলেছেন। চার বছর ধরে বাংলা দলের স্কোয়াডেও রয়েছেন। তুফানগঞ্জ থেকে উঠে আসা শুভম জেলা ক্রীড়া সংস্থার পাশাপাশি রাজ্যের নানা বড় ক্লাবের হয়ে দাপিয়ে খেলেছেন। খেলার পাশাপাশি শখের বশেই কমেন্ট্রি করতেন। সেটাই নজরে আসে তাঁর ক্রিকেটার বন্ধুবান্ধবদের। কিছুদিন আগেই আইপিএলে বাংলা ভাষার কমেন্ট্রির জন্য অডিশনের আবেদনপত্র চাওয়া হয়। সেখানেই আবেদন জানান শুভম সরকার। তারপর সেখানে অডিশন হয়। আগে হয়ে যাওয়া কিছু ম্যাচের 'হাইলাইটস' দেখানো হয়। সেগুলি দেখে শুভম কমেন্ট্রি করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর আকাশবাণীর তরফে ৩১ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানেই নাম রয়েছে শুভমের। সেই তালিকায় ঋতম পোরেল, গীতিময় বসু, সৌর্য চৌধুরী, পল্লব বসু মল্লিকের মতো বিখ্যাত কমেন্টেটররাও রয়েছেন। পালা করে প্রত্যেকেই ক্রিকেট ম্যাচগুলির কমেন্ট্রি করবেন।

আইপিএল

এর আগেও আইপিএলের সঙ্গে কয়েকবার কোচবিহারের নাম জড়িয়েছে। ২০২৩ সালে কোচবিহার স্টেডিয়ামে আইপিএল-এর ফ্যান পার্ক তৈরি করা হয়েছিল। কিছুদিন আগেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে কোচবিহারে তাঁদের ট্রফি ট্যুর করা হয়। এবার কমেন্ট্রিতেও জুড়ে গেল কোচবিহারের নাম।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্তের কথায়, 'শুভমের এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত খুশি। এতে বোঝা গেল কোচবিহার শুধু খেলাধুলোতেই নয়, খেলাধুলোর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতেও এগিয়ে চলেছে। শুভমকে দেখে বাকিরাও অনুপ্রাণিত হবে।' সাম্প্রতিক অতীতে কোচবিহারের কেউ এধরনের সুযোগ পেয়েছেন কি না, তা মনে করতে পারছেন না ক্রীড়াপ্রেমীরা। কোচবিহারের বাসিন্দা অধ্যাপক অলোক সাহা বলেন, 'এবার শুভমের গলায় ক্রিকেটের কমেন্ট্রি শুনব। তখন রোমাঞ্চ আরও বাড়বে।'

রাজ্যের প্রথম ১৫-তে শিলিগুড়ির দুই

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত '২৪-এর চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্য স্তরে প্রথম ১৫ জনের মধ্যে জায়গা করে নিল শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সায়ন সেনগুপ্ত ও শিলিগুড়ি পাঠভবনের ছাত্রী সৌপর্ণা বক্সী। এছাড়াও জেলা স্তরের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ১৫ জন পড়ুয়া।

বৃত্তি পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের দার্জিলিং জেলা বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির সম্পাদক দীপক তরফদার জানান, স্কুলগুলিতে চিঠি দিয়ে ফল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ মার্চ কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়ন সেনগুপ্ত এবং সৌপর্ণা বক্সীকে সংবর্ধনা জানানো হবে। জেলা স্তরের কৃতীদের ৬ এপ্রিল কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হবে।

চা চাষের সরঞ্জাম বিলি

চোপড়া, ২২ মার্চ : চোপড়া ব্লকের হুলাসুগছ নবদিশা স্মল টি ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ও চতুরাগছ স্বর্ণালি স্মল টি ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে রবিবার কয়েক লক্ষ টাকার চা চাষের উপযোগী সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। টি বোর্ডের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক। চাষের উপযোগী সরঞ্জাম পেয়ে খুশি ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

খুনের অভিযোগে ধৃত

চোপড়া, ২২ মার্চ : চোপড়া থানার সোনাপতিলা গ্রামে পারিবারিক বিবাদে গত বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তি খুন হন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শনিবার মৃতের ভাইপো আজিমুল হককে গ্রেপ্তার করে। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে রবিবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

চোপড়ায় রাস্তা বেহাল

চোপড়া, ২২ মার্চ : মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি মোড় থেকে মাঝাবাড়ি গ্রাম হয়ে মনসা মন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে আছে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবি উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে পথ চলতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। প্রতিবছর বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল সিংহর কথায়, 'কয়েক দশক ধরে রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি। পঞ্চায়েত প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।' স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান নরেশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'সমস্যার কথা নজরে রয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে অনুমোদনও পাওয়া গিয়েছে।'

নির্যাতিতার পাশে সিপিএম

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : নির্যাতিতা শিশুকন্যার পাশে দাঁড়ালেন সিপিএম নেতৃত্ব। শুক্রবার ইসলামপুর ব্লকের গুঞ্জরিয়ায় সাড়ে চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী নাবালকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় ইসলামপুর থানা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শনিবার আদালতে পাঠায়। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড তাকে হোমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস।

অন্যদিকে, নির্যাতিতা হাসপাতালে ভর্তি। এদিন দুপুরে হাসপাতালে শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সিপিএমের ইসলামপুর-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক শামি খান। স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি জেলা নেতারাও উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

বাগডোগরা, ২২ মার্চ : ১২ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ। শনিবার বাগডোগরা থানার পুলিশ বাউকালী গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে খিচেন সিংহকে। এই গ্রামেই তার বাড়ি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার নাবালিকার মা বাগডোগরা থানায় খিচেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

মোষ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২২ মার্চ : ট্রাক থেকে উদ্ধার ১৬টি মোষ। শনিবার ভোরে বাংলা-বিহার সীমানার চেক্করমারিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সুরেশ সিং, সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।

ফেরানোর দাবি

রাজগঞ্জ, ২২ মার্চ : বেশ কয়েকদিন আগে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। তাকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে শনিবার ভোরের আলো থানায় পুলিশের কাছে দাবি জানালেন এলাকার মহিলারা। এদিন ৫০ জন মহিলা থানায় যান। ফেসবুকে যে ছেলেটির সঙ্গে ওই মেয়েটির পরিচয় হয়েছিল, ওই সূত্র ধরে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনার দাবি করেন তাঁরা।

খুনের কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

থমথমে জয়ন্তিকায় চা পাতা তোলা শুরু

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২২ মার্চ : দিনের আলোয় সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে কুপিয়ে খুনের দু'দিন পরও থমথমে বিধাননগরের জয়ন্তিকা চা বাগান। চা শ্রমিকদের চোখেমুখে শনিবারও আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যায়। বাগানের মধ্যেই যেভাবে খুনের ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রবল আতঙ্কে রয়েছে কর্তৃপক্ষও। তবে সাহেবের মৃত্যুশোক নিয়েই শনিবার পাতা তুললেন চা শ্রমিকরা। রবিবার জয়ন্তিকার কোয়ার্টারেই সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নীলাঞ্জন ভদ্রের শ্রাদ্ধ হবে। শনিবার তা নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত ছিলেন বাগানের কর্তারা। চা বাগানের তরফে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার খুন হলেন, তা নিয়ে এখনও রহস্য রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার চা বাগানে মোটরবাইক নিয়ে টহলদারি চালাচ্ছিলেন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নীলাঞ্জন ভদ্র। সে সময় এলথ্রিয়াস এক্কা নামে বাগানেরই এক সর্দার ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ঘাড়ে কোপ দেয়। আলিপুরদুয়ারের হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা নীলাঞ্জন ভদ্র ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাগানেরই বাঁশ লাইনের ১২ ও ১৪ নম্বর সেকশনে এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছিল। জয়ন্তিকা চা বাগানে প্রায় ৪ বছর ধরে কাজ করছিলেন তিনি।

যদিও, এই খুনের কথা কবুল করে নিয়েছে এলথ্রিয়াস। কিন্তু ঠিক কী কারণে বাগানের মধ্যে এভাবে একজন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ এলথ্রিয়াসের কথাবার্তায় অনেক ফাঁক খুঁজে পাচ্ছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। যদিও এলথ্রিয়াসের পরিবারের দাবি, অত্যধিক মদ্যপান করত সে। কিছুদিন হল সে নাকি নেশা করা ছেড়ে দিয়েছিল। এই খুনের পিছনে ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ ছিল নাকি অন্য কারণ আছে, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তবে খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বর্তমানে এলথ্রিয়াস ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রয়েছে।

বাগানের মধ্যে সাহেবের খুনের ঘটনায় চা শ্রমিক জোশিতা গুড়িয়া, ছেনা লাকড়ারা সকলেই মর্মাহত। জোশিতা গুড়িয়ার কথায়, 'ম্যানেজার সাহেব কাজ না করলে বকতেন। কিন্তু, শ্রমিকদের কষ্ট তিনি বুঝতেন। সে কারণেই সকলের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁর।' বাগানের শ্রমিক ছেনা লাকড়া চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'কখনও কাজে ভুল হলে তা বলতেন, পরক্ষণেই আবার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। এমন একটি মানুষ চলে যাওয়ায় আমাদের সকলেরই মন খারাপ।' চা বাগানের এক ম্যানেজার অরবিন্দ মিশ্রর বক্তব্য, 'আমাদের বাগানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল নীলাঞ্জনের উপরই। কর্তৃপক্ষ সবরকমভাবে পরিবারটির পাশে রয়েছে।'

ব্যাকগ্রাউন্ড

- বৃহস্পতিবার বাগানের মধ্যেই খুন হন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
- গ্রেপ্তার বাগানের সর্দার এলথ্রিয়াস এক্কা
- খুনের পিছনে আসল কারণ খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ

জয়ন্তিকা বাগানের এই জায়গায় খুন হন সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

ভাঙাপুলে স্থায়ী নাকা চেকিং পয়েন্ট

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : এই এলাকায় হামেশাই বিভিন্ন ধরনের অপরাধের ঘটনা সামনে আসে। স্থায়ী নাকা চেকিং পয়েন্ট না থাকায় এতদিন অপরাধীদের ধরা কিংবা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যেত। তবে এবার সেই সমস্যা অনেকটা মিটতে চলেছে। ইসলামপুর থানার ভাঙ্গাপুল এলাকায় স্থায়ী নাকা চেকিং পয়েন্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই এই এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি টিনের ঘর বানানো হয়েছে। পাশাপাশি অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিডিং (এএনপিআর) ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। এতে দুষ্কৃতীরা অপরাধ করে পালালেও গাড়ির নম্বর ক্যামেরাবন্দি করা যাবে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করাও সহজ হবে। চলতি মাসে বিধাননগরে নাকা চেকিং পয়েন্টে গ্যাসের ট্যাংকার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গত বুধবার রাতে চোপড়াতেও এমনই এক পয়েন্টে কনটেনার থেকে গবাদিপশু উদ্ধার হয়। এই সমস্ত উদাহরণ পুলিশকে ভাঙ্গাপুলে স্থায়ী নাকা চেকিং পয়েন্ট বানাতে উৎসাহিত করেছে।

এমনিতে ইসলামপুর থানা এলাকাটি বিহার রাজ্যের একেবারে গায়ে। তাই অনেকে অপরাধ করে এই এলাকা দিয়ে বিহারে পালিয়ে যায়। পূর্বে এমন নজির রয়েছে। এবার থেকে নাকা চেকিং পয়েন্টের মাধ্যমে তেমন অপরাধীদের পলায়ন রোখা সম্ভব বলে মনে করছে পুলিশ।

ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'দুষ্কৃতীদের ঠেকাতে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অন্য থানা এলাকাতেও স্থায়ী নাকা চেকিং পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন। এএনপিআর ক্যামেরাও বসানো হবে।'

মাঝেমধ্যেই ভাঙ্গাপুল এলাকায় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ আসে গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাফিসা আলামিনের কাছেও। নাকা চেকিং পয়েন্ট হওয়ায় এবার থেকে তেমন অভিযোগ আসা কমে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর কথা, 'পুলিশের এই নাকা চেকিং পয়েন্টের ফলে আশা করছি অভিযোগ কম আসবে। বিহারের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কমবে।'

সব দায় জেলা প্রশাসনের ঘাড়ে

বহু রাস্তার অবস্থা বেহাল। মিলছে না পানীয় জল পরিষেবা। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন **শুভজিৎ চৌধুরী**

জনতার চার্জশিট

গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

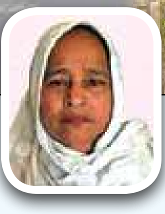

নাফিসা আলামিন
প্রধান, গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : পঞ্চায়েত অফিসে আপনার থেকে বেশি ছেলেকে দেখা যায়। এমনটা কেন?

প্রধান : শারীরিক সমস্যার কারণে মাঝেমধ্যে অফিসে যেতে পারি না। তখন ছেলে কাজ দেখাশোনা করে। তবে পঞ্চায়েতের সব কাজ আমি নিজেই করি।

জনতা : এখনও বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা মিলছে না কেন?

প্রধান : জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের বলা হয়েছে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সাহায্য মিলছে না বলে অভিযোগ। কী বলবেন?

প্রধান : এখন প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের কাছে আলাদা করে ফান্ড আসে না। আমরা পঞ্চায়েতের নিজস্ব ফান্ড দিয়ে যতটা সম্ভব কাজ করি।

জনতা : কাচনা সহ পঞ্চায়েতের বহু এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই কেন?

প্রধান : রাস্তায় আলোর ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। যেসব এলাকায় হাইমাস্ট বাতি প্রয়োজন, তার তালিকা বানিয়ে জেলা প্রশাসনকে পাঠানো হয়েছে।

জনতা : পঞ্চায়েতের বহু এলাকায় এখনও নিকাশিনালা গড়ে তোলা হয়নি কেন?

প্রধান : বেশিরভাগ এলাকায় নিকাশিনালা গড়ে তোলা হয়েছে। কিছু এলাকায় এখনও কাজ চলছে। বাকি এলাকার কাজের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

জনতা : বহু রাস্তা বেহাল। মেরামত করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : ফান্ড নেই। যতটুকু আছে তা দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ রাস্তার অবস্থা ভালো। নতুন রাস্তার কাজের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে।

জনতা : জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে আবর্জনার স্তূপ। অপসারণের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : সার্ভিস রোডের দোকানদাররা সেখানে আবর্জনা ফেলেন। আবর্জনা অপসারণের জন্য ব্লক প্রশাসন এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

জনতা : কাসবা ধানতলা সহ পঞ্চায়েতের অন্য কবরস্থানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণ করছেন না কেন?

প্রধান : যতগুলো কবরস্থানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দাবি এসেছে, সব জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে অনুমতি এবং ফান্ড পেলেই কাজ শুরু হবে।

জনতা : ধানতলা বাজার সংলগ্ন শ্মশানের অবস্থা শোচনীয়। সংস্কারের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। একবার আধিকারিকরা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর কাজ হয়নি।

জনতা : গাইসাল স্টেশনের সামনে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের অবস্থা বেহাল কেন?

প্রধান : পঞ্চায়েতে ফান্ড কম। প্রতীক্ষালয় মেরামত করা হবে।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ১৬
জনসংখ্যা : ২১,৭৫৬
(২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ১৯.৩ বর্গকিলোমিটার

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN • MRI • CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

সংযোগ কাটার হুঁশিয়ারি মেয়রের • ভোগান্তি ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের আমতলায়

জল চুরি রুখতে হচ্ছে টাস্ক ফোর্স

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : একদিকে জলসংকট, অন্যদিকে জল চুরি। জলের অপচয়ও কম হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির অন্যতম বড় সমস্যা পানীয় জল নিয়ে আরও সতর্ক হচ্ছে পুরনিগম। জল এলেই পাম্প চালিয়ে সেই জল বাড়ির রিজার্ভারে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপের কথা জানালেন স্বয়ং মেয়র গৌতম দেব। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'এভাবে পানীয় জল চুরি রুখতে টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হচ্ছে। এই টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে বিষয়টি নিয়ে নজরদারি চালাবে। কেউ এভাবে জল চুরি করছে ধরা পড়লেই জরিমানা করা হবে।' এমনকি সেই বাড়ির পানীয় জলের সংযোগও কেটে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেয়র।

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যেভাবে পানীয় জলের অপচয় এবং চুরি হচ্ছে, তাতে মেয়রের এই নিদান কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন থাকছেই।

শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছে। ১৯৯৪ সালে তৈরি ফুলবাড়ির পানীয় জলপ্রকল্প থেকে যে পরিমাণ জল আসে, তা শহরের বর্তমান চাহিদার তুলনায় অনেকটাই কম। তার ওপরে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন কারণে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে জল নিয়ে উৎকণ্ঠা ও ভোগান্তিকে সম্বল করেই দিন পার করছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দারা। এরই মধ্যে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল চুরির অভিযোগ সামনে আসছে। কোথাও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপলাইন কেটে সেখান থেকে নিজস্ব পাইপ লাগিয়ে তার সঙ্গে টুলু পাম্প যোগ করে দেওয়া হচ্ছে। দু'বেলা জল এলেই সেই পাম্পের সাহায্যে জল নিজের বাড়ির রিজার্ভারে ভরে নিচ্ছেন কিছু মানুষ। সরাসরি পাইপলাইনের সঙ্গে পাম্পসেট বসিয়ে জল টেনে নেওয়ায় আশপাশের এলাকায় জলের ফোর্স অনেকটা কমে যাচ্ছে। ফলে সেই এলাকার মানুষ পর্যাপ্ত জল পাচ্ছেন না। এর আগেও বিক্ষিপ্তভাবে পুরনিগম দু'তিনবার এভাবে জল চুরির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখনও শহরজুড়ে দেদারে জল চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এর পাশাপাশি ৪৭টি ওয়ার্ডেই পানীয় জলের স্ট্যান্ডপোস্টগুলিতে বিবকক না থাকায় প্রতিদিন প্রচুর জল অপচয় হচ্ছে। পুরনিগমের বক্তব্য, 'নিয়মিত প্রতিটি স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক লাগানো হয়। কিন্তু সেগুলি চুরি হয়ে যাচ্ছে, অথবা ভেঙে ফেলা হচ্ছে।'

শনিবার টক টু মেয়রে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মানুষ ফোন করেছেন। কেউ আবার পুরনিগমের সরবরাহ করা পাইপলাইনের সঙ্গে পাম্প বসিয়ে জল তুলে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। তারপরেই মেয়র জানান, 'আমরা জল চুরি রুখতে টাস্ক ফোর্স তৈরি করছি। বরোভিত্তিক এই টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হবে। পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার ওপরে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে। জল চুরির অভিযোগ পেলে দ্রুত সেখানে পৌঁছে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে বা যাঁরা এভাবে টুলু পাম্প বসিয়ে পুরনিগমের সরবরাহ করা জল টেনে নিচ্ছেন, তাঁদের বাড়ির জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আর কোনওদিন তাঁরা জলের সংযোগ পাবেন না।'

উত্তরবঙ্গে রোগনির্ণয়ে অগ্রগন্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
NABL Accredited Laboratory (Pathology Division)
Vide Certificate Number MC- 6976
আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি
ফোন : 9051032483 / 9474090952
www.bsdcsig.com B S Diagnostic Bsdc

কোথায় সমস্যা

পাইপলাইন কেটে সেখানে নিজস্ব পাইপ লাগিয়ে তার সঙ্গে পাম্প যোগ করে বাড়ির রিজার্ভারে জল ভরা হচ্ছে

এতে আশপাশের এলাকায় জলের ফোর্স অনেকটা কমে যাচ্ছে

পুরনিগমের দাওয়াই

পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার ওপরে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে

জল চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে

পানীয় জলের পাইপ ফেটে রাস্তা থইথই। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে তোলা সংবাদচিত্র।

জলের পাইপ ফেটে রাস্তা যেন পুকুর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : দেখলে মনে হবে রাস্তার মাঝে যেন পুকুর তৈরি হয়েছে। রাস্তা পারাপার করতে হলে ধার ঘেঁষে চলতে হচ্ছে মানুষকে। যখন-তখন আটকে যাচ্ছে গাড়ি, স্কুলের বাস। এমনকি দুর্ঘটনাও ঘটছে। রাস্তায় জমে থাকা জল পার করে স্কুলে যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদেরও। সব মিলিয়ে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের চয়নপাড়ার আমতলা পাইপলাইন এলাকায় অবস্থা এখন এমনই। তবে এই সমস্যা আজকের নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই সমস্যা বহু বছরের। মাঝেমধ্যেই জলের পাইপ ফেটে রাস্তার মাঝে জল জমে প্রায় নদী হয়ে যায়। পুরনিগম থেকে মেরামত করা হয় বটে, তবে কিছুদিন বাদেই আবার পাইপ ফেটে একই দশা হয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা অনীতা রায়ের কথায়, 'কাউন্সিলারকে অনেকবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। জলের পাইপ ফেটেই এই অবস্থা হয়। লোক ঠিক করতে আসে। তবে কী ঠিক করে জানি না। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার একই অবস্থা ফিরে আসে।'

রাস্তার মাঝে জমে থাকা জল সরাতে রাস্তা কেটে জল বের করার ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয়রাই। তবে তাতেও খুব একটা সুরাহা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা সুবোধ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'সকাল ও বিকেলে যখন জল ছাড়া হয়, তখন এখানে রীতিমতো নদী হয়ে যায়। জলের তোড়ে রাস্তার মাটি সরে গর্ত আরও বড় হচ্ছে। আশপাশে স্কুল রয়েছে। স্কুলের বাস যাতায়াতের সময় মাঝেমধ্যেই এই গর্তের জলে পড়ে আটকে যায়। ছোটখাটো দুর্ঘটনা তো যখন-তখন লেগেই থাকে। কখনও বাইক উলটে যাচ্ছে, কখনও সাইকেল নিয়ে কেউ পড়ে যাচ্ছেন। হাটের দিনগুলোতে সমস্যা যেন আরও বেড়ে যায়।'

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলোক ভক্তের বক্তব্য, 'এই সমস্যা অনেকদিনের। ঠিক করা হলেও আবার যে কীভাবে পাইপে একই সমস্যা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে পুরনিগমে এই সমস্যার কথা জানিয়েছি। আশা করি, তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা যাবে।'

তবে এনিয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য, পাইপ বদলে ফেলতে বলা হয়েছে। তবে ওরা বারবার শুধু মেরামত করে যায়। তাই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। একে রাস্তার বেহাল দশা, তার ওপর সবসময় মাঝরাস্তায় জল জমে থাকছে। চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

> কাউন্সিলারকে অনেকবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। লোক ঠিক করতে আসে। তবে কী ঠিক করে জানি না। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার একই অবস্থা ফিরে আসে।
>
> **অনীতা রায়** *স্থানীয় বাসিন্দা*

> এই সমস্যা অনেকদিনের। ঠিক করা হলেও আবার যে কীভাবে পাইপে একই সমস্যা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।
>
> **অলোক ভক্ত** *কাউন্সিলার*

দুপুরে সাফাই, পাঁচটি নতুন গাড়ি কিনল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : জঞ্জাল অপসারণে গতি আনতে আরও পাঁচটি টিপার ডাম্পার পথে নামাল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার মেয়র গৌতম দেব ওই গাড়িগুলিকে সবুজ পতাকা দেখান। এতদিন শহরের জঞ্জাল অপসারণের জন্যে ২২টি গাড়ি কাজে লাগানো হত। তার সঙ্গে নতুন করে পাঁচটি যুক্ত হওয়ায় কাজে গতি আসবে বলে পুরকর্তাদের দাবি। মেয়র বলেন, 'শহরকে আবর্জনাশূন্য গড়ে তুলতেই আরও টিপার নামানো হল। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের কাজের সুবিধার জন্যে এই গাড়িগুলি নেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, নতুন করে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানি খরচও বাড়ছে। গত মাসে শিলিগুড়ি পুরনিগম গাড়ির তেল বাবাদ ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৪৯ টাকা মিটিয়েছে। তবে এখন তা বেড়ে ৪০ লক্ষ টাকা হতে পারে বলে ধারণা পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তাদের।

শহরে একাধিক এলাকা থেকে সাধারণত সকালবেলা আবর্জনা তোলা হয়। নতুন পাঁচটি গাড়িও এখন থেকে কাজ করায়, দুপুরেও আবর্জনা তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। এর জন্যে তিনটি টিপার কাজে লাগানো হবে। সাতজনের একটি দল এই কাজ করবে। সে কারণে বাড়তি পাঁচটি ৯ টনের টিপার কেনা হয়েছে বলে শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর। এর আগেও একাধিক টিপার কিনেছে পুরনিগম। মূলত ভাড়ার গাড়ি বন্ধ করে দিতেই একের পর এক নতুন টিপার কেনা হচ্ছে। ভাড়া গুনতে যে টাকা খরচ হয়, তার পরিবর্তে গাড়ি কিনলে ভবিষ্যতে এর সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন পুরকর্তারা। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন পাঁচটি গাড়ি কেনা হয়েছে।

> শহরকে আবর্জনাশূন্য গড়ে তুলতেই আরও টিপার নামানো হল। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের কাজের সুবিধার জন্যে এই গাড়িগুলি নেওয়া হয়েছে।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

চর্ম ও শিল্প মেলা কাম ট্রেড ফেয়ার 2025
মেলা চলবে ২৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত
সময় : বেলা ২.৩০ টা থেকে রাত্রি ৯ টা
স্থান : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা ময়দান, শিলিগুড়ি

HIGH SPEED INTERNET
FIRST TIME IN SILIGURI
at LOW COST
SPEICAL OFFER: Get 15th months high speed internet on 12th months recharge
FREE INSTALLATION WITH ROUTER
BITS & BYTES ISP PVT. LTD
INTERNET SERVICE PROVIDER
CALL: 70470-92319 / 93329-26500
Near Children Park, Beside Bengal Saw Mill, Siliguri
Email: bitsandbyte.mail@gmail.com

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়ার আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবের বিকেল ৩.৩০ থেকে প্রদর্শিত হবে তুর্কি ছবি 'শায়াদ কেপেল্লো', সিংহলি ছবি 'ফরওয়ার্ড ড্রাইভ', বাংলা ছবি 'আই অ্যাম বনি', মালয়ালম ছবি 'সুদানি ফ্রম নাইজেরিয়া'এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান।
- দীনবন্ধু মঞ্চে স্বর্ণাঞ্জলি দিল্লির উদ্যোগে 'ভারতের রং শিলিগুড়ি' শীর্ষক সমারোহে দুপুর দুটো থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য ও শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান।

শহরে পর্যটনে প্রতারণা বাড়ছে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : পর্যটনকে কেন্দ্র করে আর্থিক প্রতারণা বাড়ছে। পর্যটকদের থেকে প্যাকেজ ট্যুরের অগ্রিম টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনই চুক্তিমতো পরিষেবা না দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। ফলে শিলিগুড়ির পর্যটন সংস্থাগুলির ওপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন পর্যটকদের বড় একটা অংশ। কিছু ভুয়ো সংস্থার জন্য বদনাম হচ্ছে ট্যুরিজম সার্কিটের।

শিলিগুড়িতে এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে পর্যটন সংস্থা। অনেকে আবার ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে। সস্তায় বিভিন্ন প্যাকেজ উল্লেখ থাকছে তাতে। আর এমন ফাঁদে পা দিয়েই প্রতারিত হতে হচ্ছে অনেক পর্যটককে। প্রচুর পর্যটক পুলিশের কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন। তবে সেভাবে কোনও ক্ষেত্রেই প্রতারকরা ধরা পড়েনি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা জয়দেব মান্নার অভিযোগ, তাঁরা শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার সত্যেন বসু রোডের একটি পর্যটন সংস্থাকে গ্যাংটক ঘুরতে যাওয়ার জন্য ৪৩ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। চুক্তি ছিল নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে গ্যাংটক নিয়ে যাবে ওই সংস্থা। সিকিমে থাকা, খাবারের ব্যবস্থার পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়িতে ফিরিয়ে আনার কথা ছিল। কিন্তু সিকিমে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, গ্যাংটকে যে হোটেলে তাঁদের থাকার কথা ছিল, সেখানে এই এজেন্সি টাকা না দেওয়ার কারণে পুরো টাকা তাঁদেরই গুনতে হয়েছে। ওই সংস্থাকে এরপর বারংবার টেলিফোন করা হলেও তাদের কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন গত ২ মার্চ। দার্জিলিং বেড়াতে এসে এমনভাবে একটি সংস্থার মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা অগ্নিভ বিশ্বাস। তবে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেবে না ধারণায় তিনি আর থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি। বলেন, 'তুলনামূলকভাবে কম খরচ দেখেই বুক করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আর ফোনে ওই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের অভিযোগ, 'কিছু সংস্থার জন্য আমাদের বদনাম হচ্ছে। আমরা এই ধরনের প্রচুর অভিযোগ পাচ্ছি। এই প্রতারণার কারণ কিন্তু আমাদের এখানকার পর্যটনেরই ক্ষতি হচ্ছে।' শিলিগুড়ি শহরের দেশবন্ধুপাড়া, নিউ জলপাইগুড়ি এলাকা ও জংশন চত্বরে থাকা বেশ কিছু পর্যটন সংস্থার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে উঠছে বলে জানা গিয়েছে।

বেহাল নালায় দুর্ভোগ

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপাড়া সংলগ্ন এলাকায় বেহাল রাস্তা ও বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। নিকাশিনালার জল রাস্তায় উপচে পড়ছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস এই পরিস্থিতির জন্য বিগত কাউন্সিলারকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, 'আমাদের এই যন্ত্রণা কবে মিটবে আমরা সেদিকে তাকিয়ে আছি।' বাইক নিয়ে ব্যবসার কাজে ওই এলাকায় আসা মহম্মদ জব্বার বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় যাতায়াত করছি। সাধারণ মানুষের বঞ্চনা দূর হয়নি।' কাউন্সিলার সংগীতার প্রতিক্রিয়া, 'আমরা ক্ষমতায় আসার পর ওই এলাকার উন্নয়ন শুরু করেছি। রাস্তার কাজটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আছে। আগের বোর্ডে কাউন্সিলার নিম্নমানের কাজ করায় সমস্যা জটিল হয়েছে।' সংগীতার আরও সংযোজন, 'নিকাশিনালার কাজ আমরা করেছি। আসলে আউটলেটের ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

নমশূদ্র বোর্ডের লোকসংস্কৃতি উৎসব

ইসলামপুর, ২২ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের আয়োজনে এবং ইসলামপুর পুরসভার ব্যবস্থাপনায় শনিবার মুক্তমঞ্চে নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব পালন করা হয়। এদিন প্রথমে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষ ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে জমায়েত করেন। সেখানে উপস্থিত হন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। সেখান থেকে মিছিল করে সকলে মুক্তমঞ্চে আসেন। তারপর সেখানে লোকসংস্কৃতি উৎসব পালিত হয়।

হরি ওঁ
উত্তরবঙ্গের ১০০% ক্রেতার পছন্দ
ahana GOLD GHEE
AHANA GOLD GHEE
ভালো খান, সুস্থ থাকুন
fssai
LIC No. 12816021000067
Manufactured by: Ajanta Food Products
NBU, Gate No. 2, Siliguri, West Bengal
Marketed by: Ahana Gold Ghee, East Netaji Road, Alipurduar
For distributors and Wholesale Counter Selling
WhatsApp : 9749827856 / Call : 9002172737

মাস্টারদার জন্মদিন পালন

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : শ্রদ্ধার সঙ্গে শহরে পালিত হল মাস্টারদা সূর্য সেনের জন্মদিন। এদিন পুরনিগমের উদ্যোগে মহানন্দা আইল্যান্ড, সূর্য সেন পার্ক এবং পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে মাস্টারদার মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। তাঁর অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে মাস্টারদার জীবনী এবং অবদান নিয়ে আলোচনা করেন শিলিগুড়ি কলেজের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অজয়কুমার শা। এছাড়াও ছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী। অধ্যাপক ডঃ বিকাশরঞ্জন দেব।

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : মাত্র তিন শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হল শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সিটু সমর্থিত ওই সংগঠনের সম্পাদক অরুণাভ দত্ত একটি প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১০ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সংগঠন আন্দোলন করছে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে এই দাবিতে টানা ১৮ দিন অবস্থান কর্মসূচিও পালন করা হয়েছিল। দাবি আদায়ে আগামীতেও আন্দোলন করা হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

জনসংযোগে গৌতম, সাফসুতরো ওয়ার্ড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : ওয়ার্ডে পা পড়বে মেয়রের, তাই নতুন 'লুক' পেল ২০ নম্বর ওয়ার্ড। বাড়তি পুরকর্মী নামিয়ে ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে শুরু হল ওয়ার্ডকে সাফসুতরো রাখার কাজ। বিদ্যুতের কেবল পাতার জন্য রাস্তায় ধারে উঁচু হয়ে থাকা মাটি সমান করতে বা সরিয়ে দিতে আর্থমুভার এবং শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়। আর এতেই ঘটল বিপদ। আর্থমুভার দিয়ে মাটি সরাতে গিয়েই ডেপুটি মেয়রের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের পাইপ ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওয়ার্ডের যে সমস্ত রাস্তায় মেয়রের যাওয়ার কথা, শনিবার সকাল থেকে সেই রাস্তাগুলিতে ব্লিচিং পাউডার ছেটানো হয়। সব দেখেশুনে বাসিন্দাদের মন্তব্য, সারাবছর ওয়ার্ডে এভাবে নজরদারি রাখলে তো ভালোই হয়। যাক তাও মেয়র আসবেন বলে রাস্তা চলাচলের যোগ্য হল।

মানুষের কাছে চলো কর্মসূচিতে করমর্দন মেয়র গৌতম দেবের। - তপন দাস

আগামী বিধানসভা ভোটে গৌতম দেবের শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। ভোটের এক বছর দেরি থাকলেও এখন থেকেই জনসংযোগে জোর দিতে চাইছেন মেয়র। শনিবার তিনি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচি নিয়েছিলেন। এই কর্মসূচিতে বেরিয়ে মেয়রকে যাতে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয় সেজন্য শুক্রবার থেকেই ওয়ার্ডে সাফসুতরো করার কাজ শুরু হয়। বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার জন্য রাস্তা খুঁড়ে মাটি, বালি রাস্তার অনেকটা অংশজুড়ে ফেলে রাখায় বেশ কয়েকদিন ধরেই সাধারণ মানুষের চলাচলে প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে। মেয়র আসার খবরে পুরকর্মীদের দিয়ে রাস্তা চলাচলের যোগ্য করার কাজ ২৪ ঘণ্টা আগেই শুরু হয়। পাশাপাশি, আর্থমুভার এনেও রাস্তা থেকে মাটি সরানো হয়েছে। আর্থমুভার দিয়ে রাস্তা ঠিক করতে গিয়ে শুক্রবার সকালে ডেপুটি মেয়রের বাড়ি সংলগ্ন সিনিয়ার সিটিজেন পার্কের উলটো দিকে পানীয় জল সরবরাহের পাইপ ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে টানা জল পড়ার পর শনিবার সন্ধ্যায় সেই পাইপলাইন মেরামত হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সকালে ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ব্লিচিং ছেটানো হয়। যদিও মেয়র বলছেন, 'মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যা, প্রয়োজন জেনে আরও ভালোভাবে নাগরিক পরিষেবা দিতে চাই। ওই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও এই কর্মসূচি করব।' এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ওয়ার্ডের ভারত সেবাশ্রম সংঘ আশ্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা ঘোরেন মেয়র। তাঁর সঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু থেকে শুরু করে অন্যান্য মেয়র পারিষদ, দলের নেতা-নেত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন।

স্কুল ছুটির আনন্দ।। শনিবার কোচবিহারে বাণেশ্বরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

চলন্ত উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে ধোঁয়া

আতঙ্কে ছুটোছুটি যাত্রীদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ মার্চ : বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদা-বামনহাটগামী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। শুক্রবার রাতে ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে ছেড়ে বামনহাট আসছিল। শনিবার ভোর সাড়ে ৩টা নাগাদ ট্রেনের একটি কামরায় ধোঁয়া বেরোতে থাকে। ঘটনাটি ঘটেছে বি-৩ কামরায়, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ঢোকার ৫-৬টি স্টেশন আগে। শেষপর্যন্ত ট্রেনের গার্ড ও টেকনিকাল পার্সনের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যাত্রীরা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'এখনও এবিষয়ে কোনও খবর পাইনি। পেলে জানাব।'

যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ট্রেনটির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বি-৩ কামরা থেকে হঠাৎ করে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। সংশ্লিষ্ট কামরার যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

এখনও এবিষয়ে কোনও খবর পাইনি। পেলে জানাব।

কপিঞ্জলকিশোর শর্মা, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

পরে নিয়ন্ত্রণ

- ট্রেনটির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বি-৩ কামরা থেকে হঠাৎ করে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে
- তারপর সেখানে সামান্য আগুনও দেখতে পান যাত্রীরা
- এতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে, ট্রেনও দাঁড়িয়ে যায়
- গার্ড এসে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে দেন

তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে ২০-২৫ মিনিট ট্রেনটি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ফের চলতে শুরু করে।

সেই কামরাতেই ছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্ত। তাঁর কথায়, 'তখন ভোর ৩টা-সাড়ে ৩টা বাজে। কামরার যাত্রীরা সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ করেই বেশ জোরে জোরে কয়েকবার শব্দ হয়। এতে অনেকের ঘুম ভেঙে যায়।' শর্টসার্কিটের ফলে সেই শব্দ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কামরায় দরজার কাছেই শ্রীহরির সিট নম্বর ছিল। তার কাছেই দরজার পাশে ট্রেনের টেকনিকাল ও বিদ্যুতের প্যানেল বোর্ডটি ছিল। শ্রীহরি সহ কয়েকজন যাত্রী গিয়ে দেখেন, সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। তারপর সেখানে সামান্য আগুনও দেখতে পান তাঁরা। যাত্রীরাই ট্রেনের গার্ডকে খবর দেন। ধুঁয়ো কামরার ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। এতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ট্রেনও দাঁড়িয়ে যায়। আতঙ্কে যাত্রীরা ছুটোছুটি শুরু করেন। খবর পেয়ে গার্ড এসে ট্রেনে থাকা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে দেন। এরপর ইলেক্ট্রিশিয়ান এসে সবকিছু ঠিকঠাক করলে ফের এসি চলতে শুরু করে। ঘটনার সময় ট্রেনটি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে যেটুকু দেরি হয়েছিল, তা অবশ্য পরে দ্রুতগতিতে চালিয়ে সামলে নিয়েছেন ট্রেনচালক। শেষপর্যন্ত নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেনটি মোটামুটি স্বাভাবিক সময়েই ঢোকে।

পাহাড়ে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের ভাবনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য ভারতে বেশ জনপ্রিয় হৃষীকেশ। প্রতিবছর স্পোর্টস ট্যুরিজমের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা এখানে আসেন। এবার সেই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকেই পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের হাতিয়ার করতে চাইছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা। ইতিমধ্যেই কালিম্পংয়ের ঘিস নদীতে কায়াকিং, স্নর্কেলিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি চালু হয়েছে।

এছাড়াও রোহিণীর প্যারাগ্লাইডিং এখন অ্যাডভেঞ্চার লাভার্সদের সামনে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠেছে। এবার অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের মতো রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের জন্য তিন-চারটি জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে সিকিমের পর এবার দ্রুত দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বাঞ্জি জাম্পিং করার সুবিধা পাবেন অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা।

সিকিমের ট্যুরিজমে ইতিমধ্যেই বাঞ্জি জাম্পিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি যুক্ত হয়েছে। সিকিমের সিংশোর ব্রিজ থেকে প্রায় একশো ফুট নীচে বাঞ্জি জাম্পিং করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিতে পারছেন পর্যটকরা। সিকিমের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে যুক্ত হওয়া এই বাঞ্জি জাম্পিং উত্তরবঙ্গের পর্যটনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা। অ্যাক্ট-এর কনভেনার রাজ বসুর কথায়, 'সিকিমে যাতে বাঞ্জি জাম্পিং চালু হয়, তিন বছর আগে থেকে আমরা সেই প্রচেষ্টা করছিলাম। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। এবার নজর রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে। ইতিমধ্যেই এই দুটো জায়গার বেশ কিছু এলাকা আমরা ঘুরে দেখেছি, যেখান থেকে বাঞ্জি জাম্পিং করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পর্যটকরা নিতে পারবেন।'

জিটিএ-র জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলেন, 'বাঞ্জি জাম্পিংয়ের মতো স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি সিকিমের পর্যটনে বড় ভূমিকা নেবে। পাহাড়েও এ ধরনের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে এখনও আমরা কোনও উদ্যোগ নিইনি।'

> সিকিমে যাতে বাঞ্জি জাম্পিং চালু হয়, তিন বছর আগে থেকে আমরা সেই প্রচেষ্টা করছিলাম। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। এবার নজর রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে।
>
> **রাজ বসু**
> কনভেনর, অ্যাক্ট

ইতিমধ্যেই প্যারাগ্লাইডিং, স্নর্কেলিং, মাউন্টেনিয়ারিং, রিভার ক্যানিয়ন কায়াকিং, ট্রেকিং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে। সেইসঙ্গে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের মতো স্পোর্টস ট্যুরিজম চালু হলে বাড়তি পাওনা হবে বলে মনে করছেন অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সঙ্গে জড়িত অর্ণব মণ্ডলের বক্তব্য, 'অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী অনেক মানুষ রয়েছেন। তাঁরা যদি এ ধরনের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি এখানে করার সুবিধে পান, তাহলে স্থানীয় অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে।'

সুকান্ত, শুভেন্দু, দিলীপকে একফ্রেমে রাখতে সচেষ্ট বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ মার্চ : বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের চেয়ে তিন শীর্ষনেতা সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকে একসূত্রে বাঁধাই বিজেপি নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। বঙ্গ বিজেপির ভিতরে এবং বাইরে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কৌতূহল চরমে উঠলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সে ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। কারণ, এটা দলের সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যেই পড়ে। দলের সাংগঠনিক নির্বাচনি পর্বের সঙ্গে এই বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। শনিবার গেরুয়া শিবিরের এক শীর্ষনেতা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন, রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের চেয়েও আমরা বাংলায় দলের এই তিন শীর্ষনেতার সদ্ভাব চাইছি। রাজ্যে দলের স্বার্থে বিশেষ করে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে এটা অন্যতম অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতায় আমরা গত ২০২১-এর নির্বাচনে খুব একটা ভালো ফল করতে পারিনি। যদিও রাজ্যে ভোটের হাওয়া বিজেপির পক্ষে অনেকটাই অনুকূল ছিল। তৃণমূলের সীমাহীন দুর্নীতির ঘটনাই বিজেপিকে অনেকটা এগিয়ে রেখেছিল। তবু সাংগঠনিক দুর্বলতা ওই ভোটে বিজেপিকে অনেকটাই লক্ষ্যে পৌঁছোতে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এবার ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে পৌঁছোতে এই দুর্বলতাকে আমরা প্রথম থেকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে মুক্ত করতে চাইছি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষভাবে চাইছেন, পশ্চিমবঙ্গে দলের তিন শীর্ষনেতার মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে উঠুক। তাহলে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে না বিজেপি নেতৃত্বকে।

গেরুয়া শিবিরের খবর, শীর্ষনেতৃত্বের চোখে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে অনেকটাই সফল শুভেন্দু অধিকারী। নেতৃত্বের বড় অংশই চান শুভেন্দুকে বিরোধী দলনেতা হিসেবেই দেখতে। দলের বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে আবার ওই পদে আরও একবছর রাখা সম্ভব নয়। কারণ, দলের সাংবিধানিক বাধা আছে। তাঁকে আবার সভাপতি করতে হলে আবার তিনবছরের জন্যই করতে হবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি দুটি পদে তাঁকে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। বাকি রইলেন দিলীপ ঘোষ। যিনি অতীতে দু'দু-বার রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য এখন রাজ্য সভাপতি হওয়ায় কোনও বাধা নেই। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে কাউকে সভাপতি নির্বাচন করার তুলনায় তিনজনের এক হওয়া দলের পক্ষে বেশি প্রয়োজন। নতুন কাউকে বঙ্গ বিজেপি সভাপতি করে এই তিনজনকে সমানভাবে দলে গুরুত্ব দেওয়া যায় কি না, ভাবা হচ্ছে।

ট্রাকে চাপা পড়ে মৃত্যু শিশুর

বিস্কুট কিনতে রাস্তা পার হতে যাওয়াই কাল হল

সৌরভ দেব

দুর্ঘটনার পর এলাকায় পথ অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জলপাইগুড়ি, ২২ মার্চ : বিস্কুট কিনতে গিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকের চাপায় মৃত্যু হল এক শিশুর। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোহিতনগর নাউয়াপাড়া এলাকায় জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে। পুলিশ জানায়, মৃত শিশুটির নাম অভি রাউত (৫)। বাড়ি জলপাইগুড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশনবাজার এলাকায়। ওই ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। শিশুটির মৃতদেহ রাস্তার ওপর রেখে অবরোধ করেন রাজ্য সড়ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। ট্রাকটি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পথ দুর্ঘটনায় একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ট্রাক এবং তার চালককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি শহরের স্টেশনবাজার এলাকার বাসিন্দা জয়ন্তী রাউত। স্বামী বিভীষণ রাউত বছর কয়েক আগে মারা গিয়েছেন। জয়ন্তীর পাঁচ ছেলেমেয়ে। ভাইবোনদের মধ্যে অভি ছোট। জয়ন্তী পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান। নাউয়াপাড়া এলাকায় রাজ্য সড়কের পাশেই থাকেন জয়ন্তীর দাদা রাজকুমার শর্মা। শুক্রবার জমি থেকে আলু তোলার জন্য বোন জয়ন্তীকে ডেকে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। এদিন সকাল থেকে রাজকুমারের বাড়ির পাশের একটি জমিতে জয়ন্তী এবং দাদার পরিবারের সকল সদস্য মিলে আলু তোলার কাজ শুরু করেন। সেই সময় মায়ের সঙ্গে ছোট্ট অভিও জমিতেই ছিল। মায়ের নজর এড়িয়ে কখন যে সে বিস্কুট কিনতে রাস্তায় চলে গিয়েছিল কেউ টের পাননি। আর সেই বিস্কুট কিনতে গিয়েই ঘটল বড় বিপদ। স্থানীয় ব্যবসায়ী মণিকা রায় বলেন, 'আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আলুবোঝাই ট্রাকের লম্বা লাইন। হঠাৎ বাচ্চাটি এসে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে নিয়ে এক দৌড়ে রাস্তা পার হতে যায়। সেই সময় একটি দ্রুতগতিতে আসা ট্রাক বাচ্চাটিকে চোখের সামনে পিষে দিল।' স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বর্মনের কথায়, 'প্রতি বছরই আমাদের এখানে আলুর গাড়ির লাইন পড়ে যায়। যাতায়াতের একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়। এর আগের বছরেও এই সময়ে এখানে দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি যাতে রাস্তার ওপর কোনও আলুবোঝাই ট্রাক না দাঁড়ায়। আজ আবারও একই দুর্ঘটনা ঘটল।'

ঘটনার পরই মৃতদেহ রাস্তায় রেখে প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। জয়ন্তী বলেন, 'আমার সঙ্গে অভি মাঠেই ছিল। কিন্তু কখন যে সে রাস্তায় চলে এসেছে আমি বুঝতেই পারিনি। রাস্তায় দুর্ঘটনা হয়েছে শুনে এসে দেখি আমার অভি আর নেই।' দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এদিন এলাকায় গিয়েছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র। তিনি বলেন, 'আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে আলুর গাড়িগুলো সুশৃঙ্খলভাবে হিমঘরে ঢোকানোর ব্যবস্থা করে। যাতে এই আলুবোঝাই গাড়ির জন্য কারও কোনও অসুবিধে না হয়।'

স্ট্যালিনের ডাকে জোট

প্রথম পাতার পর

করলেও সংসদের ভিতরে বা বাইরে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি তৃণমূলকে। শনিবারের বৈঠকে ডিলিমিটেশন নিয়ে কার্যত একসুর ছিল দক্ষিণ ভারতের। বৈঠক থেকে ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী করা আসন পুনর্বিন্যাস আরও ২৫ বছর রেখে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে।

বৈঠকে গৃহীত সাত দফা প্রস্তাবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের বাদ রাখার অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্রয়োজন হলে স্বচ্ছভাবে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস প্রকাশ্যে করার প্রক্রিয়ায় সব রাজ্য সরকার, রাজনৈতিক দলকে শামিল করতে বলেছে বিরোধীরা। স্ট্যালিন বলেন, 'সংসদে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব ঠিক রাখতে এদিনের বৈঠক একটি জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করেছে। আমরা ডিলিমিটেশনের বিরোধী নই। কিন্তু আমরা চাই, স্বচ্ছভাবে যেন প্রক্রিয়াটি করা হয়।'

বিজেপি অবশ্য বিরোধীদের এই অবস্থানকে কটাক্ষ করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শুক্রবারই বলেছিলেন, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ডিলিমিটেশন বিতর্ক তৈরি করেছে ডিএমকে। এর আগে তিনি দাবি করেছিলেন তামিলনাড়ুর আসন সংখ্যা কমানো হবে না। বিজেপি নেত্রী তামিলিসাই সৌন্দর্যরাজন শনিবার মন্তব্য করেন, 'বিরোধীরা নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে এই বৈঠক ডেকেছে।' বিজেপির তামিলনাড়ু রাজ্য সভাপতি কে আন্নামালাই বলেন, 'স্ট্যালিন রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে চাইছেন।'

যদিও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাগাতার পদক্ষেপ করা জরুরি। সংসদে আমাদের প্রতিনিধিত্ব যেন কোনও অবস্থাতেই কমে না যায়। সিপিএমের পিনারাই বিজয়ন রোমান রূপকথা উদ্ধৃত করে বলেন, 'ডিলিমিটেশনের প্রস্তাব আসলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির ঘাড়ের ওপর ঝুলে থাকা ড্যামোক্লিসের তরবারি (রাজার সুখের প্রশংসা করায় ড্যামোক্লিসকে রাজা সিংহাসনে বসতে বলে তাঁর মাথার ওপর তরবারি ঝুলিয়ে দেন যাতে ড্যামোক্লিস সর্বদা বিপদ অনুভব করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, তাঁর সুখ আসলে অনিশ্চিত)।'

বিজয়নের ভাষায়, 'এই উপমার অর্থ বিপদের বোঝা সবসময় কারও ওপর ঝুলে থাকে। যে কোনও সময় তা ভেঙে পড়তে পারে। বিজেপি নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ডিলিমিটেশন চাইছে। এতে কোনও সাংবিধানিক রীতিনীতি নেই। আমরা যৌথভাবে শুধু আসন বাঁচানোর লড়াই করছি না। ভারতের আত্মাকে বহুত্ববাদী গণতন্ত্র হিসেবে সংরক্ষণ করতে লড়াইয়ে নেমেছি।'

বিরোধীদের আশঙ্কা, ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে হিন্দিবলয়ের রাজ্যগুলির আসন সংখ্যা একতরফাভাবে বাড়াতে চাইছে কেন্দ্র। তাতে দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব কমবে। যাতে লাভবান হবে বিজেপি। ডিকে শিবকুমার বলেন, 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষার হারে দক্ষিণ ভারত বরাবর জাতীয় স্বার্থ বজায় রেখেছে। তাই আমরা কিছুতেই আমাদের আসনসংখ্যা কমাতে দিতে পারি না।'

যাত্রীবাহী গাড়িতেই

প্রথম পাতার পর

কেউ আটকালে পুলিশের একাংশের ফোন চলে যায়। নয়তো চালকই শহরের পুলিশ আধিকারিকদের নাম বলে ছাড়া পেয়ে যান বলে অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়, শহরের পাড়ায় পাড়ায় অবৈধ পার্কিং তৈরি হওয়ায় সর্বত্রই হচ্ছে যানজট। কিন্তু পুরনিগমের সেদিকে কোনও নজর নেই বলে অভিযোগ। পুলিশের পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তরেরও নজর রাখার কথা। কিন্তু শিলিগুড়িতে তিনজন অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা, পাহাড়ে একজন আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা থাকলেও কখনও রাস্তায় কোনও পরিবহণ ইনস্পেক্টরকে দেখা যায় না। ফলে তাঁদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এদিকে, তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ভিতর বেসরকারি দূরপাল্লার বাস দাঁড় করিয়ে মাল আনলোডিংকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এনবিএসটিসি'র বাস যেখানে দাঁড়ায় সেখানে কীভাবে বেসরকারি বাস দাঁড় করিয়ে মাল নামানো হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীদের অন্দরে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

টার্মিনাসের দায়িত্বে থাকা সমীর সরকার বলছেন, 'বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে সংস্কারের কাজ চলায় এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা সাময়িক।' এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'বিষয়টি কী হয়েছে, সেটা দেখছি।'

এদিকে, কর্মীদের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। নিগমের বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'সরকার ও দালালদের সমঝোতার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।'

নজরে বিচারপতি

প্রথম পাতার পর

তদন্তে নেমে সিবিআই ২০১৮ সালে এফআইআর দায়ের করে। যাতে গুরপাল সিংয়ের পাশাপাশি বিচারপতি ভার্মার নাম ছিল। পৃথকভাবে ইডিও তদন্ত শুরু করে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সেই তদন্তে উঠে আসে যে, একাধিক ঋণখেলাপির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাত কারণে একের পর এক ব্যাংক সিমভাউলি সুগার মিলকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

যার মোট পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। অন্তত ৭টি ব্যাংক সিমভাউলি সুগার মিলকে ঋণ দিলেও সিবিআই, ইডি-র কাছে জালিয়াতির অভিযোগ জানিয়েছিল একমাত্র ওবিসি-ই। সেই মামলায় ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সিমভাউলি এবং ঋণ জালিয়াতিতে সংশ্লিষ্ট ৭টি ব্যাংকের বিরুদ্ধে সিবিআইকে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এক মাসের মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি বিচারপতি ভার্মার বাসভবনে কোটি কোটি টাকার খোঁজ মেলার অভিযোগের পর ওই ঋণ জালিয়াতি মামলা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য প্রেস নোটে জানিয়েছে, বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের ঘটনা নিয়ে ভুল তথ্য ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসার পর দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কিন্তু অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

বিদেশে সিম

প্রথম পাতার পর

তার ওপর কমিশন তো ছিলই। কখনও অন্যের আধার, প্যান ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খুলে, অ্যাকাউন্ট ওপেনিং কিট নিজেদের হেপাজতে রেখে কেবল সিমটা পাঠিয়ে দিত সইদুল। এখনও সে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ হেপাজতেই রয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষের মন্তব্য, 'সইদুলদের ব্যবহার করা অ্যাকাউন্টের লেনদেন সম্পর্কে জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলিতে যাচ্ছে পুলিশ।'

নদীর চর

প্রথম পাতার পর

দালালের মাধ্যমে সাহু নদীর পাশে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলেন। তিনি বলেন, 'জমির কাগজ নেই। যাদের থেকে জমি কিনেছিলাম তাদের আর দেখি না।'

সরকারি জমি দখলের বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুখেন রায়কে একাধিকবার ফোন করলেও তার ফোন সুইচ অফ মেলে।

এনকাউন্টারে মৃত্যু কুখ্যাত চুনমুনের

কিশনগঞ্জ, ২২ মার্চ : এনকাউন্টারে মৃত্যু হল কুখ্যাত এক দুষ্কৃতীর। তবে দুষ্কৃতীদের পালটা গুলিতে এক পুলিশ আধিকারিক, পাঁচ জওয়ান এবং স্থানীয় দুই মহিলা জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের আরারিয়া জেলার নরপতগঞ্জ এলাকায়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে ফেরার কুখ্যাত অপরাধী চুনমুন ঝা-কে ধরতে শুক্রবার রাতে বিশেষ অভিযানে নেমেছিল বিহার পুলিশ ও পাটনা এসটিএফ। পালাতে গেলে চুনমুনকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় আরারিয়া হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসার পর মৃত্যু হয় বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামপুকার সিং। জখমদেরও এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ণিয়ায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতির পর থেকেই ফেরার ছিল চুনমুন।

অবশেষে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল বিহারের কুখ্যাত অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত চুনমুনের। দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর শুক্রবার সকালে নরপতগঞ্জ এলাকায় ফিরেছে বলে পুলিশ জানতে পারে। এরপরেই পুলিশ এবং এসটিএফ যৌথ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। নেতৃত্ব দেন এএসপি রামপুকার সিং। সন্ধের পর আরারিয়ায় পৌঁছায় অভিযানের বিশেষ দলটি। থলহা নহরে চুনমুন ও তার সঙ্গীরা আত্মগোপন করে ছিল, ওই এলাকাটি চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। আত্মসমর্পণের জন্য পুলিশের তরফে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পুলিশ এবং এসটিএফকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুড়তে থাকে। উত্তরে পালটা গুলি চালায় অভিযানে নামা দলটি। ওই সময়ই বাকিদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চুনমুন। তিনটি গুলি লাগে তার পা ও বুকে। অচেতন অবস্থায় ধরা পড়া চুনমুনকে হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। শনিবার তার ময়নাতদন্ত হয়েছে। তবে মৃতদেহ নিতে পরিবারের কেউ আসেনি। জখম অবস্থায় এক দুষ্কৃতী পালিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, অভিযানের সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে মারাত্মক জখম হয়েছেন নরপতগঞ্জ থানার আইসি কুমার বিকাশ, এসটিএফ জওয়ান মহম্মদ মুশতাক, মহম্মদ সাহাবুদ্দিন সমেত পাঁচজন জওয়ান।

সন্ধে নামার আগে রেলওয়ে ওভারব্রিজ। লাটাগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

রেল ওভারব্রিজে রাতে হাতির ভয়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২২ মার্চ : লাটাগুড়ি রেল ওভারব্রিজে (আরওবি) আলো জ্বলবে কি জ্বলবে না, এই মুহূর্তে সেটাই বড় প্রশ্ন। একদিকে, আরওবি-তে আলো জ্বালাতে আপত্তি জানাচ্ছে বন দপ্তর। অপরদিকে, আরওবিতে ঢোকার মুখে প্রায়শই দাঁড়িয়ে থাকছে হাতি। অন্ধকারে সেই হাতি দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যান চলাচল শুরু হওয়ার পর প্রায় বছর ঘুরতে চললেও ৭২ কোটির আরওবি ডুবে থাকছে অন্ধকারে। যদিও জঙ্গলের মধ্যে থাকা অংশে ভোল্টেজ কমিয়ে আলোর 'তীব্রতা' নিয়ন্ত্রণ করে আরওবি-তে আলো জ্বালাবার চেষ্টা চলছে বলে আরওবি'র নর্থ জোনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কল্যাণ রায় জানিয়েছেন।

নিউ মাল-চ্যাংরাবান্ধা রেলপথে, লাটাগুড়ি বিচাভাঙ্গা রেলওয়ে ক্রসিংয়ে যানজট কমাবার জন্য এই রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করেছিল পূর্ত দপ্তরের আরওবি বিভাগ। গত জুন মাসে এই রেল ওভারব্রিজ চালু হয়। এতদিনেও বিদ্যুৎ সংযোগ না মেলায় সন্ধে হতেই অন্ধকারে ডুবে থাকছে এই আরওবি। যদিও সূত্র বলছে, এই আলো না জ্বলার ক্ষেত্রে কিন্তু বন দপ্তরের বাধাই একমাত্র কারণ নয়।

আরওবি'র নর্থ জোনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রথম অবস্থায় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল বিদ্যুৎ দপ্তর। টাকার সেই অঙ্কটা অনেক বেশি হওয়ায় ফের তাদের দিয়ে সমীক্ষা করানো হয়। তারপর বিদ্যুৎ দপ্তর আরওবি-তে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ৮ লক্ষ টাকার কোটেশন দিয়েছে। এতে রাজি আরওবি কর্তৃপক্ষ। সেই টাকার কিছুটা দিয়েও দেওয়া হয়েছে। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কল্যাণ বলেন, 'আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ মিলবে। তবে তার পাশাপাশি বুনোদের কথা ভেবে বন দপ্তরের তরফেও আরওবি-তে বেশি আলো না দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল।' সেই সমস্যা সমাধানে আলোর জন্য রেগুলেটর লাগানোর চেষ্টা চলছে।

আলো নিয়ে কেন আপত্তি করছে বন দপ্তর? গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, আরওবি'র শেষ প্রান্ত বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের করিডর। তীব্র আলোর জন্য যাতে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেই জন্য তীব্রতা কমিয়ে আলো জ্বালাবার কথা বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। গরুমারার জন্য সারা বছর পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে লাটাগুড়িতে। তাঁদের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই ওভারব্রিজ। অথচ সন্ধ্যার পর ওভারব্রিজ অন্ধকারে ডুবে থাকায় সমস্যায় পড়ছেন পর্যটকরা। তেমনি আরওবি'র শেষ প্রান্তে মাঝেমধ্যেই হাতি দাঁড়িয়ে থাকছে। অন্ধকারে হাতি দেখতে না পাওয়ায় হাতি-মানুষ সংঘাত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে পুরোমাত্রায়। বিচাভাঙ্গার স্থানীয় বাসিন্দা তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইকের কথায়, 'অনেক সময় এই আরওবি'র শেষ প্রান্তে হাতি দাঁড়িয়ে থাকছে। অন্ধকারের জন্য অনেকে বুঝতেই পারছেন না।'

ধর্ষণে বাধা দিয়ে আক্রান্ত নাবালিকা

রায়গঞ্জ, ২২ মার্চ : নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা। বাধা দেওয়ায় তাকে বেধড়ক মেরে বিহারে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে তরুণকে গ্রেপ্তার করল কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিন বান্ধবী মিলে খাবার কিনতে যাওয়ার সময় ওই নাবালিকাকে রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে মোটরবাইকে তুলে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এক দুষ্কৃতী। বাধা দেওয়ায় বেধড়ক মেরে তাকে বিহারে বিক্রির চেষ্টা করা হয়।

ঘটনার জেরে এদিন অর্থাৎ শনিবার সকালে কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তার ভিত্তিতে অভিযুক্ত তরুণকে বিকেলে গ্রেপ্তার করে কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের পকসো অ্যাক্টে মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতকে রবিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হবে।

এদিন থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে ওই নাবালিকার মায়ের বক্তব্য, 'আমার মেয়ের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে ওই তরুণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ওই তরুণ একাধিক অপরাধমূলক সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও দুইবার আমার মেয়েকে স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এবং বেধড়ক মারধর দেয়। আমরা ভয়ে মামলা করিনি। তবে গতকাল আমার মেয়ের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে,তাই বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' আমি অভিযুক্ত যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের বয়স ২১ বছর। আপাতত ওই নাবালিকা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা বর্মন বলেন, 'অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এদিন বিকেলে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।' রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

সংশোধনী

উত্তরবঙ্গ সংবাদের ২১ মার্চ সংখ্যায় ১০-এর পাতায় ছাত্র পরিষদের স্মারকলিপি শিরোনামে খবরটিতে ভুলবশত টিএমসিপি লেখা হয়েছে। প্রকৃত খবরটি হল, খড়িবাড়ি ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি তন্ময়কুমার সিংহের নেতৃত্বে ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়।

ভারতের চারপাশের দেশগুলোয় ঝামেলা লেগেই রয়েছে। অনেক জায়গায় শহরের রাস্তায় চলছে বিক্ষোভ। অধিকাংশ দেশের মানুষের চোখে খলনায়ক ভারতই। এই প্রেক্ষাপটে আজকের প্রচ্ছদ প্রতিবেশীদের নিয়ে। বাঙালি সমাজেও প্রতিবেশীরা অতীতে বাড়ির লোক হয়ে উঠতেন। এখন তা ভাবা যায় না। তাঁরা অনেক দূরের।

১৪ গল্প তপতী বাগচী
১৫ নিবন্ধ : কল্যাণময় দাস
ট্রাভেল ব্লগ : অঞ্জন রায়
এডুকেশন ক্যাম্পাস
১৬ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : রণজিৎ দেব, অদিতি বসুরায়, অনুভা নাথ, শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ রায়, প্রতাপ সিংহ ও আজিজুল হক

প্রতিবেশী

প্রতিবেশীদের নিয়ে এই দুটি ছবি বিখ্যাত বিশ্বে। উপরে ভ্যান গগের আঁকা 'দ্য পটেটো ইটার্স'। ১৮৮৫ সালে। নীচে পিটার ব্রুগেল দ্য এল্ডারের আঁকা ছবি 'পেজেন্ট ওয়েডিং'। ১৫৬৮ সালে। প্রতিবেশীদের নিয়ে অসংখ্য বিশ্ব কাঁপানো ছবির মধ্যে এই দুটি ছবি ব্যবহার করা হল প্রচ্ছদে।

আমরা দুজন একই গাঁয়ে থাকি

কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত

লিফটের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য লাগছিল। হঠাৎ দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। পরিচিত দম্পতি কলকলিয়ে উঠলেন, 'আসুন না, জায়গা হয়ে যাবে।' তা তো হবে, কিন্তু সহযাত্রীদের দিকে চোখ পড়তে একটু দ্বিধায় পড়ি। প্রতিবেশী অমায়িক হেসে বলেন, 'আরে ওরা তো চেনে আপনাকে, কিচ্ছু করবে না।' খানিকটা চক্ষুলজ্জা আর খানিকটা তাড়ার জন্যে অগত্যা ঢুকে পড়ি। চেনাশোনা বিলক্ষণ আছে, তবু কাঠ হয়ে দাঁড়াই। হঠাৎ কাঁধে কেউ 'হাত' রাখে টের পাই। আমি তখন কাঠ থেকে পাথর। লিফটটা কি আজ আস্তে চলছে? এদিকে সঙ্গী দুজন ভারী স্নেহাতুর, 'ও-মা, দেখেছেন, ঠিক কেমন চিনেছে আপনাকে! বলেছিলাম না?' কচি ছেলে হাট্টিমাটিম আবৃত্তি করার পর বাপ-মা যেমন আহ্লাদে গলে পড়েন, অনেকটা সেইরকম। এবার কানে ভিজে ভিজে নরম কিছুর ছোঁয়া আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে প্রভুর প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমার একটি গাল সাদরে চেটে দেন আমার চারপেয়ে প্রতিবেশী।

তা প্রতিবেশী বৈকি! ফ্ল্যাটবাড়িতে আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নীচে তাঁরা আমাদের সঙ্গেই বসবাস করে আসছেন যখন। কখনও বাড়ির বাসিন্দাদের চেয়েও এঁরা সংখ্যায় ভারী। কেউ বিশালকায় হৃষ্টপুষ্ট, তো কেউ ছোটখাটো মিষ্টি, কেউ হিলহিলে মেদহীন তো কেউ আটপৌরে মাঝারি। গৃহকর্তা বা কর্ত্রী এঁদের আদরের নামে ডেকে থাকেন। স্নেহের প্রাবল্যে এমনকি নিজেদের পদবিটি পর্যন্ত দিয়ে দেন। ক্বচিৎ প্রয়োজনে সারমেয়সংকুল কোনও বাড়িতে গিয়ে ভুলেও যদি সে নামের জায়গায় তাঁদের গোত্রনাম উচ্চারণ করে ফেলেন, তাতে পোষ্যঅন্তঃপ্রাণ গৃহস্থ কিন্তু মর্মাহত হবেন। কুকুর না বলে বরং ও, ওর, ওকে-- জাতীয় সর্বনাম ব্যবহার করা এই জমানায় সভ্যতর। আপনার যদি বিশ-পঁচিশ বছর আগে রাতের শহরে হাঁটার অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, তবে নিশ্চয়ই মুচকি হাসছেন, মনে পড়ছে সেইসব কালু-ভুলু নামের পাড়াতুতো নেড়ি নেতাদের, নাইট ডিউটি করে ফিরলে যারা সামনে পিছনে পাহারা দিয়ে আপনাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়েছে দিনের পর দিন। মাঝরাতে ছিঁচকে চোর জলের পাইপ বেয়ে উঠলে চিল্লিয়ে পাড়া মাথায় করে গৃহস্থকে সজাগ করেছে এরাই। রীতিমতো রেজিমেন্টেড এই বাহিনী নিজেদের মধ্যে এলাকা ভাগ করে নিত। অন্যের এলাকায় বহিরাগতদের হিরোগিরি করতে যাওয়ার ফল ভালো হত না।

জানি, ঠোঁট উলটে বলবেন, আরে সেই পাড়াও কি আর আছে,

নদীর এক কূল ভাঙলে যেমন অন্যটি জেগে ওঠে, তেমনই শহর মফসসলের নতুন কাঠামোতেও জন্ম নিয়েছে এক নতুনতর প্রতিবেশ। ছোট-বড় পায়রার খোপওয়ালা ফ্ল্যাটবাড়ি বা আবাসনে সম্মেলক উৎসব পার্বণের ভাবনা যেন সাবেক সেই 'পাড়া'রই প্রতিচ্ছবি। অতিমারির আবহে এই নবীন পাড়াগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে রোগগ্রস্ত, সন্ত্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

যেখানে অন্ধকার বারান্দায় আগুনের বিন্দু দেখা গেলে পাশের বাড়ির রায়জেঠু একনজরে তার উচ্চতা মেপে নিতে পারতেন, আর পরের দিন অফিস যাবার পথে বাবার কানে খবর পৌঁছে যেত, 'তোমার মেজো ছেলেটি বোধহয় একটু বিড়িটিড়ি ফুঁকতে শুরু করেছে হে, নজর রেখো।' তিন ছেলের বাবা অবাক হয়ে জানতে চান, 'মেজোই যে, কী করে বুঝলেন?' রায়জেঠুর ঝোলা গোঁফ আত্মপ্রসাদে কাঁপে, 'আরে বাপু, জন্মাতে দেখলাম, পাড়ার ছেলে, কে কতখানি লম্বা, জানব না?' এখন রাতের দিকে কেউ মত্ত হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন কি না দেখার জন্যে যখন পুলিশ গন্ধমেশিন (ব্রেথালাইজার) নিয়ে এসে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে, তখন এইসব গতজন্মের প্রতিবেশী আত্মজনদের কথা মনে পড়ে, পাড়ার ছেলের ছিটেফোঁটা বেচাল বুঝতে যাঁদের কোনও পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার হত না।

ছেলেপুলে অন্যায় করলে তাঁরা যে শুধু বাড়ির বড়দের কাছে নালিশ ঠুকেই খালাস ছিলেন, ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো বকুনি, কি চড়-থাপ্পড়টাও দিতেন মাঝেমাঝে। সেদিনের সেই ছবি অবশ্য এখন কল্পনায় আনতেও সাহস হয় না। তিরস্কৃত লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে শাস্তিদাতার সামনে, মুখ খোলা দূরে থাকে, তোলা পর্যন্ত চূড়ান্ত অসৌজন্য বলে বিবেচিত হত। এক্ষেত্রে দোষীর নিজের কেউ হয়তো দৃশ্যপটেই নেই, থাকলেও ছেলের সমর্থনে একটি কথাও তিনি বলবেন না। এবং কিশোর মনে এভাবেই গাঁথা হয়ে যাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মূল্যবোধের ভিত। ইভেন্ট ম্যানেজার, কেটারারহীন সেই সাদাকালো দিনগুলোতে বাড়িতে বিয়ে লাগলে প্রতিবেশীরাই যেমন কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করে দিত, তেমনি পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ মেটাতে, পরিজনহীন অসুস্থ মানুষের জন্যে হাসপাতালের অপেক্ষা-ঘরে মশার কামড় খেয়ে বিনিদ্র রাত কাটাতেও লোকের অভাব হত না।

লোকলজ্জা শব্দটা এখন আর তত কানে আসে না। বাড়িতে বড়রা বলতেন, এমন কিছু কোরো না যার জন্যে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখাতে না-পারি। পাড়ায় এই মুখ দেখানোটা ছিল প্রাত্যহিকতার অঙ্গ। সদর দরজার বাইরে অনেক বাড়িতেই থাকত কমবেশি প্রশস্ত একটি রোয়াক বা রক। সেখানে পাড়ার চাকুরে, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, মাস্টারমশাই থেকে ছোট দোকানদার, বৃদ্ধ পুরোহিতেরও হাজিরা ছিল বাঁধা। খাপ পঞ্চায়েত কি সালিশি সভার নাম তখনও শোনা যায়নি, ক্লাস নাইনের বুকুনের জ্যামিতির এক্সট্রা থেকে তরুণবাবুর বাড়িওলা ভাড়াটে কাজিয়া, সবকিছুরই সমাধান অনায়াসে করে ফেলার এলেম ছিল এসব রকের আড্ডার। প্রতিবেশীদের কাছে সুখদুঃখের কথা বলে বুক হালকা করার রেওয়াজ ছিল। আজকের মতো হঠাৎ দরজা খুলে আত্মঘাতী মানুষের পাশে সুইসাইড নোট দেখে হতভম্ব পাড়ার লোকের 'কই কিছু তো বুঝতে পারিনি এতদিন' -- বলাটা এমন জলভাত হয়ে যায়নি। প্রত্যেকটি মানুষকে ঘিরে তখনও দেবতার জ্যোতির্বলয়ের মতো ব্যক্তিগত 'স্পেস' বা পরিসরের ধারণা গড়ে ওঠেনি, যে দুর্ভেদ্য বলয়ের মধ্যে নাক গলানোই আজ মানবাধিকার লঙ্ঘনের তুল্য।

প্রতিবেশীর এই নাক গলানো ব্যাপারটা অবশ্য সবসময়ে খুব যে ইতিবাচক ছিল, তাও নয়। পরনিন্দা পরচর্চার ধিকিধিকি আগুন আর নিন্দুকের কানভাঙানি লেলিহান হয়ে কত যে সংসার খাক করে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গায়েপড়া পড়শি কীভাবে গৃহস্বামীকে মোটে তোয়াক্কাই না-করে তাঁর বৈঠকখানাটিকে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ভাইদের সঙ্গেই শুধু তিক্ততা বাড়ে

সুমন ভট্টাচার্য

"বউ হারালে বউ পাওয়া যায় রে পাগলা, কিন্তু মা হারালে কি মা পাওয়া যায়?"

বাংলা সিনেমার এই 'আইকনিক' সংলাপটি ছিল একসময়ের সুপারস্টার অভিনেতা আবার একই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মানুষ চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর। তাঁর সেই সংলাপটি আজও জনপ্রিয় হয়ে আছে।

প্রায় একই ধরনের একটি সংলাপ আরও একজন খুব জোরের সঙ্গে বলতেন, যিনি একসময় বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ছিলেন, হাসানুল হক ইনু। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য জেনে রাখা ভালো, যে গত শতকের সাতের দশকে আমাদের প্রতিবেশী দেশে আওয়ামি লিগ বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুখ ছিলেন হাসানুল হক ইনু। পরে তিনিই শেখ হাসিনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে রাস্তায় নামেন এবং একসময়ের আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন সরকারের জোটের মন্ত্রীও ছিলেন। সেই হাসানুল হক ইনু প্রায়শই বলতেন, 'যে প্রতিবেশী কখনও বদল করা যায় না।' হাসানুল হক ইনু আবার এই কথাটা ধার করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, যে কোনও রাষ্ট্র কখনও তার প্রতিবেশীদের বদলাতে পারে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামান্য ছাত্র হিসেবে, ইতিউতি ঘুরে বেড়ানোর কারণে ও কিছুটা কূটনৈতিক সাংবাদিকতা করার সুবাদে আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, গত ১১ বছরে নরেন্দ্র মোদির সরকার কি এটা উপলব্ধি করতে ভুল করে ফেলেছিল? তাদের উপলব্ধি কি অনেক দেরিতে হল? কেন এই প্রশ্ন, তার কারণ ভারতবর্ষ যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আছে, সেখানে তার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র নেপাল ছাড়া বাকি সব দেশে অন্য ধর্মের মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপে তো মুসলিমরাই সংখ্যাগুরু। তাহলে নিজেদের 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' বলে তুলে ধরতে গিয়ে বা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হিন্দু আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই প্রতিবেশী দেশগুলিতে কী অনুরণন পড়তে পারে, সেটা কি মোদি বা জয়শংকররা বুঝতে পারেননি? যে সত্যটি নেহরু বা পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধি জানতেন, সেটা কি গেরুয়া শিবির বা বিজেপির বুঝতে একটু অসুবিধা হয়ে গেল?

সদ্য নাগপুরে ঔরঙ্গজেবের সমাধি সরানো নিয়ে বিতর্ক, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পরে দেখলাম আরএসএসের তরফে বিবৃতি এসেছে যে, শেষ মোগল সম্রাট আপাতত খুব প্রাসঙ্গিক নন। অর্থাৎ বিজেপির নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান আরএসএস কিন্তু স্পষ্টতই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে এড়িয়ে যেতে বলছে এবং আমরা যদি দেখি, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত আগেই বারে বারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হলে দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এগোতে পারবে না। এই যে নাগপুরে ঔরঙ্গজেবের সমাধিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হল, তার কী প্রতিক্রিয়া মালদ্বীপ বা বাংলাদেশে পড়তে পারে, সেটা কি সত্যিই গেরুয়া শিবিরের নেতারা বুঝতে পারেন না? আমার মনে হয়, অনেকেই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরা জানেন না যে, কূটনীতিতে কী প্রবল চাপ পড়ে যায়। মালদ্বীপে কাজ করে আসা এক কূটনীতিক একবার আমায় বলেছিলেন, যতবার ভারতবর্ষে হিজাব বিতর্ক শুরু হয় বা গো-মাংস নিয়ে যাওয়ার অপরাধে কাউকে পেটানো হয়েছে বলে খবর ভাইরাল হয়, ততবার তাদের ওই শান্ত দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ভারতবর্ষে স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রবল অসুবিধা হয়। কারণ সন্ত্রস্ত অভিভাবকরা ভারতীয় কূটনীতিকদের প্রশ্ন করেন, 'যদি আমাদের সন্তানদেরও ভারতবর্ষে পড়তে গিয়ে ওই একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়?'

বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধি দীর্ঘদিন বলে আসছেন যে, ভারতবর্ষে কূটনীতির সমস্যা হচ্ছে যে, নরেন্দ্র মোদি এমন 'ম্যাসকুলিন' প্রবল পৌরুষের 'কূটনীতি' তৈরি করেছেন, যাতে ভারতীয় কূটনীতিকরাও ওইরকম মননে এবং ব্যবহারে 'আধিপত্যবাদী' হয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেস নেতার অভিযোগকে আমি উড়িয়ে দিতে পারতাম, যদি না দেখতাম মুসলিম প্রতিবেশী দেশগুলি তো বাদ দেওয়া যাক, এমনকি নেপালের সঙ্গেও ভারতবর্ষের সম্পর্কও এখন যথেষ্ট তিক্ত। এটা আলাদা প্রশ্ন, যে নেপালে একসময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেই প্রতিবেশী পার্বত্য দেশেও আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কেন নেপাল, ভারতবর্ষের একমাত্র হিন্দু প্রতিবেশী দেশ, তারাও এতটা নয়াদিল্লির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলল? এর কারণ কি শুধুই ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নেপালের ক্ষোভ নাকি বেজিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়াদিল্লির কোথাও ব্যর্থতা?

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে নেপালের সঙ্গে ভারতের প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কে অনেক টানাপোড়েন ছিল। মনে আছে, ২০১০ সালে নেপালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রাকেশ সুদের দিকে একবার মাওবাদী সমর্থকরা জুতো ছুড়লেন। সেসময় আমি নেপালে একটি চ্যানেলের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছি। কাঠমান্ডু জুড়ে হইচই। নয়াদিল্লি অবধি তটস্থ। কিন্তু অভিজ্ঞ, কূটনীতিবিদ রাকেশ সুদ কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া দেননি, বরং শান্তভাবে ভারতের টাকায় তৈরি যে স্কুলটির উদ্বোধনে তিনি গিয়েছিলেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

গ্রুপে গুড মর্নিং পর্যন্ত বলা মানা

নীলাদ্রি দেব

মফসসলের ওই বাড়িগুলোতে সীমানা প্রাচীর ছিল না। সুপুরি গাছের অসরল রেখার এপাশে ও ওপাশে তাই একই বাড়ির মতো আবহাওয়া। বাহিরমহল, অন্দরমহলে প্রায় একই চরিত্র বহন করছে পরিবারগুলো। এমনই অনেকগুলো বাড়ির উঠোন বলতে একটাই আয়তক্ষেত্র। যেন এক উঠোনকে ঘিরে বারোখানা ঘর। প্রবাদের থেকে উঠে আসা, গল্পের মতো কিংবা সাদা-কালো ছবির মতো নয়। এই তো কয়েক দশক আগেও সজীব, সক্রিয়।

এমনই একটি পরিবেশে জন্মেছিলাম, বেড়ে উঠেছিলাম বলে বেশ মনে আছে। এরপর যেভাবে বদলে গেল দ্রুত, সাধারণ ঘটনাগুলোই ব্যতিক্রম বলে মেনে নিলাম। প্রতিবেশ বদলে গেল, নাকি প্রতিবেশী? সময়ের অধঃক্ষেপ ভারী বলেই সীমানা প্রাচীরের গাছগুলো কাটা পড়েছে। ফিতের এক চুল ডানে নয়, বামে নয়, ঠিক মাঝে উঠেছে কংক্রিটের দেয়াল। উঠোনের এক ছটাক পর্যন্ত নেই। যে প্রজন্ম ঝুঁকে এল বয়সের ভারে, স্মৃতির, অন্য সম্ভাবনার, মিলিয়ে গেল কুয়াশায়। আমরা মিলিয়ে যেতে দিলাম।

ছবির গ্যালারি এখন যেভাবে উপচে উঠতে চায়, কখনও পুরোনো অ্যালবামের প্রসঙ্গ আসে। সে বয়সে কতটাই বা পেয়েছি! কুড়িয়েছি, সংগ্রহে রাখতে পারিনি। স্বাদকোরকে যা সামান্য লেগে আছে, তাতেই ক্যাসেটের দু'পাশে জমে থাকা গানগুলো শেষ হতে চাইছে না।

তখন রাতে নিয়ম করে পাওয়ার কাট হত। আমাদের পাড়াটা ক্রমে বড় হতে শুরু করত। একটা হাতপাখা নিয়ে বাড়ির বড়রা ঘর, বারান্দা, বাগান পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াত। আমরাও। সমবয়সি বেশ কিছু দলে সবাই সহজাত ভাগ হয়ে যেতাম। সমবয়সে বিনিময় হত গোপন। এমন আবছা আলোয় আমাদের ছায়াগুলো বড় হতে থাকল। গিলে ফেলল হঠাৎ। গলির ওয়ার্ম আলো জ্বলে উঠত কিংবা পাড়ার মোড়ের সাদা টিউব। দু-চারবার জ্বলে-নিভে আবার বন্ধ হত। একসময় কোডগুলো ডিকোড করতে পেরেছিলাম। বুঝতে শিখেছিলাম, হয়তো ঘণ্টা পেরোল। আর কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি আলো আসবে। ঘরে ফিরতে হবে। গুজব ও গল্পের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সে আলো আসত। আলো এল, বদলেও গেল। কেমন ফ্যাটফ্যাটে! যেন শরীরের চামড়ায় লেগে পিছলে যাচ্ছে। যে আলোয় এখন আর ছায়াবাজি নেই। শুধু অন্ধকার উবে গেছে।

নিয়মিতভাবে আলাদা রান্নার স্বাদ গন্ধের সমান্তরালে বাটি বিনিময়ের রীতি ছিল। অনেক বাড়ির বাটি জমে গেলে এক রবিবারে ঘুগনি হত। বড় মটরদানা সেদ্ধ করে ওতে আলু, মাংসের কুচি। সবাইকে পৌঁছে দেবার পর কড়ায় যতটা পরিমাণ থাকত, তার স্বাদ ভিন্নতর। জ্যোৎস্নায় যেভাবে উঠোন ভরে উঠত যৌথতায়, প্রবল বিশ্বাস ছিল ওরা প্রতিবেশী নয়, আত্মীয়। ওদের শাসন ও ভালোবাসা শৈশব ও কৈশোরের সাদা পৃষ্ঠায় মার্জিন কেটে দিয়েছিল। মার্জিন পরবর্তী সাদা তাই শুভ্র অর্থে আরও বেশি সাদা হয়ে উঠত। ওতে গ্রাফাইটের সামান্য যে দাগছাপ পাই, তা অ্যান্টিক মূল্যে যতটা, তার চেয়ে নেহাত কম নয়। শুধু কি সুখে, গভীর অসুখ কিংবা সংকটেও এই সমষ্টি কতটা অর্থপূর্ণ, তা সহজে স্পর্শ হত। এক অদ্ভুত সমবায়। এরপর যেভাবে উঠোন ছোট হতে হতে ফুরিয়ে গেল, যেভাবে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কলতলা পাড়ার একটি পবিত্র অংশ। ওতে খাবার জল নেবার একটা লাইন হত, দীর্ঘ। সেখানে কিছু ঠুনকো ঝগড়া দেখেছি এবং ঝগড়া শেষে একই পানে চুনসুপুরি ভাগ করে খেতেও। এরপর টাইম কল ঢুকে এল প্রত্যেকের বাড়িতে। তীর্থের সৌধে কাক ডেকে গেল সারাটা দুপুর। তবে সময়ের এক অদ্ভুত চরিত্র জ্যান্ত ছিল। মানুষ আবেগকে প্রকাশ করতে পারতেন।

রাত দশটার পর

তপতী বাগচী
আঁকা : অভি

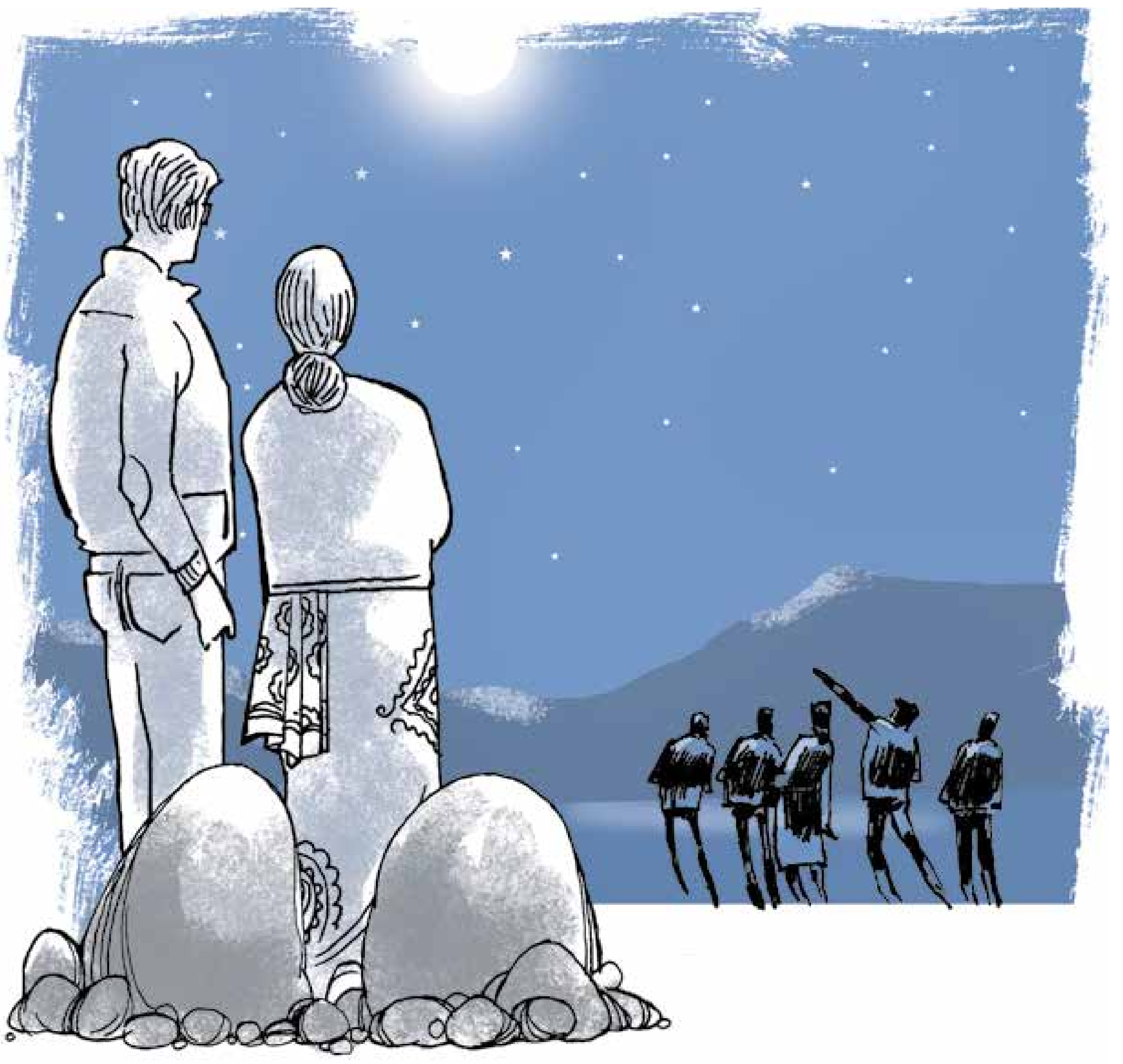

কে জানত মধুচন্দ্রিমার জন্য এমন একটা জায়গা বেছে নেবে শ্রীলা? বিঘ্নেশের কল্পনায়ও আসেনি। ও ভেবেছিল কাছেপিঠে কোনও জঙ্গল-নদীর ধারে হবে বুঝিবা। শ্রীলা সারপ্রাইজ দেবে তেমনটাই কথা ছিল। কিন্তু, এ যে একেবারে...। জায়গার নাম শুনে বিঘ্নেশের প্রতিক্রিয়া শ্রীলা লক্ষ্য করেনি। সে দারুণ উত্তেজিত। গোছগাছ, বেড়ানোর সমস্তরকম খুঁটিনাটির ব্যবস্থাপনায় ও নিজেই। কোনও ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে ওর ভ্রমণের দর্শন মেলে না। শ্রীলার বেড়ানো মানে জায়গাটিকে চিবিয়ে চুষে চেটেপুটে গলাধঃকরণ করা। এ বিষয়ে ওকে বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে।

এখানে এসে অবধি শ্রীলা এই বিষ-ঠান্ডা হাওয়ার ভেতরেই একটা রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁবুঘরে মালপত্র ঢোকানোর পর দুপুরের খাবার খেতে যেটুকু সময়। তা বাদ দিয়ে লেকের দৃশ্য উপভোগ ছাড়া শ্রীলার আর কোনওদিকেই মন নেই। তবে নানা ভঙ্গিমায় প্রচুর ছবি তোলাল, ভিডিও করাল বিঘ্নেশকে দিয়ে। ক্লান্তই লাগছিল বিঘ্নেশের। এখানে এলে অবশ্যম্ভাবী যে 'হাই অল্টিচিউড সিকনেস' সেটাও কি শ্রীলার নেই? বিঘ্নেশ বলেই ফেলল, 'ও ম্যাডাম, আপনার কি এই লেকের সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল নাকি?' কাছে এসে হেসে গড়িয়ে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল শ্রীলা। মোটা জ্যাকেটের কলার নামিয়ে ঘাড়ে একটা আলতো চুমু খেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'না গো মশাই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো তোমার সঙ্গেই ছিল, এটা হচ্ছে 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'।'

- তাই নাকি?

-হ্যাঁ গো। দ্যাখো না, পাহাড়গুলো কী গভীর ছায়া ফেলেছে লেকের জলে। আর জলের রংটা কেমন পালটে পালটে যাচ্ছে! এখন যে একে ছেড়ে আমার কোথাও যেতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। কী করি বলো তো?

- আচ্ছা, তবে তাই হোক। তুমি তোমার প্রথম দর্শনের প্রেম উদযাপন কর, আমি টেন্টে যাই। আমার জন্যও কেউ অপেক্ষা করছে ওখানে।

-এই যে, এখনই কিন্তু বোতল গ্লাস নিয়ে বসে পোড়ো না সোনা। আমি ফিরলে তবে পার্টি শুরু হবে।

ইচ্ছে করেই শ্রীলাকে বেশি জোরাজুরি করল না বিঘ্নেশ। একটা অস্বস্তি কিছুতেই ওকে ছাড়ছে না। যা সব হয়ে যাচ্ছে পরপর, এর সবটাই কি কাকতালীয়? শ্রীলার এই জায়গাকেই হানিমুনের জন্য বেছে নেওয়া, সেই একই হোটেলে সিট বুক হওয়া। তাঁবুঘরের নম্বরটাও আবার সেই সাত। রিসেপশনিস্ট বদলে গিয়েছে। তবু সেই একইভাবে ভুল করে প্রথমে আট নম্বর চাবি এগিয়ে দিয়ে তারপর 'সরি' বলে সেটা বদলে সাত নম্বর চাবি দেওয়া। নুডলসের সঙ্গে সেই একই সুপ।

সেটা না হয় হতেই পারে। কিন্তু সুপের বাটিতে আঁকা সেই সোনালি-সবুজ ড্রাগনটা? চোরা চোখে একবার দেখে নিল বিঘ্নেশ, নাঃ! আর সবার বাটিগুলোর শুধু কিনারে নকশা।

সেবারও কি তাই ছিল? কে জানে! বিঘ্নেশের বাটিটা দেখেই আহুতি বলে উঠেছিল, 'ইস! কী অপূর্ব দ্যাখো ড্রাগনটা।' ওর আবার এইসব বাসনকোসন নিয়ে বড্ড আগ্রহ।

লেকের ধারে ছোট ছোট দুটো পাথরের স্তূপ পাশাপাশি অবিকল সেরকমই সাজানো আছে দেখে বিঘ্নেশ চমকে গিয়েছে। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এরকম স্তূপ যদি কেউ বানিয়ে রেখে যায়, সে আবার এখানে আসবে। শারীরিকভাবে না এলেও মৃত্যুর পর তার আত্মা এসে বসবে কোনও না কোনও একদিন। এটা জেনে মজা করেই আহুতি আর বিঘ্নেশ পাথরের স্তূপদুটো তৈরি করেছিল। এ দুটো কি সেগুলোই? আহুতিও কি তবে বিঘ্নেশের মতোই এখানে আসবে আবার?

যুক্তিবুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে সবকিছু। ঠিক যেন কেউ সুচারু হাতে পরিচালনা করছে। কী তার উদ্দেশ্য? বিঘ্নেশকে মনে করিয়ে দেওয়া? নাটকের প্রয়োজনে যেমন প্রপ সাজিয়ে নেওয়া হয় মঞ্চের বিশেষ বিশেষ জায়গায়, এ যেন তাই। তাহলে যা যা ঘটেছিল... সেগুলোও কি এরপরে ঘটতে থাকবে একের পর এক? অসম্ভব! কিন্তু এগুলোই বা সম্ভব হচ্ছে কীভাবে? বিঘ্নেশের কোনও ভুল হচ্ছে কি?

তিব্বতি লোকটি তখন হঠাৎ কেমন বলে বসল- সিগারেট মিলে গা সাব? হামদোনো কি ব্র্যান্ড সেম হি হ্যায়। বিঘ্নেশের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। একই ব্র্যান্ড? ব্র্যান্ড খুঁজে খুঁজে সিগারেট ভিক্ষে করে নাকি লোকটা? আর ব্র্যান্ড জানল কীভাবে? তখনও পর্যন্ত একটা সিগারেটও খায়নি বিঘ্নেশ। একে কখনও দেখেছে বলে তো মনে হয় না। মুখে অজস্র ভাঁজ ফেলে হাসল লোকটা। বলল-ঘাবড়াইয়েগা মাত সাব। রাহি হুঁ। মিল গয়েথে কভি। সিগারেট কা ব্র্যান্ড ইয়াদ রহ গয়া।

বিস্মিত, বিরক্ত বিঘ্নেশ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, রাখ লিজিয়ে। বিগলিত লোকটা বলল, 'বহত শুক্রিয়া। ইয়ে ইয়াদভি কেয়া চিজ হ্যায় সাব, পিছা ছোড়তা হি নেহি।'

টেন্টের ভেতরটা যেন আরও বেশি হিম হয়ে আছে। বাইরে থাকলেই ভালো ছিল। কিন্তু শ্রীলার ওই বাড়াবাড়ি ধরনের ন্যাকামি ওর অসহ্য লাগছিল। বিঘ্নেশ কোনওদিনই প্রকৃতিপ্রেমিক নয়। এই হ্রদ, তার চারপাশের প্রকৃতি বিঘ্নেশের মনে কোনও মুগ্ধতার জন্ম দেয়নি। ও শুধু এর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহার করেছিল। এর অবস্থান, এই উচ্চতা এবং উচ্চতাজনিত শারীরিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওর রীতিমতো পড়াশোনা করা আছে। একথা অবশ্য শ্রীলার জানার কথা নয়। শ্রীলা জানে না অনেক কিছুই। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর ক'দিনই বা মেলামেশার সুযোগ হয়েছে! উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের রূপসী মেয়ে শ্রীলার তেমন কিছু উচ্চাশাও নেই মনে হয়, একটা ভালো ঘরে বিয়ে এবং ভালো ভালো জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া। এই ক'টাদিন মাত্র দেখে বিঘ্নেশকে বুঝে নেওয়া ও মেয়ের কর্ম নয়।

সন্ধে নামবে নামবে করছে। বিঘ্নেশ ওর মোবাইল চার্জে বসাল।

সবটাই কি কাকতালীয়? শ্রীলার এই জায়গাকেই হানিমুনের জন্য বেছে নেওয়া, সেই একই হোটেলে সিট বুক হওয়া। তাঁবুঘরের নম্বরটাও আবার সেই সাত। রিসেপশনিস্ট বদলে গিয়েছে। তবু সেই একইভাবে ভুল করে প্রথমে আট নম্বর চাবি এগিয়ে দিয়ে তারপর 'সরি' বলে সেটা বদলে সাত নম্বর চাবি দেওয়া। নুডলসের সঙ্গে সেই একই সুপ। সেটা না হয় হতেই পারে। কিন্তু সুপের বাটিতে আঁকা সেই সোনালি-সবুজ ড্রাগনটা? চোরা চোখে একবার দেখে নিল বিঘ্নেশ, নাঃ! আর সবার বাটিগুলোর শুধু কিনারে নকশা। সেবারও কি তাই ছিল? কে জানে! বিঘ্নেশের বাটিটা দেখেই আহুতি বলে উঠেছিল, 'ইস! কী অপূর্ব দ্যাখো ড্রাগনটা।'

এরপর ইমার্জেন্সি ল্যাম্পও চার্জ করে নিতে হবে। রাত দশটা পর্যন্তই পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। তারপর জেনারেটার বন্ধ হয়ে যায়। এখানে এটাই নিয়ম।

বোতল গ্লাস সাজিয়ে বসে মনে পড়ল, সেবার আহুতিও তার সঙ্গে গ্লাস নিয়ে বসেছিল। প্রতিবারই বসত। অভ্যেসটা বিঘ্নেশেরই আগ্রহে। সামান্য নেশার পর আহুতির প্রতিরোধগুলো ভেঙে যেত। মোহিনী হয়ে উঠত ও। এটা জানা বিঘ্নেশের কাছে যেন এক স্বর্গোদ্যান আবিষ্কার। নেশাটাও ততদিনে আহুতিকে পেয়ে বসেছে। বিঘ্নেশের অমৃত আস্বাদন বিঘ্নহীন হয়েছিল।

মোবাইলের আওয়াজে ঘোর ভাঙল বিঘ্নেশের। শ্রীলা ফোন করছে।

-হ্যাঁ বলো।

-এই, বলছি শোনো না, কী সুন্দর তারা ফুটেছে গো! বিশ্বাস করবে না তুমি, দুটো তারা খসা দেখতে পেলাম! আর এখান থেকে আকাশগঙ্গাও দেখা যাচ্ছে জানো!

- হুঁ, জানলাম।

-ধুৎ! বেরসিক একটা। এসো না এখানে! জানো, একটা বাইকার গ্রুপের সঙ্গে পরিচয় হল। ওরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে। শ্রীনগর থেকে বাইক ভাড়া নিয়ে বারোজন ছেলেমেয়ে সো-জা এখানে। একটা ছোট টেলিস্কোপও এনেছে সঙ্গে। সারারাত ওরা আকাশ দেখবে। ভাবো, কী মজা ওদের! আহা! এমন কোটি কোটি তারায় ভরা ঝকঝকে আকাশ আগে কখনও দেখিনি গো আমি। আসবে? এসো প্লিজ!

- ঠান্ডা লাগিও না শ্রীলা। তাড়াতাড়ি চলে এসো। এরা এখনই খাবার দিয়ে দেবে।

- আচ্ছা, আসছি। তবে আমি কিন্তু আবার লেকের ধারে আসব। সারারাত আকাশ দেখব। ওদের সঙ্গে।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল একেবারে। ভারী অদ্ভুত তো! বিয়ের পরে কোথায় বরের সঙ্গে সেঁটে থাকবে, এ তো মনে হচ্ছে বিঘ্নেশকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কে জানে এর পেছনে অন্য কারণ কিছু আছে কি না। আহুতির এসব ঝামেলা নেই। রাফিং, অ্যাডভেঞ্চার এসব দূরস্থান, যেখানে যেখানে গিয়েছে বিঘ্নেশের সঙ্গে, ও হোটেল ছেড়েই নড়তে চায়নি। অবশ্য ওরা নিছক বেড়ানোর জন্য যায়নি কোথাও। রোজকার খোলস ছেড়ে নিজেদের উন্মুক্ত করতে পালিয়ে বেড়াত ওরা।

আহুতি কি জানত যে একরকমের খোলসের নীচে আরেকরকম খোলসও থাকে মানুষের? দেওর-বৌদি সম্পর্কটা লতায়-পাতায় হলেও দুই পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে সামাজিক সেই খোলস তো বহন করতেই হত। বয়সে বিঘ্নেশের থেকে খানিকটা বড় আহুতি। অভিনয় চালিয়ে যেতে কখনো-কখনো দেওর বৌদিকে প্রণামও করেছে, কল্যাণদা-কাকিমা এঁরা বেঁচে থাকতে। কল্যাণদার কোনও ছেলেপুলে নেই। দুর্ঘটনায় কল্যাণদার মৃত্যুর পর ওঁর অফিসে আহুতি চাকরি পেল। কাকিমাও আর বেশিদিন টিকলেন না। তারপর আহুতির বাধা রইল না বিঘ্নেশের সঙ্গে মেলামেশায়। কিন্তু বিঘ্নেশের তো আস্ত একটি পরিবার আছে, মা, দাদা-বৌদি এবং ভাইপোটিকে নিয়ে। সেই পরিবারের মাথা এখনও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী বিঘ্নেশের মা অপরাজিতাদেবী। তিনি কারও কোনও বেচাল বরদাস্ত করেন না। বাড়িঘর, জমিজমা, বিঘ্নেশদের তিন রকমের ব্যবসা সমস্তই তাঁর নামে। তিনি সেগুলোর ওপর তীব্র নজর রাখেন। মুখোশ খোলস প্রয়োজন হত সেই কারণেই। কিন্তু মায়ের চোখ, তাঁর শরীরী-ভাষা বিঘ্নেশকে সতর্ক করছিল। ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, কিছুই অপরাজিতাদেবীর নজর এড়িয়ে যায়নি।

গরম গরম খিচুড়ি, ডিমের ওমলেট, সয়াবিন আর স্কোয়াশের ডালনা। এর চেয়ে বেশি কিছু এখানে, এই দুর্গম জায়গায় মেলে না। সবাই সেটাই মজা করে খাচ্ছে। বিঘ্নেশ দু'চুমুক সুপ আর একখানা ব্রেডটোস্ট কোনওক্রমে গলার নীচে পাঠাল। খাওয়ার মতো অবস্থা তখন আর নেই বিঘ্নেশের। একটা নাম না জানা অস্থিরতা, ছটফটানি, অসহায়তা তাকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে। এতক্ষণ যা সন্দেহ ছিল, তা ক্রমশ বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। যদিও বিশ্বাস করার মতো নয় কিছুই। শ্রীলা তাকে মৃদু বকুনি দিল। ও ভেবেছে বিঘ্নেশের এই অবস্থা মদ্যপানের ফল। ধরে ধরে এনে শ্রীলা তাকে কম্বল ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

ঘটনার পুনর্নির্মাণ চলছে। কোনও সন্দেহই নেই। নয়তো কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীলা চলে গেল কেন ওকে এভাবে একলা ফেলে? সেদিন আহুতিও বলেছিল, আমার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো প্লিজ! বিঘ্নেশ শ্বাসকষ্টের ওষুধের নামে ওকে প্যারাসিটামল খাইয়ে দিয়েছিল আদর করে। পাশ ফিরে শুয়েছিল আহুতি। বিঘ্নেশ সন্তর্পণে ওর ইনহেলার, ইমার্জেন্সি ল্যাম্প, মোবাইল সরিয়ে ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিল, সিগারেট খাবার অছিলায়। হাঁটতে হাঁটতে রাত দশটা বাজার অপেক্ষায় হোটেল ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল অনেকটা দূরে।

ঝপ করে আলো নিভে গেল। দশটা বেজে গেল তবে? এখানকার মতো ভারী, ভরাট অন্ধকার আগে কোথাও দেখেনি বিঘ্নেশ। সুচ পরিমাণ আলোও কোথাও থাকে না। লেকটিকে ঘিরে কয়েকটি মাত্র হোটেল। মাইল মাইল দূর পর্যন্ত একেবারে জনহীন। হাতড়ে হাতড়ে কিছুতেই কোনও আলোর সন্ধান পেল না বিঘ্নেশ। কোথায় গেল টর্চ, মোবাইল বা ইমার্জেন্সি ল্যাম্প? তার বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে কেউ। সর্বাঙ্গ অবশ। ও খেয়াল করল, একটা সাঁই সাঁই আওয়াজ হচ্ছে যেন। শব্দটা ওকে ঘিরে ধরছে ক্রমশ চারদিক থেকে। বেড়েও যাচ্ছে কি? কীসের আওয়াজ এটা?

উচ্চতায় আহুতির শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ও বলেছিল। প্রায় চোদ্দো হাজার ফুট উঁচু শুনে আসতে চায়নি। বিঘ্নেশ তুড়ি মেরে ওর আপত্তি উড়িয়ে বলেছিল- এতবড় খবরটা দিলে, সেলিব্রেট করব না? চিন্তা করোনা। ওষুধপত্র সব সঙ্গে নিয়েছি। অক্সিজেনের একটা মিনি সিলিন্ডারও সঙ্গে যাচ্ছে। অত ভয়ের কিছু নেই। তোমার ইনহেলারটা মনে করে নিয়ে নিও। আসলে এরপর তো তুমি অনেকদিন আর জার্নি করতে পারবে না সোনা।

বিঘ্নেশেদের শিলিগুড়ির ডিস্ট্রিবিউটারের স্ত্রী বিদিশা হচ্ছে আহুতির কলেজ হস্টেলের রুমমেট। ওর কাছে শুনেছিল আহুতির 'নিক্টোফোবিয়া' বা অন্ধকার-ভীতির কথা। হস্টেলে আহুতির দু'বার প্যানিক অ্যাটাক হয়। ও এক সেকেন্ডও অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। পাওয়ার কাট হলে মোম জ্বালানোর আগেই ওর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেত। বিঘ্নেশের মনে পড়ে গিয়েছিল, যে কোনও হোটেলের ঘরে ঢুকেই আহুতি আগে দেখে নিত নাইটল্যাম্প ঠিকঠাক জ্বলছে কি না। বিঘ্নেশ ভেবে নিয়েছিল ওটা রাত উপভোগের অনুষঙ্গ হয়তো।

শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে করতে সপক্ষে কিছু যুক্তি খাড়া করছিল বিঘ্নেশ। মা বিয়ের জন্য ঘটক নিয়োগ করেছিলেন। পাত্রীদের কোষ্ঠী এনে বিঘ্নেশের কোষ্ঠীর সঙ্গে মেলানো চলছিল রোজ। আহুতির সন্তানকে স্বীকৃতি দিয়ে বিঘ্নেশ ওকে বিয়ে করবে বলেছিল ঠিকই, না বললে আহুতি চাপ সৃষ্টি করতই। কল্যাণদার কাছ থেকে আহুতি কোনও সন্তান পায়নি। সন্তানের জন্য ওর প্রচণ্ড তৃষ্ণা। বলেই দিয়েছিল, গর্ভপাতে রাজি নয় ও। অথচ আহুতিকে বিয়ে করলে মা কিছুতেই মেনে নেবে না। বরং পারিবারিক সম্পত্তির সমস্ত অধিকার হারাত বিঘ্নেশ। ওর তো এ ছাড়া উপায় ছিল না। ডেথ-সার্টিফিকেট পাওয়া বা দাহ-সংস্কারে বিশেষ কিছু অসুবিধে হয়নি। শোকগ্রস্ত বিভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়ে বিঘ্নেশ স্থানীয় মানুষজনের সহানুভূতি আদায় করতে পেরেছিল। তাঁরাই এগিয়ে এসে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আঃ! বিঘ্নেশের শ্বাস আটকে যাচ্ছে কেন? ওর তো অ্যাজমা নেই। নিক্টোফোবিয়াও নেই। তবে? এ কী! সেই আওয়াজটা তো হচ্ছে বিঘ্নেশের বুকেই! বিঘ্নেশ শ্বাস টানছে সাঁই সাঁই করে। বুক ভরে বাতাস টেনে নেওয়ার জন্য কী প্রচণ্ড লড়াই করে যাচ্ছে! হাঁফাচ্ছে। দম পাচ্ছে না কিছুতেই। শুয়ে থাকতে পারছে না। উঠে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসল ও। এত অন্ধকারেও দেখতে পেল তার পাশেই কে যেন বসে আছে। আঁতকে উঠল বিঘ্নেশ- আহুতি!

শ্রীলা যখন এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের সঙ্গে লেকের ধারে দূর আকাশের তারাদের নিয়ে ব্যস্ত, তখন অদূরেই সেই ছোট্ট দুটো পাথরের স্তূপের পাশে, হাত ধরাধরি করে এসে বসল দুটি ছায়া। তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। তখন আর ওদের কোনও শ্বাসকষ্ট নেই।

ভাইদের সঙ্গেই

তেরোর পাতার পর

সেই স্কুলটির উদ্বোধন করে ফিরে এসেছিলেন। এই স্থিতধী থাকা বা গান্ধিজির কাছ থেকে শেখা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, সেটা কি গত ১১ বছরে নরেন্দ্র মোদির শাসনে কোনওভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে?

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের দখল কায়েম রাখার লক্ষ্যে বিজেপিকে যে হিন্দু ভোট সংহত করার দিকে যেতে হয়েছে, তাতে প্রতিবেশী দেশগুলিতে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সেদিকে নরেন্দ্র মোদি-জয়শংকররা খেয়াল রাখতে পারেননি? হতে পারে। কিন্তু আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্য এবং একের পর এক ঘটনায় আরএসএসের সতর্কবাণী এবার কি নয়াদিল্লিকে শেখাবে, যে তাদের কীভাবে সংযত হতে হবে? 'বড় ভাই বা দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকা' হতে গেলে যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাতচিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ যাতে থাকে, তা দেখাতে হবে।

আরএসএসের সতর্কবাণীর পর নরেন্দ্র মোদি-জয়শংকররা নতুন কোনও 'রোডম্যাপ' তৈরি করবেন কি না জানা নেই। কিন্তু এটা অন্তত পরিষ্কার যে, আপাতত তাঁদের ভরসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বরাভয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে যেহেতু ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনেকে এবং তাঁদের যেহেতু 'ইসলামি মৌলবাদ' ঠেকাতে একটা দৃঢ় সংকল্প রয়েছে, তার সুবিধা আপাতত মোদি প্রশাসন নিতে চায়। অবশ্যই সেটা নেওয়াও উচিত। কিন্তু সেটা নিয়ে হয়তো বাংলাদেশে মৌলবাদীদের সমর্থনে টিকে থাকা ইউনূস সরকারের সঙ্গে দড়ি টানাটানিতে সুবিধা হবে। কিন্তু অন্য দেশগুলি অর্থাৎ মালদ্বীপ বা আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হওয়া কতটাই বা সাউথ ব্লককে সাহায্য করবে? নাকি গান্ধিজির পুরোনো পথে ফিরে গিয়ে নিজেদের একটু নমনীয়, একটু 'দাদাগিরি' কমিয়ে সম্মানজনক সহাবস্থানের পথে ফিরলে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজতর হবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, যে, 'ম্যাসকুলিন ডিপ্লোমেসি'র চাইতে বোধহয় একটু, সহজ, স্বাভাবিক এবং বন্ধুসুলভ কূটনীতি ভালো। কিন্তু মোদি-জয়শংকররা কি সেটা বুঝবেন?

গ্রুপে গুড মর্নিং পর্যন্ত বলা মানা

তেরোর পাতার পর

ম্লান হল চাঁদের আলো, প্রতিবেশও পলেস্তারা খসিয়ে সিন্থেটিক ফ্লোরাল প্রিন্টের কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। কিংবা বাধ্য হল।

পরিবারে যেমন সবটা মেপে হয় না, পাড়া-সংস্কৃতিতেও তাই। কলতলা পাড়ার একটি পবিত্র অংশ। ওতে খাবার জল নেবার একটা লাইন হত, দীর্ঘ। সেখানে কিছু ঠুনকো ঝগড়া দেখেছি এবং ঝগড়া শেষে একই পানে চুনসুপুরি ভাগ করে খেতেও। এরপর টাইম কল ঢুকে এল প্রত্যেকের বাড়িতে। তীর্থের সৌধে কাক ডেকে গেল সারাটা দুপুর। তবে সময়ের এক অদ্ভুত চরিত্র জ্যান্ত ছিল। মানুষ আবেগকে প্রকাশ করতে পারতেন। শুধু শোক, শ্রদ্ধা নয়, প্রতিটি মৃত্যুতে সমবেত আর্তনাদ ফুটে উঠত। তখনও খুব স্বাভাবিক কিছু মন খারাপ ছিল, তাকে ডিপ্রেশন বলত না কেউ। আবেগ এতটাই অনিয়ন্ত্রিত ছিল, প্রতিবেশের ভাবাবেগ সামান্য আঘাত পেলেও সবাই রুখে দাঁড়াত। স্থানীয় সংবাদে জানা যায়, পাড়ায় পাড়ায় মতানৈক্য দ্রুতই চরমে পৌঁছাত। ব্যক্তির সমস্যাও পৌঁছাত সমষ্টিতে। কেউ না কেউ এসব মিটিয়েও দিতে পারতেন। তখন পাড়ার একটা রাজনীতি ছিল। দলীয় রাজনীতি সেখানে তুচ্ছ। সম্প্রীতির শিকড় এত গভীরে ছিল, তাকে পোস্টার করতে হয়নি।

শীতে হত বচ্ছরকার পিকনিক। প্রত্যেকের ঘরের থেকে মাথাপিছু চাল আর ডিম। আমরা দল বেঁধে এসব সংগ্রহ করেছি। একেক আকৃতির চাল একই হাঁড়ির ভেতর ফুটছে। জ্বালানিতে ঠেলে দিচ্ছি এর-ওর বাড়ি থেকে খুলে আনা বেড়ার অংশ। সেই ধোঁয়া ওঠা ভাতে হঠাৎ কীভাবে যেন চশমার কাচ ঘোলা হয়ে এল। উৎসব বলতে ছিল আরও একটা দিন। ২৫ বৈশাখ। হারমোনিয়াম আর তবলায় কেউ গাইছেন, কেউ কবিতা বলছেন। সবটাই কোনও বাড়ির বারান্দায় মঞ্চ বেঁধে। শেষটায় থাকত মাস্টারমশায়ের পরিচালনায় বড়দের, ছোটদের একটি করে নাটক। নাটক এরপর অডিটোরিয়ামে ঢুকে গেল। আর পাড়ার বাকি মানুষগুলো স্ক্রিনে। সেই স্ক্রিন বড় থেকে ক্রমে ছোট হয়ে এল।

প্রতিবেশ বড় হল। ঘনত্ব বাড়ল ঠিকই, ঘন হয়ে উঠতে পারলাম না। আরশিনগর ছেড়ে এআই চত্বর, যা খুঁজছি, খোঁজার আগেই নির্দিষ্ট জাল ঘিরে ধরছে বর্তমান, ভবিষ্যৎকে। সোসাইটি মিটে বা এক রাতের ডিনারে যাদের চিনে উঠতে পারছি না, তাদের কাছেও আমরা প্রত্যেকে দশ সংখ্যার কম্বিনেশন। তাতে তালা খুলছে কি না, কে বলতে পারি! গ্লোবাল হতে গিয়ে যেভাবে লোকাল স্বর বা সুর হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে কমিউনিকেশনের ভাষা, যে তাগিদ সামান্য ফিরে আসতে চেয়েছিল করোনার অন্ধকারে, আবারও মুক্তিবেগে প্রস্থান নিয়েছে। আজকের প্রতিবেশ ও প্রতিবেশীদের নিরপেক্ষ ছবি রাখছে স্যাটেলাইট ভিউ। হয়তো এসব লিখিত হবে আরও কিছু সময়ের পর।

প্রতিবেশী শব্দটি বেঁচে থাকবে কি না, নিশ্চিত বলতে পারবে মহাকাল। তবে প্রতিটি ঘর যেভাবে এক একটি দেশ হয়ে উঠতে উঠতে প্রতিটি মানুষ একক দেশ হয়ে উঠল, শাখাপ্রশাখাহীন হয়ে উঠলাম ক্রমে। ছায়াহীন এই ব্যবস্থায় আজকের শৌখিন অর্গানিক জীবন কালের চাকার সূত্র-সমীকরণে কখনও বাধ্যতামূলক অর্গানিক হলে সহজভাবেই প্রতিবেশ পল্লবিত হবে। আসলে হাত দীর্ঘ নয়, হৃদয় প্রসারিত হলেই মানুষ জড়িয়ে ধরতে পারে, কাছে টেনে নিতে পারে নিবিড়। এই অনুশীলন অতীত ও ভবিষ্যৎকে পাল্লাপাথরে নয়, বর্তমানকে একখণ্ড মাঠ দেবে, ওবেলার উলবল গড়িয়ে যাবে এবেলায়। প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে।

আমরা দুজন একই গাঁয়ে থাকি

তেরোর পাতার পর

'আপন' করে নেন, আর চা-বিস্কুট-শরবত সহযোগে কাগজ পড়া, রেডিও শোনার ধাক্কায় খোদ কর্তাকেই উৎখাত করেন, শিবরাম চক্রবর্তী তার সরস বর্ণনা দিয়ে গেছেন (তাও তো তিনি টেলিভিশনের প্রথম যুগে গণদর্শনের বহরটা আর দেখে যেতে পারেননি)। ভৌগোলিক অস্তিত্বে টিকে থাকলেও বাঙালির পাড়া কালচারের সেই গ্ল্যামার গেছে ঘুলিয়ে। তবে নদীর এক কূল ভাঙলে যেমন অন্যটি জেগে ওঠে, তেমনি শহর মফসসলের নতুন কাঠামোতেও জন্ম নিয়েছে এক নতুনতর প্রতিবেশ। ছোট-বড় পায়রার খোপওয়ালা ফ্ল্যাটবাড়ি বা আবাসনে সম্মেলক উৎসব পার্বণের ভাবনা যেন সাবেক সেই 'পাড়া'রই প্রতিচ্ছবি। বছর কয়েক আগে অতিমারির আবহে এই নবীন পাড়াগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে রোগগ্রস্ত, সন্ত্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

আমরা যেসব পাড়ায় বড় হয়ে উঠেছি তার গোষ্ঠীচেতনাটি ছিল স্বতোৎসারিত। ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত সফল এবং ব্যস্ত মানুষটিরও সেখানে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'তে ক্লান্তি ছিল না। আধুনিক প্রতিবেশে কিন্তু তেমন উৎসাহী মানুষ কম যাঁরা স্বেচ্ছায় সকলের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। নিজের ব্যক্তিগত পারিবারিক বৃত্তে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা এইসব আত্মকেন্দ্রিক প্রতিবেশীকে যূথবদ্ধ করে এক ছাতার তলায় আনতে আবার এমন কারও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা লাগে যিনি সেই জাদুঘরে চলে যাওয়া পুরোনো পাড়া কালচারের আঁচটুকু অন্তত পেয়েছেন। বদলে যাওয়া সমাজ এমন বিরল প্রজাতির মানুষগুলিকেও আঘাত করে বসে। আবাসনের কিশোরী মেয়েটি যখন বাড়ির স্বল্প পোশাকে বাইরের লোকের সামনে বেরিয়ে আসে, কোনও বর্ষীয়ান মানুষ তাঁর বাল্যকালে দেখা পাড়ার কাকা-জ্যাঠাদের দায়িত্ববোধ থেকে তাকে সচেতন করতে গিয়ে উলটে অপমানিত হন। কন্যার বাবা-মা নিজেদের মেয়েকে আড়াল করতে প্রবীণ মানুষটিকে আদালতে তুলে, কাগজে 'যৌন হেনস্তার' বাঁধা লবজ ব্যবহার করে যথাসাধ্য কালি ছেটাবার বন্দোবস্ত করেন। ফ্ল্যাটবাড়ির দরজা বন্ধ করলেই পরিবারগুলি এখন এক একখানি দ্বীপ। আজকের ছুটন্ত প্রজন্ম, যারা নিজেদের আত্মীয়পরিজনের থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, 'তুতো' ভাই-বোনেদের চিনতে যাদের 'ফ্যামিলি ট্রি'র খোঁজ করতে হয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেই কিন্তু এই প্রতিবেশের চারাগাছটিকে রোদ-জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। লোক কমতে কমতে দ্বীপগুলিতে সবাই যেদিন রবিনসন ক্রুশোর মতো একেবারে একা হয়ে পড়ব সেদিন যেন ফোন করে অন্তত এমন একজনকেও পাই যিনি বন্ধ দরজাটি খুলে সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দেবেন।

‘অ্যাক্টিং করিস না, শুধু...’

কল্যাণময় দাস

বিশেষ নিবন্ধে হরিমাধব

নাটককার, নির্দেশক হরিমাধব

“এই গল্পের যা পেনোরমিক পটভূমি এবং মঘাই ও অন্ত্যজদের জীবনযাত্রা, মঘাই-এর মিথিক্যাল পাওয়ার টু ডিভাইন ওয়াটার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অকারণ অনৈতিক নিষ্ঠুরতা, সমস্ত অন্ত্যজ মানুষের বাঁধ তৈরির চেষ্টা ও মঘাই-এর অমানুষিক আত্মবলিদান, পুলিশের অত্যাচার– এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আপনার নাট্যরূপে ধরা পড়েনি। অথচ আমার বোধবুদ্ধিতে এইসব বিষয় নাটকে যথাযথ প্রতিফলিত হওয়া দরকার।’’

এটা মহাশ্বেতা দেবীর একটি গল্পের নাট্যরূপ বিষয়ে মহাশ্বেতা দেবীকে লেখা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠির অংশ।

প্রত্যুত্তরে মহাশ্বেতা লিখলেন, ‘আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার গল্প বোঝো। তাই দ্বিধা না রেখে through away my script into the dustbin, write your won script yourself as it understood and do it. I give you full liberty.’

হরিমাধব লিখে ফেললেন বাংলা নাট্যের এই দিকদর্শন, পাণ্ডুলিপি ‘জল’। যা অচিরেই ইতিহাস রচনা হবে তাঁর পরিচালনায়, ‘ত্রিতীর্থ’র প্রযোজনায়। বাংলা নাট্যে জন্ম নেবে অন্ত্যজ জীবনচর্যার এক অনন্য নাট্যধারা এবং অবশ্যই অবিসংবাদী নট-নাটককার-নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

দ্রষ্টা, অভিনেতা হরিমাধব

ষাট-সত্তরের দশকে থিয়েটার নিয়ে তিনি যেটা ভেবেছিলেন এবং মঞ্চে প্রয়োগ করেছিলেন সেটাই এখন সোশ্যাল, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এবং অবশ্যই নাট্যমঞ্চে এসে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ডায়লেক্ট, উপভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষায় নাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ। তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রথম শিখলাম; প্রমিত বাংলা বা হিন্দি নয়, আমাদের নাড়ির টান আমাদের আঞ্চলিক ভাষায়। বাংলা নাট্যে তাঁর ‘জল’ বা ‘বিছন’ আমাদের দেখিয়েছে আঞ্চলিক ভাষার শক্তি! গ্রামবাংলার জটিল অন্তর্লীন সংঘাতের নাটকীয়তা বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নাট্য-নির্দেশনার কনটেক্সচারে। তাঁর নির্মাণে যে বুনন এবং অভিনয়ের মর্মস্পর্শী মাত্রা, তা বাংলা নাট্যের কলকাত্তাই হাওয়ার বাইরে। অন্ত্যজ শ্রেণির কথা-কাহিনী-শরীরী উচ্চারণে ‘জল’, ‘দেবাংশী’, ‘খারিজ’, ‘বিছন’, ‘গ্যালিলিও’ নাট্যের জনপ্রিয়তা একইসঙ্গে নাটককার-অভিনেতা-পরিচালককে দর্শকের সামনে উত্তুঙ্গ উচ্চতায় উদ্ভাসিত করে।

হরিমাধব, নট-নাটককার-অভিনেতা– তিনের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে আমার কাছে প্রতিভা এবং অনুশীলনে অনেক বেশি এগিয়ে তাঁর অভিনয়। এ আমার নিতান্তই ব্যক্তিক অভিঘাতের অনুভূতি। তাঁর তুঘলক নাটকের তুঘলক, দেবীগর্জন নাটকে প্রভঞ্জন, জল নাটকে মঘাই ডোম, গ্যালিলিও নাটকে গ্যালিলিও, তিন বিজ্ঞানী নাটকে নিউটন, দেবাংশী নাটকে দেবেন মণ্ডল, বিছন নাটকে লছমন সিং ভারতেই নয়, পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির অভিনয়ের উদাহরণ। তাঁর কণ্ঠস্বরের গতিশীলতা আর ওজন, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করে ফেলা চরিত্রের অ্যাকশন, ডায়লেক্টহীন মুহূর্তকেও বাঙ্ময় করে তোলা, মুখমণ্ডলের ভাঁজে খাঁজে প্রকাশিত মনঃস্তরমণ্ডলী, ভুরুযুগলের সামান্য ওঠানামা, দৃষ্টির তারতম্য, উচ্চারিত ডায়লেক্টের মোচড়, একমাত্র বিশ্বের সুশৃঙ্খল ও পরিমার্জিত অভিনেতাদের পক্ষেই সম্ভব। আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে তো বটেই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে এই মাপের অভিনেতা, শম্ভু-উৎপল-অজিতেশের পর, কাউকেই দেখতে পাইনি।

শিক্ষক, বন্ধু হরিমাধব

১৯৯০, আমি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরে শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চে প্রশিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচিত হই। ইন্টারভিউয়ার এবং শিবির পরিচালক ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। প্রশিক্ষণের শেষে তিনি বললেন, ‘অ্যাক্টিং করিস না, just behave with others.’ অভিনয়ের এই অমর কথা আমার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে গেল।

২০০১, বালুরঘাটে পোস্টিং আমার। কিছুদিনের জন্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্ট সিস্টেম শেখানোর জন্য। এপ্রিল মাসের তিন তারিখের রাত সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ পৌঁছাই তীর্থভূমির বাসস্ট্যান্ডে। জেলা পরিষদের কাছেই একটা কাঠের দোতলায় আমার থাকার ব্যবস্থা। এই সেই তীর্থভূমি যা আমাকে ভেতরে ভেতরে নাড়া দিত কৈশোর থেকেই। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-ত্রিতীর্থ-জল-দেবাংশী-গ্যালিলিও-বিছন-তুঘলক সব ভিড় করে আসে ঘুমে-জাগরণে। এইসবের খোয়ারি চায়ের দোকানে বসেও।

হঠাৎ কী হইতে কী হইয়া গেল, সকালের ফাঁকা রাস্তায় সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা সাইকেল আরোহী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়! আরিব্বাস! চায়ের কাপ রেখে তড়াক ক’রে রাস্তায়। দূর থেকে আমাকে দেখে ব্রেক কষে দাঁড়ালেন আমার একদম বুকের ওপর। সে এক অনবদ্য মুহূর্ত! ‘কী রে! তুই এইখানে?’ প্রণাম করলাম পা ছুঁয়ে।

পীরনামা নাটকে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু তালুকদার। সাদাকালো দুটি ছবিই তাঁর কিংবদন্তি নাটক দেবাংশীর। দেবেন মণ্ডলের ভূমিকায় হরিমাধব।

‘কালকে এসেছি।’

‘তার মানে?’

‘পোস্টিং এখানে।’

‘কোথায়?’

‘রুরাল ডেভেলপমেন্ট।’

‘ফাটায়া দিছিস তো! বালুরঘাটে পোস্টিং, থাকবি কোথায়? খাবি কোথায়?’

কথা বলতে বলতে ঝুপড়ি চায়ের দোকানে গিয়ে বললেন, ‘দুইটা চা দে।’ তারপর প্রশ্ন, ‘তোর বাবা-মা কেমন আছেন?’ ব্যাস, তারপর আমার খাবার হোটেলের ব্যবস্থা, কোথায় যাবি, কোথায় কী খাবি – তার ঠিকানাপঞ্জি, বিভিন্ন রকম সাবধানতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্রষ্টা-প্রশিক্ষক-প্রয়োগপ্রধান-নাটককার-অভিনেতা হরিমাধব ক্রমশ কবে যেন আমারও মাধবদা হয়ে গেলেন! মাধবদা, কোথাও কারও ভালো প্রযোজনা দেখলেই রেফার করতেন কোনও না কোনও নাট্য উৎসবের মঞ্চে, যেমনটা আমার বহু প্রযোজনার ক্ষেত্রেই হয়েছে।

মুখে মান্নার গান, অন্য হরিমাধব

১৯৯৪-’৯৫, মাধবদা তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি এবং বক্তা হিসেবে। প্রথমেই মাধবদা যে কথাটা সেসময়ের প্রিন্সিপাল স্যারকে বললেন, ‘আমি কিন্তু কোনও হোটেলে থাকব না।’ ‘আপনি কল্যাণের বাড়িতে থাকবেন।’ তা শুনে মাধবদার মুখমণ্ডলে যে আনন্দের রোশনাই ছড়িয়ে পড়েছিল তা আমার পক্ষে লেখায় প্রকাশ অসম্ভব। আমার বাবা-মা তাঁর নাট্যমঞ্চায়নের মুগ্ধ দর্শক। তিনি বললেন, ‘আরিব্বাস! একই সঙ্গে নাট্যছাত্র আর আমার নাট্যের ফ্যানের বাড়িতে থাকবো, এইটা তো সৌভাগ্য, চল।’

ডাকা হল রিকশা। দুজনে পাশাপাশি। মাধবদার রিকশাওয়ালার সঙ্গে মুহূর্তে বন্ধুত্ব। শুনতে থাকলেন তাঁদের সংসারের কাহিনী। দশ মিনিট ধরে প্রশ্ন-উত্তর। বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে উচ্চারণ করলেন, ‘And here lays the story, study and write your own script for your team.’ অমোঘ বাণী।

স্নান সেরে রোববারের বাঙালি পাতে। বিশেষত আমার খাদ্যরসিক বাবার সঙ্গে জমে গেল খুব। দুজন রসিক মানুষকে পাশে বসে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন কতদিনের পরিচিত দুজন মানুষ। খাবার পাতে বসবার আগে আমার নাট্যরসিক মা’কে হাসতে হাসতে বললেন, ‘বৌদি, আশা করব, আপনি আমার বন্ধু হবেন, খাবার বিষয়ে আমাকে জোর করবেন না।’ তারপর হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। আয়েশ করে খাবার শেষে বসেছেন বিশ্রামের জন্য। বাবা তাঁর দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। মাধবদা বললেন, ‘নেশা করি না, দাদা, সুপারিও না।’

রাতে অনুষ্ঠান থেকে ফিরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে মান্না দে’র কত যে গান শোনালেন! ‘জিন্দেগি ক্যায়সি হ্যায় পেহেলি হায়/কভি তো হসায়ে/কভি এ রুলায়ে।’

জয়ন্তী : শৈশবের চেনা সেই গ্রাম আজ অচেনা

আয় মন বেড়াতে যাবি...

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অঞ্জন রায়

১৯ বছর পর আবার আমার শৈশবের লীলাভূমি জয়ন্তীতে গেলাম মুখ্যত পুত্রকে তার বাবার জন্মস্থান দেখাতে। গবেষণা এবং লেখার কাজ নিয়ে সে এখন জার্মানির বার্লিন শহরে বসবাস করছে। আর ছিল আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের আমন্ত্রণ।

জানতাম আমাদের শৈশবের জয়ন্তী আজ হারিয়ে গেছে। সমসাময়িক অনেকেই জয়ন্তী ছেড়ে চলে গেছেন। বাঘ থাকবে, তাই মানুষদের অন্যত্র যাওয়া, সরকারি ফরমান। জয়ন্তী এখন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের আওতায়।

বক্সা রোড পার হয়ে বালা নদী। কজওয়ে তৈরি হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় বর্ষায় জল বেড়ে গেলে আমরা বালা নদীর পাড়ে অপেক্ষা করতাম যে, কখন জল নেমে যাবে আর আমরা নদী পার হব।

আগেরবার আমি উঠেছিলাম আমাদের পুরোনো বাড়িতে, যেটি এখন কলকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের হলিডে হোম। ওরা নাম দিয়েছে ‘অবকাশ’। এবার সেটি পাওয়া যায়নি। তবুও সেখানেই প্রথমে গেলাম।

এই বাড়িতে আমার বড় হয়ে ওঠা। সঙ্গী বোন সীমার জন্ম হয়েছিল এই বাড়িতেই। অনেক স্মৃতি। রান্নাঘর, খাবার ঘর, পুজোর ঘর, মায়ের নিরামিষ রান্নার ঘরগুলোর কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। যদিও সামনের সিঁড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, তবুও হলিডে হোম হয়েছে বলে মূল বাড়িটি ক্ষত নিয়েও আজও দাঁড়িয়ে আছে দেখে

ভালো লাগল। মূল বাড়ির পিছনে ভগ্নদশা ‘নতুন ঘর’।

কেয়ারটেকার থাকেন। তার পিছনে ছিল বাবার সযত্নে লালিত বিস্তৃত সবজি বাগান, যার চারদিকে ছিল কাঁঠাল গাছের সারি। উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি বাগানটি আগাছায় ভরা। সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে একদল স্পটেড হরিণ। একটু দূরের নবনির্মিত ফরেস্ট বাংলোয় আর যাইনি। পাশের কোম্পানির বাংলোটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, আর তার পিছনদিকে ছিল আমাদের ফুটবল খেলার মাঠ। সেটি দেখলাম জঙ্গলে ঢাকা।

রেলস্টেশন চত্বরে এলাম। সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। উপড়ে ফেলা হয়েছে রেললাইন। আগে ছিল শুধু বাবুলাল মহাজনের মিষ্টির দোকান আর রামধারীর পান বিড়ির দোকান। সেখানে এখন ডজনখানেক দোকান। মহাজনের ছেলে সহপাঠী চেন্টুয়ার মেয়ে মনোহারি দোকান দিয়েছে। ওর ছেলে আকাশ আমাদের গাড়ির ড্রাইভার। রামধারীজির দোকান চালাচ্ছিল ওঁর ছেলের বৌ। স্কুলের মাঠে গিয়ে যারপরনাই হতাশ হয়েছিলাম। সেই খোলামেলা পরিবেশ আর নেই, চারদিকে ঘর তুলে তুলে একেবারে দম বন্ধ হবার জোগাড়। কাছেই কাজলের স্বপ্নে পাওয়া কালো পাথরের মন্দির, যত্নের ছোঁয়া সর্বত্র। নদীর ব্রিজটি আর নেই। নদীর বেড-এ সেঁধিয়ে গেছে। অথচ এই ব্রিজের তলায় বসে আমি মাছ ধরতাম, ব্রিজের নীচ দিয়ে ট্রাক চলাচল করত। পলি পড়ে পড়ে নদীর উচ্চতা এখন লোকালয় থেকেও বেড়ে গেছে।

পিডব্লিউডির নতুন বাংলোয় উঠেছিলাম। রাতের দিকে স্থানীয় কাজল মুখার্জি, শংকর মুখার্জি, জগদীশ ওরাওঁ, শ্যামল ব্যানার্জি, নাইডু বাড়ির একটি ছেলে দেখা করতে এসেছিল জয়ন্তীর সমস্যা নিয়ে কথা বলতে। সরকার টোপ দিয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে জয়ন্তী ছেড়ে চলে যেতে।

১৯৭৮-’৭৯-র বাঘ শুমারিতে এই অঞ্চলে ২৭টি বাঘ ছিল, সেই সংখ্যা এখন নাকি ১টি। ডলোমাইট, কাঠ, পাথরের লাইসেন্স অনেক বছর আগে বাতিল হয়েছিল। এখন অনেকগুলো বেসরকারি হোমস্টে হয়েছে। পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে আর আছে মহাকালের গুহামন্দিরগুলো। লোকে এখন জয়ন্তীতে বেড়াতে আসে। শংকর, শ্যামল, জগদীশ, নাইডুরা এখনও সরকারি মুচলেকায় সই করেনি। টানাপোড়েন চলছে।

দেখা যাক, কারা জেতে?

এডুকেশন ক্যাম্পাস

১) তীর্থদীপ মৈত্র, অষ্টম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, রানিডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

২) দেব বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

৩) দেবরাজ দাস, চতুর্থ শ্রেণি, ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

৪) বিপর্ণিকা সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৫) বরণ্যা সরকার, দ্বিতীয় শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বালুরঘাট।

৬) আয়ুষ্মান দে, সপ্তম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

সপ্তাহের সেরা ছবি

কোথায় যেতে চায় ওরা? টেমস নদীতে রাজহংসের দল। ব্রিটেনের উইন্ডসরে। - সৌজন্যে গার্ডিয়ান

কবিতা

লোকটা অদ্ভুত এক
রণজিৎ দেব

সব সম্ভ্রম তুচ্ছ করে পাতার আড়ালে যার বাস
সে তো রাখেনি কোনও স্মৃতিচিহ্ন অভিমানহত সে-
কখনও সাহসীরূপে কখনও প্রেমের সন্ধানে, একা একা
ভিতরে ভিতরে কাঁদে, অন্ধকারে ঝরনার ধারে বসে কাঁদে

লোকটা চা বাগানের দুঃখ-শ্রমিক, শিকড় উপড়ানো,
সারাদিন ভাঙতে দেখেছে গড়তে দেখেনি
তবুও এ ভাঙা অপরূপ গড়ার চেয়েও মূল্যবান-
বর্মে ঢাকা মগ্ন বক্ষে সাবধানি পদচারণা তার
অন্তর্গত ছেদ-চিহ্নে মিশ্রবৃত্তে বাঁচার স্পন্দন

লোকটা অদ্ভুত এক আবরণ হারা মুক্ত পাখির মতো

হাওয়ার ঝড়ে ভেসে উঠবে ভেবে
হৃদয়-জোড়া তার বিস্তৃত আকাশ

মেয়েজন্মের পথ
অদিতি বসুরায়

এই জন্মের পথে, যে সব পাহাড় এসেছিল
তাদের প্রতিটি পাথর, আমাদের হাতিয়ারের খবর রাখে!
গার্হস্থ্যের সামনে মাথা নত করে আছি বলে, ভেবো না
অস্ত্রের ধার কমে গেছে!
লুকোনো ঝোরার উন্মাদে পা রাখতে ভালোবাসা, আদতে
আমাদের উত্তরাধিকার –
সেখানে রক্তের গন্ধহীন দিনে, চাঁদ নামে
দূর থেকে বাঘের ডাক শুনতে পাই
শুনতে পাই পরি এবং ভূমিকম্পের আগমনবার্তা
- ভাত খেয়ে উঠে, দ্রুত ধনুকে জ্যা নির্মাণ করি
শয্যা থেকে তুলেনি পূর্বনারীদের বস্ত্রসমূহ!
গাছকৌটা মিথ্যে হওয়ার পর, উপত্যকা জেনে যায়,
রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘিনীর থেকে নিরাপদ
দূরত্বে থাকা দরকার!

পাখিরা জ্যামিতি জানে
অনুভা নাথ

অগণন দূরত্বের অযুত আকাশে ওরা
ভেসে থাকে স্থাণুর মতো
দৃষ্টির ফিতে ফাঁক গলে উড়ে যায়...।
আমি দেখি সে অনড়,
শুধু পাখি আর পৃথিবী জানে
গতিরহস্যের রূপরেখা।
বিভ্রম তৈরি হয় ডানার পালকে
সমীকরণ আর জীবনের বৃত্তে
নিখুঁত উড়ে ঘুরে আসে বিহঙ্গ।
মাইলের মাইলেজে কঠিন অঙ্ক কষে
উড়ালের আবেশে গন্তব্যে স্থির...।
তারা জানে জমিনের জ্যামিতি।
ওইখানে ওই গাছ আছে, তারা জানে
গোল চোখ চেনে পাতাদের নকশা-
আমি ওদের গ্রাহ্য করি না,
অহংকারী চোখ আমার,
আমি যে সবজান্তা।
পাখিরা জানে সব, তারা কলকল করে
ক্ষমা করে দেয় আমাকে।

আর কত কাঁদবে মানুষ
শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

আর কত বিনিদ্র রাত কেটে যাবে চোখ মুছে
দূরে ভেসে আসবে নির্ঘোষ
কোনও সেবাশ্রম বা ছোটদের স্কুলের ওপর
আছড়ে পড়ল থাবা। রক্তমাখা দলাপাকানো মাংসের
পিণ্ড।
প্রার্থনা ভেসে আসে কান্নার মতো
ডুকরে কাঁদছে কেউ অসহায় স্বরে
আকাশে নাচছে সাপ। ফণার মতো এঁকেবেঁকে চলে যায়
আলো
আর কত কাঁদবে মানুষ...

আরও কতবার ভেসে আসবে শমন
ছিনিয়ে নেবার খেলা দমবন্ধ করে দেবে পথ?
সন্তানহারা পিতা, মাতৃদুগ্ধ হারা সন্তান হেঁটে যাবে
তুলে নেবে বন্দুক প্রতিহিংসায়
ওদের ওপর বৃষ্টি পড়বে না এক ফোঁটা
তারার আলো এসে বলবে না কথা এতটুকু...
ওরাও আগুন হবে, আগুনে ঝলসে উঠবে শব
মাতোয়ারা উৎসবে কান্নার আজান ভেসে আসে
ভেসে আসে কাকুতিমিনতিভরা লীলাকীর্তন...

আর কত কাঁদবে মানুষ?
আর কত অন্ধকার বুক চিরে যাবে...

অসীম ও এক বুড়ো
বিশ্বজিৎ রায়

মৃত্যুকে পিছনে ফেলে দৌড় লাগাল অসীম ---
দৌড়াতে দৌড়াতে অসীমের হাত খসে গেল,
চুল খসে গেল, লেজ খসে গেল
মন থেকে মুছে গেল ভালোবাসা-মায়া, গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত---
অনেকটা দৌড়ে একটা নদীর কাছে এসে বসল যখন
নিজেকে খুব ভারমুক্ত মনে হল,
আকাঙ্ক্ষা হল, আবার নতুন করে কিছু করার ...

কীভাবে শুরু করবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অসীম দেখল
সাধুবাবার মতো দেখতে একটা বুড়ো লোক
পুঁটুলি থেকে নানা ধরনের পোশাক বের করছে---
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, সোলজার, মিস্ত্রি, ড্রাইভার,
উকিল, ফেরেববাজ, চাষি, গনতকার, বেলুনওয়ালা, বাঁশিওয়ালা,
মায় ভিখিরি পর্যন্ত, বাদ রাখল না কিছুই ---
পোশাকগুলো মাটিতে ছড়িয়ে রেখে
ওই বুড়ো অসীমকে বলল- "বল বেটা, তুই কোনটা নিবি?"

আকাশে আজ রঙের খেলা
প্রতাপ সিংহ

হাওয়া যেন কেমন উন্মনা আর বিবাগী –
পাতা ঝরার দিন ফুরিয়ে এল,
গাছ পুনর্জীবন পাচ্ছে,
শাখায় শাখায় উতরোল কচি পাতা,
আকাশ আজ বহু বিচিত্র সাজে সেজে উঠেছে,
যাকে বলে, আকাশে আজ রঙের খেলা –
চারদিকে রং আর রং,
আনন্দের সমারোহ।

এই আনন্দের টানে ভেসে যেতে
মনের আকাশে রং লাগাতে
মৌপিয়া-কিংশুক আজ বেরিয়ে পড়েছে
শান্তিনিকেতনে।

অপমৃত্যুর সন্ধিক্ষণ
আজিজুল হক

চোখ বুজে তাকালে দেখতে পাই
নিজস্ব স্বপ্নের ভালোবাসার অজস্র অপমৃত্যু,
দাস ব্রাদার্স মোড়ের মিছিল সরণিতে
কিংবা গোরস্থানের মোড়ে!
ভালোবাসা বুঝি এমনই হয়!
হয় বিক্রি হয় নয়তো
বিকৃত হয়
সময়ে সময়ে প্রয়োজনে
খিদে মেটানোর আবদারে।
আমরা কেউ ভালো নেই আসলে,
সবাই ব্যস্ত নিজেদের অপমৃত্যু ঠেকাতে!

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

রাখালরাজ মন্দিরে রাতের রহস্য

পূর্বা সেনগুপ্ত

যতদূর চোখ যায়, মাঠ আর মাঠ। তারই মাঝখানে স্বর্গোদ্যানের মতো বিরাট বট, অশ্বত্থ আর কেলি-কদম্বের বৃক্ষ দিয়ে ঘেরা এক সুন্দর পরিবেশ। দাঁড়িয়ে আছে নাটমন্দির সহ একটি আটচালা ধাঁচের মন্দির আর একটি রেখদেউল। যাকে বলা হয় দোলমঞ্চ। দেবালয় আমরা অনেক দেখি, কিছু দেবালয়ে জাগ্রত হয়ে বাস করেন দেবতা, দেবমূর্তি ধারণ করে ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন। কিন্তু কিছু কিছু মন্দিরে তিনি প্রতি রাতে ঘুরে বেড়ান, খেলে বেড়ান, যদিও এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে।

পূর্ব বর্ধমানের কালনা, বৈঁচি, অঞ্চলে দেবালয় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের যেসব বিখ্যাত মন্দিরের কথা আমরা সচরাচর জানি, তুলনায় একটু ভিন্ন একটি মন্দির আজ আলোচনার বিষয়। এই মন্দির হল কালনা থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত গোপালদাসপুরের 'রাখালরাজা' মন্দির।

আমরা ঘরে ঘরে কৃষ্ণের বালমূর্তি গোপালের পুজো করে থাকি। বাঙালিদের মধ্যে এই গোপালের আরাধনা বোধহয় সর্বাধিক। এই আদুরে দেবতাকে ক্ষীর, ননী দিয়ে পুজো করে সন্তুষ্ট করতে হয়। কিন্তু গোপালকৃষ্ণ দুরন্ত, দুষ্টু, ননীচোরা। ব্রজরমণীদের আদরের হলেও তাঁর দুষ্টুমিতে সকলে অতিষ্ঠ। শুধু কি তাই, এরই মধ্যে বকাসুর বধ, বিষধর সর্প কালীয়কে দমন- সব লীলাই সম্পন্ন করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে বিস্তৃত গোচারণভূমিতে গো-পালকে নিয়ে চরাতে যাওয়া। সব লীলাই মূর্ত হয়ে ওঠে এই রাখালরাজের মন্দিরে।

মন্দিরময় বৈঁচি শহর ফেলে আমরা যাব বৈদ্যপুর তালার মোড়। এই বৈদ্যপুরে কিন্তু দুটি বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ দেবালয় আছে যা গড়ে উঠেছিল গৃহদেবতার আবেদন নিয়ে। কিন্তু মানুষ তাঁকে আপন করে সকলের মন্দির করে গড়ে তুলেছেন। একটি মনসা বা জগৎগৌরীর মন্দির আর অপরটি রাখালরাজার। একটি শক্তি, অপরটি হল বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত। কালনার বৈষ্ণব ভাবনা অত্যন্ত গভীর ও সমৃদ্ধ। কিন্তু তার পাশাপাশি এই স্থানে গড়ে উঠেছে শক্তিপুজোর ধারা।

এই স্থানটি দুটি নদী দিয়ে আবৃত, একটি গাঙুর আর অপরটি বেহুলা। না, আমরা আগে রাখালরাজের কাছে যাব। যদিও পথে আগে এই জগৎগৌরী মায়ের মন্দিরই পড়বে। কিন্তু আমাদের গন্তব্য রাখালরাজ। যেখানে তিনি রাখাল রূপে ধেনু চরাচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে বাঁশি রেখে সুর তুলেছেন যা অনন্তের ডাক রূপে টেনে নেয় ভক্তের মন।

সে বহু আগের কথা। ইতিহাস বলে প্রায় পাঁচশো বছর হবে। পাশের জেলা নদিয়ার খান্দুয়া নামক স্থানে বাস করতেন রামকানাই বা রামকানু গোস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ। তাঁর গৃহে পূজিত হতেন গোপীনাথ। শোনা যায় সে ছিল নাকি মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় (১৬৬০-১৭২৭)। সেই সময় নাকি বর্গিদের আক্রমণে (১৭৪১-১৭৫১) ভীত হয়ে রামকানু গোস্বামী তাঁর গৃহদেবতা গোপীনাথজিউকে নিয়ে চলে আসেন বর্ধমানের বৈদ্যপুরের কাছে এক ঘন জঙ্গল ঘেরা জায়গায়। সেখানেই তিনি পাতার কুটির তৈরি করে দিনযাপন করতে থাকেন। জনবসতি না থাকায় রামকানুর গোপীনাথকে ভিক্ষা করেই সেবা দান করতে হত। জঙ্গলের কাঠকুটো জ্বেলে তিনি ভোগ নিবেদন করতেন।

এইভাবে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। রামকানাইয়ের তিন পুত্র, নিমাইচাঁদ, বলদেব আর রাখালরাজ। দেবতাকে নিষ্ঠাভরে পুজো করবার জন্য নিজের কুটিরের চারপাশে অনেক ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন রামকানু। কিন্তু জঙ্গুলে জায়গা শ্বাপদসংকুল। শোনা যায় এই অঞ্চলে নাকি বাঘও বিচরণ করত। অনেক সময়ে গাছপালা লন্ডভন্ড করত এইসব চতুষ্পদ প্রাণী।

এরকম একদিন রামকানু পুজোর ফুল তুলতে গিয়ে দেখেন গাছে একটাও ফুল নেই, তার ওপর গাছগুলির ডাল কেউ ভেঙে রেখেছে। তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন। কে এমন কাজ করেছে? একটা ফুলও প্রভুর পায়ে দেওয়ার জন্য অবশিষ্ট নেই। রামকানু গোস্বামীর দেবতা ও আরাধনা বিষয়ে নিষ্ঠার কথা সকলেরই জানা ছিল। তাই সকলে প্রকৃত ঘটনা জেনেও নীরব রইলেন।

রামকানুর মনে হল কোনও শ্বাপদই এই কাজ করতে সাহসী হয়েছে। তাই তিনি ক্রোধের বশে বলে বসলেন, 'যে আমার গাছের ফুল নষ্ট করে গাছ ভেঙেছে তার তিনদিনের মধ্যে মৃত্যু হবে।' এই অভিশাপ বাক্য সাধকের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সকলে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। এ কী অভিশাপ বাক্য অতর্কিতে উচ্চারণ করলেন রামকানু! ফুল নষ্ট করেছে তাঁরই ছোটপুত্র রাখালরাজ। যে দেবতার জন্য নিজের ঘরবাড়ি সব ত্যাগ করে পথে নেমে এসেছেন, সেই দেবতার পায়ে ক্ষমাভিক্ষা করে যাতে অভিশাপ ফলবতী না হয় তার জন্য আবেদন নিবেদন করলেন রামকানু। কিন্তু ভক্তের উচ্চারিত অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই ভগবানও মুখ ফিরিয়ে রাখলেন, কিংবা তিনি ভক্তকে এই দুঃসহ ব্যথা দিয়ে চিরকালের জন্য তাঁর ভক্তিকে জীবন্ত করে রাখতে চাইলেন অন্য ভক্তদের মনে।

তিনদিনও অতিক্রান্ত হল না। দু'দিনের মাথায় রক্তবমি করে মারা গেলেন রাখালরাজ। পুত্রের সংকার সম্পন্ন করে শ্রাদ্ধশান্তিও করলেন রামকানাই তারপর পুত্রদের বললেন, আমি আর সংসার করব না। আমি বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করব। এই বলে কেবল স্ত্রীকে নিয়ে আর গোপীনাথজিউকে মাথায় করে বৃন্দাবনের উদ্দেশে রওনা দিলেন তিনি।

তখন পদব্রজে চলা। তাই খুব বেশিদূর যেতে পারলেন না রামকানু। পথশ্রান্ত হয়ে যখন রাতে ঘুমোচ্ছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'এত কষ্ট করে তোমায় বৃন্দাবনে আসতে হবে না। আমি বৃন্দাবন থেকে তোমার কাছে যাচ্ছি। কাল ভোরে উঠে তুমি যেখানে বিশ্রাম করছ, তার পাশেই একটি পুকুর আছে, সেখানে বড় নিম গাছের কাঠ ভাসতে দেখবে। সেই কাঠটি তুলে নিয়ে এসে আমার বিগ্রহ নির্মাণ করবে। পাশের বাগনাপাড়ায় পাঁচ বছরের বালক মহাদেব বাস করে। সে ছোট হলেও বড় ভাস্কর। সে তোমাকে বিগ্রহ তৈরি করে দেবে।'

প্রভুর আদেশ শুনে রামকানু অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার মূর্তি কেমন হবে প্রভু?' দেবতা উত্তর দিলেন, 'আকাশের মতো নীল হবে। একহাতে ক্ষীর বা ননী, অন্য হাতে ধেনু চরাবার লাঠি। আমার পায়ের কাছে দু'দিকে দুটি ধেনু। আর এক পা অষ্টদল পদ্মের ওপর। অন্য পা মাটিতে। মাথার চুল উঁচু করে বাঁধা।

সকালে ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়েন রামকানাই। সত্যই গাছের আড়ালে পুষ্করিণী চোখে পড়ে। আর তার কাছে যেতেই তিনি দেখতে পান সেই নিম কাঠের গুঁড়ি তীরে এসে ভাসছে। পরম যত্নে তুলে আনেন তাকে। তারপর ছোটেন সেই বাগনা বা বাঘনাপাড়ার পাঁচ বছরের মহাদেব ভাস্করের খোঁজে। মহাদেবকে স্বপ্নাদেশ সম্বন্ধে সবকিছু জানিয়ে মূর্তি তৈরি করার জন্য তাঁর সঙ্গে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অত ছোট বাচ্চাকে বাবা-মা ছাড়বেন কেন? তাঁরা কিছুতেই একাকী মহাদেবকে যেতে দেবেন না।

মহাদেব ততক্ষণে ঘরের ভিতর থেকে কাঠের কাজ করার ছেনি-বাটালি, দেবতার অঙ্গে রং দেওয়ার জন্য রং বের করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নারাজ পিতা-মাতাকে বলেন, 'তোমরা আমাকে যেতে দাও। নয়তো সেই মূর্তি বানানো হবে না।' পুত্রকে সিদ্ধান্তে স্থির দেখে পিতামাতা তাঁর সঙ্গে রামকানাই-এর আবাসে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। রামকানাই সেই মহাদেব ভাস্করকে কাঁধে নিয়ে এসেছিলেন। মূর্তি নির্মাণের জন্য পৃথক ঘর তৈরি হল। গ্রামে এখনও 'গোপীনাথের কোঠা' বলে একটি জায়গা আছে। জনশ্রুতি সেই স্থানেই মহাদেব এই রাখালরাজের মূর্তি তৈরি করেছিলেন।

আমাদের মনে হয় মাঘীপূর্ণিমার দিন রাখালরাজের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল। কারণ বর্তমানে মাঘীপূর্ণিমার ঠিক চারদিন আগে রাখালরাজাকে অঙ্গরাগের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

পর্ব - ৩৯

মাঘীপূর্ণিমার দিন তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বছরে ওই একবারই মূল বিগ্রহকে কেবল রং করা হয়।

রাখালরাজা নাকি তিন-চার বছর সেই গোপীনাথের কোঠার কাছেই পূজিত হতেন। কিন্তু তাঁর লোকালয় ভালো না লাগায় রামকানুকে স্বপ্ন দেন, 'আমায় বনের গভীরে নিয়ে চলো।' তখন স্থানীয় দেবীপুর গ্রামের ব্রজগোপাল পাঁজা নামে এক ব্যক্তি নতুন মন্দির তৈরি করে দিলেন। যে পুকুর থেকে নিমকাঠটি পাওয়া গিয়েছিল, যে পুকুরের নাম, 'যমুনা পুকুর', তার ধারেই নতুন মন্দির স্থাপন করলেন, এমনটা শোনা যায়।

কিন্তু দুটি মন্দির দুটি যুগের। দোলমঞ্চ অনেক আগের নির্মাণ বলে মনে হয়।

শোনা যায়, যখন মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তখন চারিদিকে গভীর বন। একদিন স্থানীয় রাজা গোপালদাস মৃগয়ায় গিয়ে সেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ক্লান্ত গোপালদাসের সঙ্গে অনেক সঙ্গী, লোকলস্কর। হঠাৎ সকলে দেখতে পেলেন বনের মধ্য থেকে ধোঁয়া উঠছে। অনেক ঘণ্টার শব্দ শুনেছিলেন রাজা। এই গভীর বনে কে বাস করে? তখনও রাখালরাজ রামকানু গোস্বামীর ছোট কুটিরেই পূজিত হন। রাজা খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হন সেই কুটিরে। দেখেন রামকানুর ভক্তি।

তিনি মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কাছ থেকে এই অঞ্চল ইজারা নিয়েছিলেন। কিন্তু এই জমিতে যে একজন বাস করছেন সে ঘটনা তাঁর অজানা। রামকানু একথা শুনে তাঁদেরকে ভোগের প্রসাদ খেয়ে যেতে বললেন। রামকানুর কথা শুনে হাসেন রাজা। তাঁর সঙ্গে প্রায় শতাধিক লোক। এত লোকের মুখে অন্ন কী করে তুলে দেবেন রামকানু। একটি ছোট হাঁড়িতে রাখালরাজের জন্য প্রসাদ তৈরি হচ্ছে। একটু ব্যঙ্গই করেন রাজা। কিন্তু রামকানাই একেবারে নিশ্চিন্ত। বিনীতভাবে বলেন, 'সকলেই রাখালরাজের প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন। আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করবেন না।'

দেবতাকে ভোগ নিবেদন করে সকলের পাতে অন্ন দিলেন রামকানাই। অন্ন দিয়েই যান, যত দেন কিন্তু তা কম পড়ে না। রাজা গোপালদাস অবাক হয়ে দেখেন, দেবতার এ কী মহিমা। তিনি রামকানাইকে বলেন, যে দেবতাকে তিনি জাগ্রত করেছেন, সেই দেবতার জন্য কিছু জমি দান করতে চান। কত জমি তিনি দেবেন, যাতে রাখালরাজ তুষ্ট হতে পারেন? এটি নির্ণয় করার জন্য রাজা গোপালদাস তাঁর ঘোড়াটি ছুটিয়ে দিলেন। ঘোড়া যতদূর দৌড়াতে পারল ততখানি ভূমি রাখালরাজের। কত জমি দৌড়েছিল সেই ঘোড়া? সাড়ে সাতশো বিঘে অঞ্চল ঘোড়া অতিক্রম করেছিল, সেই জমি রাজা গোপালদাস রাখালরাজের নামে দেবোত্তর করলেন। এরপর তাঁর মনে হল, রাখালরাজের সঙ্গে তিনি কীভাবে সংযুক্ত থাকবেন? বুদ্ধি করে স্থির করলেন যে জমি তিনি দেবোত্তর করলেন, সেই জমি ও তার পাশের অংশ সেইদিন থেকে গোপালদাসপুর নামে চিহ্নিত হবে। এই কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য কিছু সমাপতন লক্ষ করা যায়। যিনি পূজারি ও ভক্ত তাঁর নাম রামকানাই। রাম ও কৃষ্ণের মেলবন্ধন। রাজার নাম গোপাল। তিনি রাখালরাজের জন্য জমি দান করলেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি ধন্দ সৃষ্টি করে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, কেউ বলেন বর্গি আক্রমণের ভয়ে, আবার কারও মতে কালাপাহাড়ের ভয়ে রামকানাই গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের মানুষ। তার ওপর কখনও কোনও গৃহদেবতার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন বলে জানা যায় না। বর্গিদেরও নিশানা দেববিগ্রহ ছিল না। তারা ধনসম্পত্তি লুট করত, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। হয়তো সেই ভয়েই রামকানাই নিজের গ্রাম ত্যাগ করে ভিন্ন দেশবাসী হন। ভিন্ন জনশ্রুতি অনুযায়ী গোপালদাস শুধু নন, মুর্শিদকুলি খাঁ নাকি রামকানাইয়ের কুটিরে এসে জল চেয়েছিলেন। তখন রামকানাইয়ের স্ত্রী এক ঘটি জলে সৈন্য সহ মুর্শিদকুলি খাঁয়ের তৃষ্ণা মেটান। তখন তিনি রাখালরাজের জন্য জমি দেবোত্তর করেন।

তৃতীয় যে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়, মন্দিরে রাখালরাজের সঙ্গে রঘুনাথের বিগ্রহের অবস্থান। মন্দিরে কেবল রাখালরাজ নন, তাঁর সঙ্গে আছেন আরও দুটি বিগ্রহ। একজন গোপীনাথ, যাঁকে নিয়ে রামকানাই গৃহত্যাগ করে পথচারী হয়েছিলেন। যাঁকে পুজোর জন্য ফুল না দিতে পারায় অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। গোপীনাথের বিগ্রহের রং রাখালরাজের মতো আকাশি-নীল, তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। তিনি রাখালরাজের বাম দিকে বিরাজিত ছোট্ট মূর্তি। আর ডানদিকে রঘুনাথ। তাঁর গায়ের রং হল সবুজ। তিনি রাখালরাজের যে হাতে লাঠি সেই দিকে অর্থাৎ ডান দিকে বসে।

এই রঘুনাথের মূর্তি কেন এল? কারও মতে প্রথমে রঘুনাথকে নিয়েই ঘর ছেড়েছিলেন রামকানাই। পরে গোপীনাথ, তারপর রাখালরাজ। রঘুনাথ হলেন বালক রাম। যদি তিনিই আগে অধিষ্ঠিত হন তবে রামকানাইয়ের পুত্রদের নাম নিমাইচাঁদ, বলদেব, রাখালরাজ রাখলেন কেন? কিন্তু আবার মন্দিরের নিয়ম অনুসারে যে দোলমঞ্চ আছে সেই দোলমঞ্চতে দোল হয় রামনবমীর সময়। বাসন্তী দোল যা কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা কিন্তু এখানে হয় না। এর কারণ কী? কেন রামের জন্মতিথি প্রাধান্য পায়? এই মন্দির, তার ইতিহাস, বিশেষ করে অসাধারণ দারুমূর্তির অবস্থান অন্য মন্দিরের তুলনায় বেশ খানিকটা অবহেলিত বলে মনে হল। রামকানাই গোস্বামীর দুই ছেলে নিমাইচাঁদ ও বলদেবের বংশধরেরা মাসের পনেরো দিন রাখালরাজের সেবা করেন।

মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অখণ্ড নামগান। যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকে ততক্ষণ নামগান চলে। তবে দেবতারূপে রাখালরাজ একেবারে আদুরে, বিচ্ছু একটা বালক। তাঁর সাতটায় ঘুম ভাঙে, তারপর তাঁর নানাবিধ লীলা শুরু হয়। বাম হাতে ননী বা মাখনের টুকরো নিয়ে অন্য হাতের লাঠি দেখিয়ে অসাধারণ দুরন্তপনা। বিকেলের আলো যখন নিভে আসে, তখন সকলের মধ্যে সাজোসাজো রব। মন্দিরে আরতি হয়ে গেলেই শীতল ভোগ। তারপর মন্দিরের দরজা কেবল বন্ধ করলে হবে না। পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করতে হবে। কেউ সেই বট-বীথিকার এক কোণে বসারও অনুমতি পান না। তখন রাখালরাজ যে প্রাচীন বট গাছ তার বাহু বিস্তার করে ছড়িয়ে দিয়েছে অনন্তের দিকে, সেই গাছের ডালে বসে দোল খান অন্য গোঠের রাখালদের সঙ্গে। বৃন্দাবনস্থ নিধুবনের মতোই এই স্থানে রাতে বাস করতে চাইলে নাকি বিপদের সম্ভাবনা। কখনও সাপ, কখনও বাঘ, কখনও জোনাকির চাইতে বড় আলো বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে চারিদিক। দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয় অনেকেরই। এই মন্দিরের চত্বরটুকুই খালি সবুজ। তারপরে একদিকে ধু-ধু মাঠ। কোনও একটা বাড়ি নেই পর্যন্ত। কারও সাহসই নাকি নেই সেই চত্বরে বাস করার। জেদ করে পরীক্ষা করতে গেলেই সারারাত জ্বলতে থাকা মন্দিরের আলোও টুপ করে নিভে যায় আপনা থেকেই। আপনি এর জন্য যশোদানন্দনকে দোষ দিতে পারবেন না মোটেই। তাঁর তো কাজই খেলা করা। কখনও বিশ্ব নিয়ে, কখনও মানুষের মন নিয়ে। এই রাখালরাজই মন বৃন্দাবনের খোঁজ দেন যে! সুতরাং তাঁকে বকুনি দেবেন না যেন। শুধু ঘুরতে ঘুরতে অনুভব করবেন, জগতের মধ্যেও কিছু স্থান জগৎছাড়া হয়।

মাঘীপূর্ণিমার দিন অভিষেক হয়ে গেলে বিরাট মেলা বসে কিন্তু তাও সন্ধের মধ্যে ভেঙে যায়। রাখালরাজকে খেলতে দিতেই হবে। তবে তাঁকে শুধু দুষ্টু, অবুঝ ভাববেন না পাঠক। ব্রজের রাখাল কিন্তু যে তাঁকে প্রণাম করতে যায়, তাকেই বসে অন্নপ্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। দিনকাল দুর্মূল্য বলে এখন পঞ্চাশ টাকা করে প্রতি ভক্তের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ ধার্য করেছেন। তাতে অসুবিধে নেই, ভক্তের চোখের জলে নাকি রাখালরাজের চোখেও জল আসে। বিশেষ করে সন্তানহীন দম্পতি নাকি তাঁর কৃপা পায়-ই। তিনি কী দেবেন, তা নিয়ে ইতিহাস গড়ে ওঠে না। কালের বক্ষে যখন মহাকাল নেমে আসেন, তখন তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস রচিত হয়।

এসআইপি-কে সুরক্ষা দেবে এসডব্লিউপি

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বর্তমানে বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। ছোট থেকে বড় সব লগ্নিকারীর কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। এর যেমন একাধিক সুবিধা রয়েছে, তেমনই কোন সময়ে আপনি ওই প্ল্যান থেকে বেরিয়ে আসবেন তার ওপর এর থেকে পাওয়া মুনাফার অঙ্ক নির্ভর করে।

একটি উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন এক বিনিয়োগকারী ২০১৫ থেকে এসআইপি করা শুরু করেছেন। লক্ষ্য ২০২৫-এ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের করপাস তৈরি করা। সব কিছু ঠিক চললে হয়তো সেই লক্ষ্য পূরণও হত। কিন্তু ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে শেয়ার বাজারে সংশোধন ওই মুনাফার অঙ্ক প্রকল্প ভেদে ১৫-৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে। এই পতন ওই বিনিয়োগকারীর আর্থিক লক্ষ্য পূরণ করতে দেয়নি। অর্থাৎ এসআইপি চলাকালীন একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে একটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন বিনিয়োগকারীর সমস্ত আশা, গণনাকে উলটে দিতে পারে। এখানেই প্রয়োজন এসডব্লিউপি বা সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান।

বিনিয়োগের জন্য কোনও এসআইপি বেছে নেওয়ার পর বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে এসডব্লিউপি। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের বিনিয়োগ আগে ঠিক করে রাখা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পর্যায়ক্রমে তুলে নেওয়ার সুযোগ দেয়।

এসডব্লিউপি কী?

এসডব্লিউপি হল মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে লগ্নিকারীদের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে লগ্নি ধাপে ধাপে তুলে নেওয়ার পদ্ধতি। যা নিয়মিত আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য এসডব্লিউপি বিশেষ আকর্ষণীয় হতে পারে। এসআইপির রিটার্ন সুরক্ষিত করতে এসডব্লিউপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

সুবিধা

■ **নিয়মিত আয় :** একটি নির্দিষ্ট উইথড্রয়াল অ্যামাউন্ট নির্ধারণ করলে সেই সময়ে আপনার হাতে ওই অর্থ আসবে। এর পাশাপাশি আপনার প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর পর বাকি অর্থে নতুন কোনও বিনিয়োগ শুরু করা যেতে পারে।

■ **কর ছাড় :** অন্যান্য উপায়ের তুলনায় এতে কর সাশ্রয় হতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের ওপর ভিত্তি করে মূলধন এবং মূলধন লাভ হিসেব করে কর ধার্য করা হয়। ফলে এক লপ্তে টাকা তোলার তুলনায় প্রদেয় করের পরিমাণ কমে।

■ **লগ্নির ধারাবাহিকতা :** যখন আপনি লগ্নি করা তহবিল ধাপে ধাপে তুলে নেবেন, তখন আপনার অবশিষ্ট তহবিলের অংশটি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বজায় থাকছে। তাই আয়ের পাশাপাশি লগ্নির ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে।

কীভাবে কাজ করে

প্রথমে আপানাকে কত সময়ের ব্যবধানে কত টাকা তুলতে চান তা স্থির করতে হবে। আপনি যত টাকা তুলতে চাইবেন সেই অনুযায়ী ওই ফান্ডের ইউনিট বিক্রি করবে ফান্ড হাউস। ন্যাভ যেহেতু পরিবর্তিত হয়, আপনার বিক্রিত ইউনিটের সংখ্যাও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

ধরা যাক, আপনি কোনও ফান্ডের ১০ হাজার ইউনিট কিনেছেন যার বর্তমান ন্যাভ (এনএভি) ১০ টাকা। প্রতি তিন মাস অন্তর আপনি তিন হাজার টাকা তুলতে চান। তাহলে যতগুলি ইউনিট বিক্রি করলে তিন হাজার টাকা হবে, ততগুলি ইউনিট বিক্রি করা হবে। ন্যাভ যত বৃদ্ধি পাবে আপনার বিক্রিত ইউনিটের সংখ্যাও তত কমতে থাকবে। তাই একদিকে যেমন আপনার নিয়মিত ব্যবধানে টাকা আসবে হাতে, তেমনই লগ্নি করা বাকি ইউনিটগুলির বৃদ্ধির সম্ভাবনা বজায় থাকবে।

কাদের জন্য এসডব্লিউপি সেরা?

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিতে ঝুঁকি থাকে। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাঁদেরই ফান্ডে বিনিয়োগ করা উচিত। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাঁরা সম্পদ বৃদ্ধি করতে চান তাঁরাই ফান্ডে বিনিয়োগ করেন। আর যখন বিনিয়োগ থেকে নিয়মিত আয়ের প্রয়োজন হয় যেমন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাঁদের জন্য এসডব্লিউপি সেরা বিকল্প হতে পারে।

এসআইপি এবং এসডব্লিউপি

আপনার আর্থিক লক্ষ্য এবং বয়স বিবেচনা করে বাছতে হবে এসআইপি বা এসডব্লিউপি। আপনার যখন বয়স কম অর্থাৎ সম্পদ বাড়ানোর পর্যায় চলছে তখন অবশ্যই এসআইপি বেছে নিতে হবে। অন্যদিকে, যখন আপনার বিনিয়োগ তহবিল যথেষ্ট গড়ে উঠেছে এবং সেখান থেকে নিয়মিত আয়ের প্রয়োজন তখন আপনাকে বেছে নিতে হবে এসডব্লিউপি। এখানে মনে রাখতে হবে এসআইপি এবং এসডব্লিউপি একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া যায়। তাই বিনিয়োগ শুরু থেকে এসআইপি করার কিছু দিন পর থেকে এসআইপি এবং এসডব্লিউপি দুটি চালিয়ে যাওয়া এবং তারপরে এসআইপি বন্ধ করে শুধু এসডব্লিউপি পদ্ধতি চালানো যেতে পারে।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে যে কোনও বিনিয়োগের জন্য আর্থিক লক্ষ্য থাকা জরুরি। সেই আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনামাফিক লগ্নি করতে হবে। লক্ষ্য এগিয়ে আসার পর আপনার সম্পদকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে এসডব্লিউপির সাহায্য নেওয়া যায়।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

২০২১-এর ফেব্রুয়ারির পর এমন একটি দুর্দান্ত উত্থানের সপ্তাহ দেখল ভারতীয় শেয়ার বাজার। ৫ দিনের শেষে সেনসেক্স ৩০৭৬ পয়েন্ট উঠে ৭৬৯০৫.৫১ পয়েন্টে পৌঁছেছে। অন্যদিকে নিফটি ৯৫৩.২ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে। কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও এই উত্থান ফের শেয়ার বাজার নিয়ে আগ্রহ ফিরিয়ে আনল লগ্নিকারীদের। যদিও এখনই সুদিন ফিরে এসেছে বলা যাবে না। এই উত্থান ধরে রাখতে পারলে তবেই ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু করতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

সূচকের এই উত্থানের নেপথ্যে যে কারণগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল (১) এই সপ্তাহে ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে তারা লাগাতার শেয়ার বিক্রি করে আসছিল। বিদেশি আর্থিক সংস্থার লগ্নি শেয়ার বাজারে সুদিন ফেরাতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। (২) চলতি মাসে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখলেও এই বছরে দুই দফায় সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। যা সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হওয়ার প্রভাব পড়েছে এদেশেও। (৩) আমেরিকার ১০ বছর মেয়াদের বন্ড ইল্ড ৪.৫ শতাংশ থেকে নেমে হয়েছে ৪.২২৭ শতাংশ। অন্যদিকে ২ বছর মেয়াদের বন্ড ইল্ড ৪.২৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩.৯৫ শতাংশ। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। (৪) মার্কিন ডলার ইন্ডেক্স ১০৪-এ স্থিতিশীল হওয়ার পাশাপাশি এক ডলারের বিনিময়মূল্য কমে হয়েছে ৮৫ টাকা ৯৭ পয়সা। টাকার দাম বাড়ায় তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে।

এর পাশাপাশি ভারতীয় শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে বড় ভূমিকা নিয়েছে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক রেটিং এবং আর্থিক সংস্থা। শেয়ার বাজার, দেশের জিডিপি, মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ে তাদের ইতিবাচক পূর্বাভাস শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরিয়েছে লগ্নিকারীদের। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় এপ্রিলের ঋণ নীতিতে সুদের হার (রেপো রেট) আরও ০.২৫ শতাংশ কমার আশা করা হচ্ছে। এই আশায় ভর করে শেয়ার বাজারে লগ্নি বাড়ছে। সব মিলিয়ে ভরা বসন্তের পরিবেশ ফিরেছে শেয়ার বাজারে। আশার সঙ্গে আশঙ্কার পাল্লাও কম নেই। আমেরিকার শুল্ক নীতির পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদি যে কোনও সময়ে বাজারে ধস নামাতে পারে। সাম্প্রতিক সংশোধনে বহু শেয়ারের দাম বাস্তবসম্মত স্তরে নামলেও এখনও অনেক শেয়ারের দাম উঁচুতে রয়েছে। যা আগামী দিনে ফের শেয়ার বাজারে বড় পতন ঘটাতে পারে।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়ার পর কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা ও রুপোর দাম। আগামী কয়েক সপ্তাহ একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে পারে এই দুই ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **বরুণ বেভারেজ :** বর্তমান মূল্য-৫৩৭.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৮১/৪১৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮১৯২৭, টার্গেট-৬৫০।

■ **ফেডেরাল ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৮৭.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৭/১৪৮, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৭২-১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৫৯৯৪, টার্গেট-২৪৫।

■ **এক্সাইড ইন্ড :** বর্তমান মূল্য-৩৫৮.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২০/৩০২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৪০-৩৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৪৮৫, টার্গেট-৪৫০।

■ **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৪২.৪২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/২১৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২২৫-২৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৪৯৭১, টার্গেট-২৯০।

■ **বায়োকন :** বর্তমান মূল্য-৩৪৪.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪০৪/২৪৮, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩২৫-৩৩৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৩১২, টার্গেট-৪১০।

■ **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-৭৫৩.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯১২/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭২০-৭৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৭২২০২, টার্গেট-৮৩৫।

■ **নেটওয়ার্ক পিপল (এনপিএসটি) :** বর্তমান মূল্য-২২৭৭.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫৭৭/১০৮০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২০৫০-২১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪১৬, টার্গেট-২৭৮০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

● **সেক্টর :** ব্যাংকিং ● **বর্তমান মূল্য :** ১০৫
● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৯০/১৫৭
● **মার্কেট ক্যাপ :** ৪৮১৮৫ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ১৬২.৫৫
● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.৬৫ ● **ইপিএস :** ১৮.৭১ ● **পিই :** ৫.৬৬ ● **পিবি :** ০.৬৬
● **আরওসিই :** ৫.৬৯ শতাংশ
● **আরওই :** ৯.৯৮ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৬৫

একনজরে

■ দেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।

■ এই ব্যাংকের ৫১৭৭টি ব্রাঞ্চ, ৩৪৬৮৩টি কাস্টমার টাচ পয়েন্ট, ৮২৩৪টি এটিএম এবং ২১২৭২টি বিজনেস করেসপন্ডেন্টস রয়েছে।

■ দেশের বাইরে ১৫টি দেশে ব্যবসা রয়েছে এই ব্যাংকের। মোট আয়ের ১৫ শতাংশ আসে বিদেশ থেকে।

■ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নতুন দুই পণ্য ‘স্টার ফ্যামিলি সেভিংস অ্যাকাউন্ট’ এবং ‘স্টার রুফটপ সোলার প্যানেল ফিন্যান্স’ জনপ্রিয় হয়েছে।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই ব্যাংক।

■ বিগত ৫ বছরে ২৫.৫ শতাংশ সিএজিআর হারে মুনাফা বৃদ্ধি হচ্ছে এই ব্যাংকের।

■ বুক ভ্যালুর থেকে অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে এই শেয়ার।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে ৭৩.৩৮ শতাংশ শেয়ার। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৬.৪১ শতাংশ এবং ২.৯২ শতাংশ শেয়ার।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে ব্যাংকটির মুনাফা ৩৫ শতাংশ বেড়ে ২৫১৭ কোটি টাকা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ভীতি জয় করে দুরন্ত উত্থান শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

এভাবেই ফিরে আসা যায়। মাত্র কয়েকদিন আগেও তীব্র পতনে আতঙ্কিত বিনিয়োগকারীরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। বাজার আরও নামতে পারে, এফআইআইরা আরও বিক্রি করবে, ভারতের অর্থনীতি আরও বিপদে পড়তে পারে-- এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে নিফটি প্রায় ১৩০০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সপ্তাহে ৩০০০ পয়েন্টের বেশি উত্থান সেনসেক্সের। মাত্র এক সপ্তাহে নিফটি বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.২৬ শতাংশ। সেনসেক্স বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.১৭ শতাংশ। বিএসই স্মল ক্যাপ এক সপ্তাহে লাফ দিয়ে উঠেছে ৭.৮৭ শতাংশ। বিএসই মিড ক্যাপ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.০৯ শতাংশ। যদিও এখনও গোটা বছরের জন্য স্মল ক্যাপ ১৪.২৯ শতাংশ নেমে রয়েছে এবং মিড ক্যাপ ৯.৯৩ শতাংশ পতনের মধ্যে রয়েছে।

যে কোম্পানির শেয়ারগুলিতে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে দারুণ পতন হয়েছিল যেগুলি ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ অবধি পতন দেখেছিল, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এখন ফিরে আসছে। বিগত ছয় মাসে স্টারলিং অ্যান্ড উইলসন (-৬৪.৫৫ শতাংশ), হোয়ার্লপুল (-৫৯.৯৪ শতাংশ), আইটিআই (-৫৫.৮৩ শতাংশ), হোনাসা (-৫৫.২৬ শতাংশ), আদানি গ্রিন এনার্জি (-৫৪.৩৬ শতাংশ), ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক (-৫৩.৯৩ শতাংশ), আপার ইন্ডাস্ট্রিজ (-৪৯.৬৮ শতাংশ) পতন দেখেছিল। বিগত এক সপ্তাহে যে শেয়ারগুলিতে সর্বাধিক উত্থান এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল, গার্ডেনরিচ শিপইয়ার্ড (৩০.৬ শতাংশ), কেইসি ইন্টারন্যাশনাল (২৪.৯ শতাংশ), রামকৃষ্ণ ফর্জিংস (২৩ শতাংশ),বিএলএস ইন্টারকন্যাশনাল (২২ শতাংশ) বিএসই লিমিটেড (২১.৭ শতাংশ), তেজস নেটওয়ার্কস (২১.২ শতাংশ), রেমন্ড (২১.১ শতাংশ), পিবি ফিনটেক (২০.৪ শতাংশ), কেফিন টেক (২০.৪ শতাংশ) প্রভৃতি

এক সপ্তাহে কয়েক হাজার পয়েন্ট উত্থান সেনসেক্সের

দারুণ প্রত্যাবর্তন করছে ক্যাপিটাল গুডস, ক্যাপিটাল মার্কেটস, রেলওয়েজ, ডিফেন্স, রিনিউয়েবল এনার্জি প্রভৃতি সেক্টর। চিন পুনরায় ফিসকাল স্টিমুলাস দিতে পারে এই আশায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে মেটাল সেক্টর। কেবলমাত্র ২০২৫-এ মেটাল বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৯২ শতাংশ (বিএসই)। যদি প্রশ্ন হয় ঠিক কী কী কারণে ভারতীয় শেয়ার বাজারে আবার পজিটিভ মোমেন্টাম ফিরে এল, তাহলে বলতে হয় এর পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, রিটেল ইনফ্লেশন বিগত গত মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম ৩.৬১ শতাংশতে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ (১২ মার্চ, ২০২৫)। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ৭০ থেকে ৭২ ডলারের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। যা ভারতের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে বিপুল অর্থ সরকারকে খরচ করতে হয় এবং সেটা বিদেশি মুদ্রা। এই কারণে ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া ডলার গত এক সপ্তাহ ধরে লাগাতার দুর্বল হয়ে চলেছে টাকার তুলনায়। প্রতি ডলার এখন ট্রেড করছে ৮৬ টাকায়। সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক ঘটনা হল ১৮ মার্চ থেকে এফআইআইরা ভারতীয় বাজারে আবার কেনাকাটা করা আরম্ভ করেছে। ১৮ মার্চ ৬৯৪.৫৭ কোটি টাকা এবং ২০ ও ২১ মার্চ তারা ৩২৩৯.১৪ কোটি টাকা এবং ৭৪৭০.৩৬ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে। মজার কথা হল, যে ডিআইআইরা এতদিন ধরে নাগাড়ে শেয়ার কিনে চলছিল, তারা বিগত দুটি ট্রেডিং দিনে প্রায় ৬৩০০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে।

বহু দিন পর নিফটি ৫০০-এর মধ্যে কোনও শেয়ার তার ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর দেখেনি। যে কোম্পানির শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় ওঠে তার মধ্যে রয়েছে এশিয়ান হোটেলস, অবন্তি ফিডস, বাজাজ ফিন্যান্স, চম্বল ফার্টিলাইজার, আইটিসি হোটেলস, কাবেরী সিডস, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, মানাপ্পুরাম ফিন্যান্স, শ্রী সিমেন্টস, এসআরএফ, ইউপিএল প্রভৃতি। কেবলমাত্র আশঙ্কা থেকে বহু স্টক এতটাই নীচে নেমেছিল যে, সেখান থেকে ভালো মানের কোম্পানিগুলি একটানা একটা সময় ফিরে আসতই। তবে যে নতুন বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন, বাজারের এই ফিরে আসা তাদেরকে উজ্জীবিত করবে এতে সন্দেহ নেই।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

আইপিএলের এল ক্লাসিকোর আগে প্রস্তুতিতে ডুবে মাহি

অফফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন সূর্যকুমার

চেন্নাই, ২২ মার্চ : লক্ষ্যটা দুই দলের কাছে এক। ষষ্ঠ আইপিএল ট্রফি ঘরে আনতে হবে। এই সমীকরণ নিয়ে রবিবার আইপিএলের এল ক্লাসিকোয় মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মেগা লিগে সবচেয়ে বড় দ্বৈরথে নামার আগে নিজের অফ-ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন মুম্বইয়ের কার্যনির্বাহী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

নির্বাসনের কারণে আগামীকাল চেন্নাই ম্যাচে মুম্বই তাদের নিয়মিত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে পাবে না। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যর কাছে নেতৃত্ব নতুন কোনও বিষয় নয়। কিন্তু জাতীয় দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর থেকে ব্যাট হাতে 'সূর্যোদয়ে' যেন গ্রহণ লেগেছে। তবে আইপিএল অভিযান শুরুর আগে অফ-ফর্ম নিয়ে ভাবছেন না স্কাই। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে সূর্যর রসিকতা ভরা জবাব, 'আইপিএলে কিন্তু আমি ফর্মেই আছি। জাতীয় দলে তিন নম্বরে তিলক ভার্মা প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই আমি চারে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ব্যাটিং পজিশন আমার কাছে গুরুত্ব পায় না। আমি, তিলক মাঠে নেমে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের স্কোয়াডেও গভীরতা রয়েছে। যে কেউ যে কোনও পজিশনে নামতে পারি।'

রবিবার হার্দিকের অনুপস্থিতিতে রোহিত শর্মা, সূর্য, তিলকদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। গত বছর হার্দিক-রোহিত বিতর্কে লাস্টবয় হয়েছিল মুম্বই। ব্যর্থতা ঝেড়ে নতুন শুরুর চ্যালেঞ্জও থাকবে নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজির উপর। বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব ঢাকার জন্য ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহারদের তাকিয়ে থাকবেন সূর্য।

সামগ্রিক বিচারে পিছিয়ে থাকলেও গত পাঁচটি এল ক্লাসিকোয় চেন্নাইয়ের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-১। তবে, প্রস্তুতিতে খামতি রাখছেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। রুতুরাজ গায়কোয়াড় অধিনায়ক হলেও সিএসকে-র মূল চালিকাশক্তি মাহিই। বয়স ৪০ পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাহি মগজাস্ত্রকে অস্বীকার করা মুশকিল। অনুশীলনে মজে রয়েছেন ধোনিও। এই প্রসঙ্গে স্যাম কুরান বলেছেন, 'রাত ১১.৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে ব্যাটিং করছিল ধোনি। অফুরন্ত প্রাণশক্তি। যা আমরা উপভোগ করছিলাম।'

মুম্বইকে হারাতে অবশ্য শুধু ধোনি নয়, সিএসকে শিবিরকে একটা দল হিসেবে খেলতে হবে। চেন্নাইয়ের পিচে জাদেজা-রবিচন্দ্রন অশ্বীন-মাথিশা পাথিরানার স্পিন মুম্বইয়ের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেটে ব্যাটে শান সূর্যকুমার যাদবের।

মুখোমুখি

ম্যাচ ৩৭
চেন্নাই সুপার কিংস ১৭
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ২০

গত বছর

ম্যাচ ১
চেন্নাই সুপার কিংস ১
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ০

শেষ পাঁচ দ্বৈরথ

চেন্নাই সুপার কিংস ৪
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ১

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম
রাজস্থান রয়্যালস
সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

চেন্নাই সুপার কিংস
বনাম
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

চেনা মেজাজে গ্যালারিতে বল পাঠানোর প্রস্তুতিতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

বিশ্বকাপ থেকে এক পয়েন্ট দূরে আর্জেন্টিনা

মন্টেভিডিও, ২২ মার্চ : চোটের কারণে ছিলেন না 'গোট' লিওনেল মেসি। নেই শেষ কোপা আমেরিকা জয়ের নায়ক লওটারো মার্টিনেজ। দলে থাকলেও মাঠে নামেননি মিডফিল্ড জেনারেল রডরিগো ডি পল। তা সত্ত্বেও মার্সেলো বিয়েলসার শক্তিশালী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে জয় আটকাল না বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। এই উরুগুয়ের কাছেই দুই বছর আগে বিশ্বকাপের যোগ্যতার্জন পর্বে ০-২ গোলে হারতে হয়েছিল মেসিদের।

শনিবার ভোরে ২৩ বছরের থিয়াগো আলমাদা ২৫ গজ দূরের কোণাকুণি শটে আর্জেন্টিনাকে জেতালেন। এর ফলে তারা ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দূরে।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ফিরছেন দে পল

পরের ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ড্র করলেই মিলবে পরের বিশ্বকাপের ছাড়পত্র।

যদিও এদিন শুরুটা একদমই বিশ্বজয়ীদের মতো হয়নি হুলিয়ান আলভারেজদের। তবে দ্বিতীয়ার্ধে স্বমহিমায় ফেরে আলবিসেলেস্তে ব্রিগেড। মাঝমাঠে খেলা ধরেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। তাঁর দাপটে ম্লান হয়ে যান উরুগুয়ের ফেডেরিকো ভালভের্দে, রডরিগো বেন্টানকুররা।

তবে জয়ের পর দলগত প্রচেষ্টার প্রশংসা পাওয়া গেল আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির গলায়। তাঁর মন্তব্য, 'শুধু জিতেছি বলে নয়, দলের খেলায় আমি সন্তুষ্ট।'

প্রথম দলের একাধিক ফুটবলার ছাড়াই বিয়েলসা বাহিনীকে হারানোর পর নতুনদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত স্কালোনি বলেছেন, 'যখনই কোনও সিনিয়ার দলের বাইরে গিয়েছে নতুনরা সেই অভাব পূরণ করেছে। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছাড়া খেলছি আমরা।

যখনই কোনও সিনিয়ার দলের বাইরে গিয়েছে নতুনরা সেই অভাব পূরণ করেছে। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছাড়া খেলছি আমরা। কিন্তু নতুনরা মাঠে নেমে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। বড় নামের আগে দলগত পারফরমেন্সই আমাদের ভরসা।

লিওনেল স্কালোনি

কিন্তু নতুনরা মাঠে নেমে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। বড় নামের আগে দলগত পারফরমেন্সই আমাদের ভরসা।' একইসঙ্গে স্কালোনি বলেছেন, 'ব্রাজিলের বিরুদ্ধে রডরিগো খেলবে।'

এই দলগত পারফরমেন্স ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয় এনে দিতে পারে কি না সেদিকেই তাকিয়ে থাকবেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা।

« গোলস্কোরার থিয়াগো আলমাদাকে নিয়ে সেলিব্রেশন লিওনার্দো পারেদেসের।

ব্যাটিং ঝড় তোলার অপেক্ষায় হায়দরাবাদ

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের প্রস্তুতিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা।

হায়দরাবাদ, ২২ মার্চ : ২৮৭/৩, ২৭৭/৩, ২৬৬/৭। স্কোরগুলির মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? গত বছর আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটিং তাণ্ডব এই তিনটি বিশাল স্কোরের জন্ম দিয়েছিল। ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা, হেনরিচ ক্লাসেনরা এবারও হায়দরাবাদে রয়েছেন। ফলে রবিবার ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে আরও একবার ব্যাটিং ঝড় তোলার অপেক্ষায় অরেঞ্জ ব্রিগেড।

নিলামে বেশকিছু নতুন মুখ এলেও গতবারের রানার্স হায়দরাবাদ শিবির মূল ব্যাটিং ইউনিটকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে ঈশান কিষানের মতো পাওয়ার হিটারের উপস্থিতি। ওপেনিংয়ে হেডের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার উঠতি তারকা অভিষেক। গতবার এই ওপেনিং জুটি দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পাওয়ার প্লে-তে ১২৫ রান তুলে ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০-তে ৫৪ বলে ১৩৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে রেখেছেন অভিষেক। আগামীকাল পাঞ্জাব কা পুত্তর অভিষেকের ব্যাট প্রথম বল থেকে কথা বললে রাজস্থান শিবিরের চাপ বাড়তে বাধ্য।

অজি তারকা হেডের দানবিকতা নিয়ে নতুন করে শব্দ খরচ না করলেও চলে। এবার আইডেন মার্করামের বদলে তিন নম্বরে নামবেন ঈশান। বিসিসিআইয়ের জাতীয় চুক্তি, টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়ার পর ঈশানের জন্য এবারের আইপিএলের জবাবি মঞ্চ হতে চলেছে। হায়দরাবাদ ইনিংসের ফিনিশিংয়ের দায়িত্ব থাকবে হেনরিচ ক্লাসেন ও নীতীশ কুমার রেড্ডির উপর। ২৩ কোটি টাকায় প্রোটিয়া বিগহিটার ক্লাসেনকে রিটেইন করেছে হায়দরাবাদ। সেই প্রতিদান দেওয়ারও চ্যালেঞ্জ থাকবে ক্লাসেনের উপর। নীতীশের চোট সারিয়ে ওঠা প্যাট কামিংস ব্রিগেডের শক্তি নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়েছে। সবমিলিয়ে পাওয়ার-প্যাক ব্যাটিংয়ে হায়দরাবাদের থেকে আগামীকালই তিনশোর স্কোর দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বাইশ গজও কিন্তু ব্যাটারদের জন্য রানের হাতছানি নিয়ে তৈরি।

ব্যাটিং মূলশক্তি হলেও এবার বোলিং ব্রিগেডকেও শক্তিশালী করেছে নিজামের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি। অধিনায়ক কামিংসকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ মহম্মদ সামি, জয়দেব উনাদকাতের সঙ্গে ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট হর্ষল প্যাটেলরা রয়েছেন। যা রাজস্থান ব্যাটারদের কাজ কঠিন করবে। রাহুল চাহার, অ্যাডাম জাম্পার লেগস্পিন সামলানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে রয়্যালসের উপর।

আগামীকালের দ্বৈরথে রাজস্থান শিবির কিছুটা ব্যাকফুটে থেকেই নামবে। জস বাটলারের না থাকা রাজস্থান শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা। নিয়মিত অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনও আঙুলের চোটের জন্য প্রথম তিন ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। গতবার গ্রুপ পর্যায়ের পাশাপাশি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে হায়দরাবাদের কাছে হেরে ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল রাজস্থানের। সেই হিসেব মেটানোর জন্য ব্যাটিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল, নীতীশ রানা, রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমেয়ারদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। সঞ্জুর পরিবর্তে তিন ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন রিয়ান। ফলে প্রথমবার আইপিএলের মঞ্চে অধিনায়ক হওয়ার চাপ সামলাতে হবে তাঁকে। পেস ব্রিগেডে জোফ্রা আর্চার-অভিজ্ঞ সন্দীপ শর্মার যুগলবন্দির উপর গোলাপি ব্রিগেডের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা ও মহেশ থিকশানার জুটি ক্লাসেনদের স্পিন দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইবে। কিন্তু বোলিং বিভাগে গভীরতার অভাব চিন্তায় রাখবে রয়্যালস ব্রিগেডকে।

মুখোমুখি

ম্যাচ ২০
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১১
রাজস্থান রয়্যালস ৯

গত বছর

ম্যাচ ২
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২
রাজস্থান রয়্যালস ০

শেষ পাঁচ দ্বৈরথ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৩
রাজস্থান রয়্যালস ২

পিছিয়ে থেকে নামছে রাজস্থান

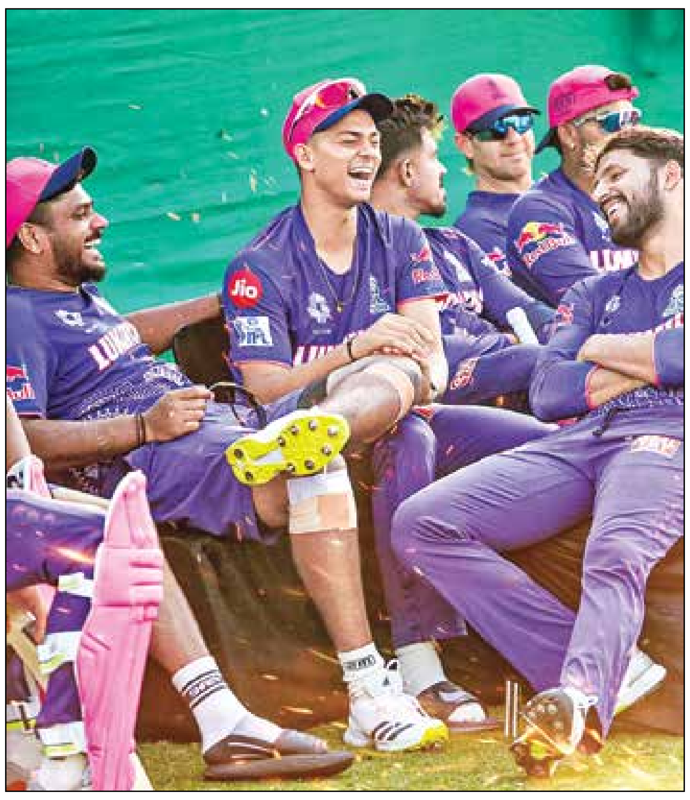

চাপমুক্ত যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেলরা হাসিঠাট্টায় মেতে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে।

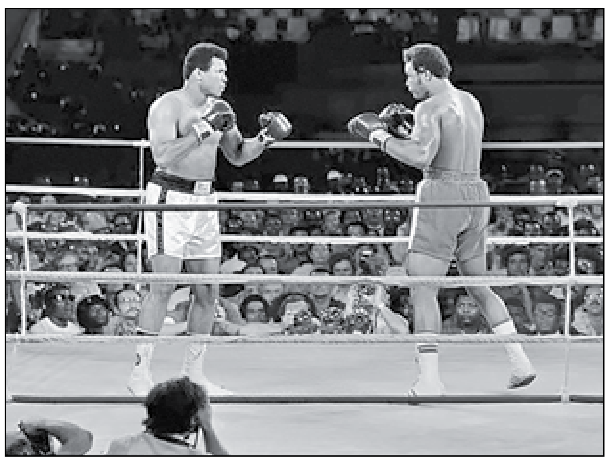

মহম্মদ আলির সঙ্গে সেই স্মরণীয় দ্বৈরথে জর্জ ফোরম্যান। ১৯৭৪ সালে।

চলে গেলেন রাম্বল ইন দ্য জাঙ্গলের ফোরম্যান

লন্ডন, ২২ মার্চ : ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর। কঙ্গোর কিনসাসায় বসেছিল 'রাম্বল ইন দ্য জাঙ্গল'। যেখানে ২৫ বছরের জর্জ ফোরম্যানের মুখোমুখি হন মহম্মদ আলি। সেই দ্বৈরথের সাক্ষী থাকার জন্য গ্যালারিতে বসেছিলেন ৬০ হাজার জন। অনেকের কাছেই যা ছিল গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়াযজ্ঞ। ২০১৬ সালে চলে গিয়েছেন আলি। এবার প্রয়াত হলেন ফোরম্যানও। শুক্রবার ৭৬ বছর বয়সি বক্সিং কিংবদন্তির মৃত্যুর খবর সামাজিকমাধ্যমে জানিয়েছে তাঁর পরিবার। যেখানে লেখা হয়েছে, 'দুঃখের সঙ্গে আমরা জর্জ ফোরম্যান সিনিয়ারের মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি। পরিবারের সামনেই ২১ মার্চ তিনি শান্তিতে চিরনিদ্রায় গিয়েছেন।'

সেই লড়াইয়ে আলির কাছে ফোরম্যান হেরে গেলেও দুইবার হেভিওয়েট সেরার খেতাব জিতেছিলেন। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকেও তাঁর নামের পাশে সোনা ছিল। যদিও সবাইকে অবাক করে ২৮ বছরে তিনি অবসর নিয়ে নেন। টেক্সাসে ধর্মযাজক হিসেবে শুরু করেছিলেন নতুন জীবন। যদিও ১০ বছর পর আবার বক্সিংয়ে ফিরেছিলেন। ১৯৯৪ সালে মাইকেল মুরারের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থাকার সময় জোড়া ঘুষিতে বিপক্ষকে নকআউট করে সবচেয়ে বেশি বয়সে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার রেকর্ড গড়েন ফোরম্যান। যে নজির ২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

জয় দিয়ে ইংল্যান্ডে শুরু টুচেল জমানা

লন্ডন, ২২ মার্চ : জয় দিয়েই ইংল্যান্ড কোচ হিসেবে নিজের যাত্রা শুরু করলেন টমাস টুচেল। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে হ্যারি কেনরা ২-০ গোলে হারিয়েছে আলবেনিয়াকে। থ্রি লায়ন্সের হয়ে গোল দুটি করেন হ্যারি কেন ও মায়লেস লুইস-স্কেলি।

২০ মিনিটে স্কেলির গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। আর্সেনাল ডিফেন্ডারের এটাই ছিল জাতীয় দলের হয়ে প্রথম ম্যাচ। ৭৭ মিনিটে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় গোলটি আসে হ্যারি কেনের পা থেকে। কোচ হিসেবে প্রথম ম্যাচে জিতলেও সন্তুষ্ট নন টুচেল। ম্যাচের পর এই জার্মান কোচ বলেছেন, 'আমরা এর থেকেও ভালো খেলতে পারি। আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে শুরুটা ভালো করেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা কিছুটা ধীরগতির ফুটবল খেলেছি।'

এদিকে, অভিষেক ম্যাচে গোল করে প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন আর্সেনালের ১৮ বছরের ডিফেন্ডার স্কেলি। কোচ টমাস টুচেল তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন, 'স্কেলি দুর্দান্ত ফুটবলার। জাতীয় শিবিরেই সবার নজর কেড়ে নিয়েছিল।' টুচেলের পাশাপাশি সতীর্থ ফুটবলার ডেকলান রাইসও এই নবাগত ডিফেন্ডারের প্রশংসা করেন। তিনি বলেছেন, 'স্কেলি আমাদের সম্পদ। ক্লাব কিংবা জাতীয় দল, সব জায়গায় অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দেয়। প্রতিদিন নিজের পারফরমেন্সে উন্নতি করে চলেছে স্কেলি।'

বিশ্বকাপে মিশর

আদিস আবাবা, ২২ মার্চ : বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছোল মিশর। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ইথিওপিয়াকে। ৩১ মিনিটে মিশরের হয়ে প্রথম গোলটি করেন তারকা ফুটবলার মহম্মদ সালাহ। ৪০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আহমেদ সৈয়দ। আপাতত এই জয়ের সুবাদে আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে গ্রুপ 'এ'-তে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মিশর। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বুরকিয়া ফাসো ৫ পয়েন্টে পিছিয়ে তাদের থেকে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী দল সরাসরি বিশ্বকাপের মূলপর্ব খেলবে। তাই ১ ম্যাচ বাকি থাকতেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে মহম্মদ সালাহর দেশ।

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় দলে ম্যাকারটন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মার্চ : মাত্র ২১ বছর বয়সেই বাবার জুতোয় পা গলিয়ে জাতীয় দলের দরজা খুলে ফেললেন ম্যাকারটন লুইস নিকসন।

আইএসএলে খেলছেন বছর দেড়েকেরও কিছু কম। বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড থেকে এই মিডফিল্ডারকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দলে ডেকে নেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি। তবে তাঁকে নর্থইস্টে নিয়ে আসার পিছনে মান্দার তামানে ও নৌশাদ মুসার অবদান সবথেকে বেশি। আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে জন আব্রাহামের দলের হয়ে নিয়মিত খেলেছেন ম্যাকারটন। এই কর্ণাটকি মিডফিল্ডারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী বেনালির সতর্কবার্তা, 'ম্যাকারটন অত্যন্ত প্রতিভাবান। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ওর সামনে। শুধু ওকে পা মাটিতে রেখে চলতে হবে।' তিনি মাটিতে পা রেখে চলবেন কিনা, তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে তাঁর খেলা যে মানোলো মার্কুয়েজেরও চোখে পড়েছে তা জাতীয় দলের ম্যাকারটনকে ডেকে নেওয়ার মধ্যেই স্পষ্ট। মূলত মনবীর সিং, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতের পর ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজের চোটের ফলে মাঝমাঠে পরিবর্ত দরকার ছিল ভারতীয় দলে। তাই শুক্রবার উদান্তা সিংয়ের পর এদিন শিবিরে যোগ দিলেন ম্যাকারটন।

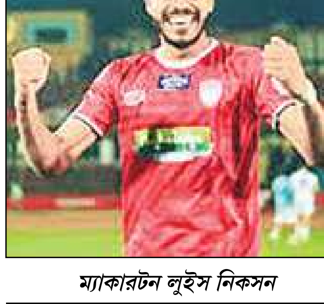

ম্যাকারটন লুইস নিকসন

ফুটবল অবশ্য তাঁর রক্তে। বাবা লুইস নিকসনও ভারতের জার্সি গায়ে খেলেছেন। ফলে বাবাকে সামনে রেখেই ফুটবলার হয়ে ওঠা ম্যাকারটনের। দুই ছেলেকেই ফুটবলার তৈরি করেছেন সিনিয়ার নিকসন। আইএসএল ওয়েবসাইটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিছুদিন আগেই তাই ম্যাকারটন জানান, তাঁরা ছেলেবেলা থেকে তাই ফুটবল ছাড়া আর কিছুই খেলেননি। শুধু তাই নয়, অন্য বাবা-মায়েরা যখন বাচ্চাকে পড়াশোনার জন্য কড়া শাসন করতেন তখন তাঁর পরিবার খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিত। ইন্ডিয়ান অ্যারোজ দলের হয়ে সম্মুগম ভেঙ্কটেশের কোচিংয়ে আই লিগেও খেলেছেন। সেসময় অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলারদের কাছে বিভিন্ন সিনিয়ারের সঙ্গে টুর্নামেন্ট খেলার ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে তরুণদের মধ্যে। লুকা মডরিচ ও নেইমারের ভক্ত এই মিডিয়ো আবার জাতীয় দলে যাঁর চোটের জন্য মূলত জায়গা পেলেন ভারতীয়দের মধ্যে সেই ব্র্যান্ডনের মতো খেলতে চান।

বাবার মতোই ভারতের হয়ে খেলতে চেয়েছেন ছোটবেলা থেকে। অবশেষে তাঁর স্বপ্ন সত্যি হল। শিলংয়ের শিবিরে যোগ দিলেও এখনও ম্যাকারটনের জানা নেই, বাংলাদেশের বিপক্ষে নীল জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারবেন কিনা। তবে সুনীল ছেত্রীর মতো একজন কিংবদন্তির পাশে পাশে থেকে দলের ট্রেনিংয়েই যে তিনি বহু কিছু শিখবেন তাতে কোনও সন্দেহই নেই। নিশ্চিতভাবেই যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে তাঁর।

মোহনবাগানের তালিকায় ইরভিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : গ্রেগ স্টুয়ার্টের দলছাড়া প্রায় পাকা। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে এখন খোঁজ চলছে নয়া অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের। আর নতুন ফুটবলার নেওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের এখন পছন্দ অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলার। ইতিমধ্যেই এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা। এই মরশুমে এসে প্রথমবারেই সাফল্য পেয়েছেন জেমি ম্যাকলারেনও।

তাই আগামী মরশুমেও অজি ফুটবলারকেই পেতে আগ্রহী মোহনবাগান। বাছাই তালিকায় এক নম্বরে আছেন তিনি। মরশুম থেকেই অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের ফুটবলার ইরভিন জ্যাকসনকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। বুন্দেশলিগার ক্লাব এফসি সেন্ট পাউলির এই মিডফিল্ডারকে এবারও দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপাচ্ছে মোহনবাগান। এছাড়া, ভারতীয়দের মধ্যে পার্থিব গগৈয়ের দিকে নজর আছে তাদের।

অষ্টাদশ আইপিএলের বোধনে আলোর ঝরনায় ভাসল কলকাতা। সাক্ষী থাকল শহিদ মিনারও। ছবি : আবির চৌধুরী

কিং কোহলিকে কিং খান তাঁর পাঠান সিনেমার বিখ্যাত গান ‘ঝুমে জো পাঠানের’ সঙ্গে তাল মেলানোর অনুরোধ করলেন। চওড়া হাসি নিয়ে বিরাট চেষ্টা করলেন। কোহলি-শাহরুখের নাচ ইডেনে আইপিএলের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মঞ্চের মূল ইউএসপি হিসেবে চিরকালীন হয়ে গেল।

সল্টের জবাবে বিরাট-রাজ ইডেনে

পাওয়ার প্লে-তে ঝড় তুললেন ফিল সল্ট।

কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৭৪/৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১৭৭/৩ (১৬.২ ওভারে)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২২ মার্চ : প্রশ্নটা ছিলই। আজ যা আরও বাড়িয়ে দিলেন ফিল সল্ট।

ইংরেজ ওপেনারকে ছেড়ে দেওয়া কতটা ঠিক হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। প্রাক্তন নাইট সল্টের ঝোড়ো ব্যাটিং দেখতে দেখতে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা হাত কামড়াতেই পারেন। আক্ষেপ হতে পারে শাহরুখ খানেরও। শনিবার রাতের ইডেন গার্ডেন্সে প্রাক্তন সতীর্থ বরুণ চক্রবর্তীদের ওপর সুনামি হয়ে আছড়ে পড়লেন।

নাইটদের ক্ষতে নুন ছিটিয়ে ৬ ওভারেই দলকে ৮০/০-তে পৌঁছে দেন সল্ট। শেষপর্যন্ত সল্টের (৫৬) ৩১ বলের ইনিংসে বরুণ ইতি টেনে দিলেও ম্যাচের রং বদলায়নি। বদলাতে দেয়নি বিরাট কোহলির নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। বোধনের অনুষ্ঠানে শাহরুখ খানের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নেচেছিলেন কোহলি। বাইশ গজে বিরাটের ব্যাটিং ছন্দে নাচলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলাররা। চারশোতম টি২০ ম্যাচকে নিজের মতো করে সাজিয়ে রাখলেন।

শুরুতে সল্ট ঝড়ের পর বাকি ইনিংসে বিরাটের (৩৬ বলে অপরাজিত ৫৯) ইডেন দখলের প্রচেষ্টায় সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ২২ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে নাইট বধে রিংটোন সেট করে নিয়ে ফিরল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ইডেনজুড়ে বিরাট আবেগের মর্যাদা রেখে সল্টের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করে নায়ক কোহলি। ত্রয়োদশ ওভারে হর্ষিত রানাকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩০ বলে হাফ সেঞ্চুরি।

যার সঙ্গে গুরুপ্রণাম। বল বাউন্ডারি লাইন পেরোনোর আগেই মাঠে এক ভক্ত। সটান মাঠের মাঝে একেবারে বিরাটের পায়ে। ভক্তকে বুকে টেনে নিলেন। ইডেনের নিরাপত্তার পাশাপাশি অনেক প্রশ্ন রেখে গেল আজিঙ্কা রাহানের বোলিং ব্রিগেডের জন্য। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার দেবদত্ত পাডিক্কালকে (৯) সুনীল নারায়ণ (২৭/১) দ্রুত ফেরালেও তাল ঠুকলেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদারও (১৫ বলে ৩৪)।

আসলে ক্রুণাল পান্ডিয়ার (২৯/৩) দুরন্ত বোলিংয়ের পর সল্ট-বিরাটদের ৫১ বলে ৯৫ রানের জুটিতে জয়ের স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে যায়। সল্ট ফেরার পর বিরাট-স্পেশালে (৩৬ বলে অপরাজিত ৫৯) চাপা পড়ে যায় নাইটদের ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা। ব্যর্থ রাহানের লড়াই, নারায়ণের অলরাউন্ড পারফরমেন্স। আসলে দিনটা একান্তভাবেই বিরাটের। বুধবার রাতে কলকাতা পা রাখা থেকে ‘সিটি অফ জয়’ বিরাটের দখলে। এদিনও যা বজায়, সকাল পর্যন্ত খেল দেখালেও যে বিরাট-শোয়ে ব্যাঘাত ঘটায়নি প্রকৃতি, বরুণদেব।

অথচ, কুইন্টন ডি কক (৪) প্রথম ওভারে ফেরার পরও ম্যাচের রাশ ছিল নাইটদের হাতেই। রাহানে-নারায়ণের শতকীয় পার্টনারশিপের স্পর্শে রীতিমতো দাপট শাহরুখ ব্রিগেডের। করব, লড়ব, জিতব রে স্লোগানে ইডেন চনমনে কেকেআর শিবির। বোধনের মঞ্চে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখেন শাহরুখ। বিরাটকে ডেকে নিয়ে স্টেজে নাচালেনও। কিন্তু তাঁর বোলারদের বিরাট নিখুঁত ব্যাটিংয়ে এভাবে নাচাবেন বুঝতে পারেননি। এটাই ক্রিকেট।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় আরসিবি। জোশ হ্যাজেলউডের ঘটনাবহুল প্রথম ওভারে তৃতীয় বলে লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে জীবন পেলেও লাভ তুলতে ব্যর্থ ডি কক (৪)। পঞ্চম বলেই আউট। প্রথম তিনে কেকেআর ৯/১। তবে আইপিএল মানে পরতে পরতে মোড় বদলের হাতছানি। সেটাই দেখালেন রাহানে। মন্থর ব্যাটিংয়ের বদনাম ঝেড়ে ক্রিকেটীয় শটের ফুলঝুরি। রাহানের যে রান-পার্টিতে যোগ দিতে দেরি করেননি নারায়ণও। নিটফল, পরের তিনে ৫১, ৬ ওভারে ৬০/১। শনিবার সকালেই কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান রাহানে। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু রাতের ইডেনে। ২৫ বলে ৫০, ৪টি ছক্কা, হাফডজন বাউন্ডারি- কে বলবে রাহানে টি২০ উপযুক্ত নয়!

আইপিএলের বোধনঘিরে তারকা সমাবেশ। ইডেনের বেল বাজান আইসিসি সভাপতি জয় শা। পাশে টেনে নেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামীকে। নাইট ইনিংসে সেখানে জুটিতে লুটি। ক্লাসিক ক্রিকেটে পথ দেখান রাহানে। পাওয়ার হিটিংয়ে রং ছড়ান সুনীল (২৬ বলে ৪৪)। যোগফল ৫৫ বলে ১০৩ রানের জুটি। ১০৭/১। কিন্তু এখান থেকেই ছন্দপতন। পরপর আউট নারায়ণ, রাহানে (৩১ বলে ৫৬)।

জোড়া শিকারে ম্যাচে ফেরা অতিথি আরসিবি-র। তবে রাহানেরা যে ভিত তৈরি করে দেন, দরকার ছিল রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেলদের ব্যাটে ঝোড়ো ফিনিশের। কিন্তু ক্রুণাল সেই ভাবনায় জল ঢালেন। গতকাল ক্রুণালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। ২৯ রানে রাহানের পর ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৬), রিঙ্কুর (৬) উইকেট ছিটকে দিয়ে আস্থার মর্যাদা রাখলেন।

রাসেলকে (৪) নিয়ে প্রত্যাশার ফানুস ভাঙে সুযশ শর্মার স্পিনে। কার্যত ওখানেই ইতি দুইশোর সম্ভাবনা। ডেথ ওভারে হ্যাজেলউড (২২/২)-যশ দয়ালদের (২৫/১) সামনে দৃষ্টিকটূ নড়বড়ে ব্যাটিং। ছটফটানি বাড়াচ্ছিল শাহরুখের। ভবি বোধহয় তখনই বুঝে গিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ১৫.৩ ওভারে ১৫০ থেকে ১৭৪-এ আটকে যাওয়া, নির্বিষ বোলিংয়ে বিরাট-সল্টদের কাছে আত্মসমর্পণের ছবি চিন্তা বাড়াল বোধনেই।

অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলিকে প্রণাম ভক্তের। ছবি : ডি মণ্ডল

ভরা ইডেনে কোহলিকে নাচালেন বাজিগর

শাহরুখ খানের সঙ্গে অন্যরকম জুটিতে বিরাট কোহলি। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মার্চ : এলেন। দেখলেন। মাতালেন। নাচালেন!

জমিয়ে দিলেন বোধনের আসর। উপহার দিলেন মায়াবী রাত। রূপকথার রাত। এমন এক রাত, যার কথা বহু বছর মনে রাখবে কলকাতা।

২০১৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের মঞ্চে জাতীয় সংগীত গেয়ে আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। সেই স্মৃতি এখনও তাজা ক্রিকেটের নন্দনকাননের। তার মধ্যেই আজ শাহরুখ খান যোগ করলেন নয়া মাত্রা। দুনিয়াকে দেখালেন, বোঝালেন তিনি কেন বাজিগর। প্রাপ্তবয়স্ক হল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। পা দিল ১৮ বছরে। সেই রাত রঙিন হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। আর সঞ্চালকের ভূমিকায় শাহরুখ থাকলে তো কথাই নেই। সন্ধ্যা ৬.১০ মিনিট নাগাদ ইডেন গার্ডেন্সের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। ক্লাব হাউসের ঠিক ডানদিকে কালো জামা ও চোখে রোদচশমা পরে বাজিগর যখন ধূমকেতুর মতো উদয় হলেন, ভরা গ্যালারির শাহরুখ চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সন্ধ্যার ইডেনের ভরা গ্যালারিকে বাজিগরও উপহার দিয়ে গেলেন নানা মুহূর্ত। কলকাতাকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর পরই শ্রেয়া ঘোষালকে মঞ্চে গান গাইবার জন্য আহ্বান জানালেন কিং খান। ‘আমি যে তোমার’ দিয়ে শ্রেয়ার শুরু। বন্দে মাতরম দিয়ে শেষ। শ্রেয়া শোয়ের শেষে দিশা পাটানির নাচ। পরে করণ আউজলারের ‘হুসন তেরা তোওবা তোওবা’ -সবই শুনছিল ইডেনের ভরা গ্যালারি।

> শ্রেয়া ঘোষালকে মঞ্চে গান গাইবার জন্য আহ্বান জানালেন শাহরুখ খান। ‘আমি যে তোমার’ দিয়ে শ্রেয়ার শুরু। বন্দে মাতরম দিয়ে শেষ। শ্রেয়া শোয়ের শেষে দিশা পাটানির নাচ। তারপর ছিল করণ আউজলারের ‘হুসন তেরা তোওবা তোওবা’।

কিন্তু কোথাও যেন আসর জমছিল না। কারণ মঞ্চ ছাড়তেই ফের উদয় হলেন বাজিগর। ডেকে নিলেন বিরাট কোহলি ও রিঙ্কু সিংকে। বাকিটা ইতিহাস। কোহলিকে তাঁর কেরিয়ারের অষ্টাদশ আইপিএলের জন্য যেমন শুভেচ্ছা জানালেন, তেমনই নাচালেন। এক মঞ্চে শাহরুখ-কোহলি নাচছেন, এমন দৃশ্য আগে দেখেনি কলকাতা। কিং কোহলিকে কিং খান তাঁর পাঠান সিনেমার বিখ্যাত গান ‘ঝুমে জো পাঠানের’ সঙ্গে তাল মেলানোর অনুরোধ করলেন। চওড়া হাসি নিয়ে বিরাট চেষ্টা করলেন। কোহলি-শাহরুখের নাচ ইডেনে আইপিএলের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মঞ্চের মূল ইউএসপি হিসেবে চিরকালীন হয়ে গেল।

পিছিয়ে ছিলেন না কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কুও। তাঁর সঙ্গে জুটিতে ‘লুটপুট গ্যায়ে’ নেচে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আসর জমালেন কিং খান। আবেগ ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ভরা সন্ধ্যার ইডেনে তখন কোথায় ক্রিকেট। বরং সাতষট্টি হাজারের ভরা গ্যালারি তখন ক্রিকেট-বলিউডের ককটেলে ডুবে। শনি সন্ধ্যার এমন মায়াভরা যুগলবন্দি আগে দেখেনি দুনিয়া। ইডেনের ভরা গ্যালারির আট থেকে আশি তখন ‘শাহরুখ নিয়ে বাঁচি’-র মোডে।

সকাল থেকে ছিল আকাশের মুখ ভার। পূর্বাভাস মেনে বেলা গড়াতেই শুরু হয়েছিল ঝড়-বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস নিয়ে চলছিল খোঁজখবর। দুপুর গড়ানোর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে বদলে গেল আবহাওয়া। আকাশ পরিষ্কার হল। আর গোটা কলকাতা হল ইডেনমুখী। বলিউড-ক্রিকেটের এমন যুগলবন্দির শো দেখার সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি। শুধু বলিউড কেন, ভারতীয় ক্রিকেটের সব শীর্ষ কর্তাই আজ ছিলেন কলকাতায়। সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে কেক কেটে আইপিএলের সাবালক হওয়ার মঞ্চকে স্বীকৃতি দিলেন বোর্ড সভাপতি রজার বিনি।

‘বিরাট আইপিএলের অরিজিনাল গ্যাংস্টার’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মার্চ : এমন তকমা কি আগে পেয়েছেন বিরাট কোহলি? কখনও কি ভেবেছেন তাঁকে এমন তকমা দেওয়া হবে? আর সেই তকমা দেবেন শাহরুখ খান?

কে জানে? হয়তো আগামীদিনে কখনও বিরাট দুনিয়ার দরবারে নিয়ে আসবেন তাঁর মনের কথা। কিন্তু তার আগে আজ সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএলের সাবালক হওয়ার মঞ্চে কোহলিকে আইপিএলের ‘অরিজিনাল গ্যাংস্টার’ তকমা দিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিলেন কিং খান। কেন এমন কথা বললেন বাজিগর?

১৮ বছরে পা দিল আইপিএল। আর সেই ১৮ বছর ধরেই আইপিএলে দাপিয়ে খেলে চলেছেন বিরাট। শুধু তাই নয়, একটা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়েই খেলে চলেছেন কোহলি। তাই বাজিগরের মনে হয়েছে, কোহলি আইপিএলের আসল গ্যাংস্টার।

কিং খানের উপলব্ধি

আসমুদ্র হিমাচল যেমন শাহরুখের ফ্যান, তেমনই কোহলিও সমর্থক। অথচ, কিং খানও যে বিরাটকে পছন্দ করেন, আজ নতুনভাবে আবিষ্কার করল দুনিয়া। কোহলি কোহলি ধ্বনি তুলে বিরাটকে মঞ্চে ডাকার পরই বাজিগর বলে দিলেন, ‘১৮ বছর ধরে একই দলের হয়ে আইপিএল খেলছে ও। আমিও রাত জেগে ওর খেলা দেখেছি সেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সময়। আইপিএলের অরিজিনাল গ্যাংস্টার বিরাটই।’

সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট বদলেছে। বদলে গিয়েছে ক্রিকেটারদের মানসিকতাও। বিরাটের প্রজন্মটা সোনালি। আর তিনি কিং খান নিজেকে রাখলেন সাহসী ও বৃদ্ধ প্রজন্মের মাঝামাঝি পর্যায়ে। এমন আত্মোপলব্ধি কতজন করতে পারেন? কিং খান পারেন। ভরা ইডেনের গ্যালারিকে সাক্ষী রেখে বাজিগর বলে দিলেন, ‘এখনকার প্রজন্মে সাহসীদের দাপাদাপি। কোহলির প্রজন্ম হল গোল্ড। আমি সাহসী ও বৃদ্ধ প্রজন্মের মাঝামাঝি।’ তাঁর কথায় ঝুমে জো পাঠান স্টাইলে নেচে উঠল সন্ধ্যার ইডেন। বাজিগর অবশ্য তখনও থামেননি। গড়গড় করে তিনি বলে চললেন, ‘রিঙ্কু সিং বর্তমান প্রজন্মের সেই সাহসী ক্রিকেটারদের অন্যতম। বিরাটকে নিয়ে নতুন কিই বা বলি। আসলে সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়। কিন্তু সোনালি প্রজন্ম মানুষের মনে চিরকালীন হয়ে থেকে যায়।’ সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যত বাড়তে থাকল ইডেনে, ততই কোহলি-বাজিগর কথোপথনে ডুব দিল ক্রিকেটের নন্দনকানন। আর তার মধ্যে ম্যাচের শুরু থেকেই বিরাট সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠল ইডেন। ‘অরিজিনাল গ্যাংস্টারের’ ব্যাটিং দেখার অপেক্ষা তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল।

স্পিন সহায়ক পিচ চাইছেন রাহানে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মার্চ : শুরুটা ভালো হল না। ব্যাটাররা ভালো শুরুর পরও হতাশ করেছেন। বোলাররা আরও ডুবিয়েছেন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্পিনার ক্রুণাল পান্ডিয়া যখন কলকাতা নাইট রাইডার্স ব্যাটিংয়ে চাপ তৈরি করে তিন উইকেট নিয়েছেন। সেখানে কেকেআরের স্পিনাররা হতাশ করেছেন। যার নিট ফল, আরসিবি-র বিরুদ্ধে লজ্জার হার দিয়ে অষ্টাদশ আইপিএল অভিযান শুরু কেকেআরের। প্রাক্তন নাইট ফিল সল্টের ব্যাটিং তাণ্ডব থামানো যায়নি। বিরাট কোহলিকেও রোখা যায়নি। শুধু তাই নয়, প্রথম দশ ওভারে ১০৭ রান হওয়ার পর শেষ ১০ ওভারে মাত্র ৬৭ রানও দুশ্চিন্তায় রাখবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে।

হতাশার হার দিয়ে শুরুর পর রাতের ইডেন গার্ডেন্সে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ব্যর্থতার সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টেনে আনলেন ঘরের মাঠের বাইশ গজকে। জানিয়ে দিলেন, দলের ভারসাম্য ও বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের মতো স্পিনারদের কথা মাথায় রেখে স্পিন সহায়ক পিচ চাইছেন তিনি। কেকেআর অধিনায়কের কথায়, ‘ইডেনে আমরা এমন পিচ চাই, যেখানে স্পিনারদের সাহায্য থাকবে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এই পিচ ঢাকা ছিল শেষ কয়েকদিন। তাই শুরুতে ব্যাটিং সহজ ছিল না। জোশ হ্যাজেলউডও দারুণ বোলিং করল। আমরা ইডেনের পিচে স্পিন দেখতে চাই।’

রাতের দিকে ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পিচ ও রাহানের চাহিদা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘দুশো রানের পিচ ছিল। কেকেআর ঠিকমতো ব্যাটিং করতে পারেনি। এই পিচে ক্রুণাল তিন উইকেট নিয়েছে। সেখানে কেকেআরের স্পিনাররা ব্যর্থ হলে পিচকে দায়ী করার কোনও মানে হয় না।’

হার দিয়ে মরশুম শুরু হল। ঠিক কী কী ভুল হল আজ? নাইট অধিনায়ক নির্দিষ্ট কোনও কারণ না জানিয়ে বলেছেন, ‘নির্দিষ্টভাবে কোনও কারণ বলা কঠিন। মরশুমের প্রথম ম্যাচ। হয়তো আরও কিছু রান করা উচিত ছিল আমাদের। দেখা যাক পরের ম্যাচে কী হয়।’

রবিবার গুয়াহাটি যাচ্ছে নাইটরা। ২৬ মার্চ সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ। তার আগে নাইট অধিনায়ক বলছেন, ‘ব্যর্থতার কারণ নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে চাই না। সবে প্রথম ম্যাচ হয়েছে। এখনও পথ চলার অনেক বাকি।’

সুনীলকে কাতার ম্যাচে দরকার ছিল : বাইচুং

ইস্টবেঙ্গলের দীপকজ্যোতি সম্মান অনুষ্ঠানে আইএম বিজয়নের সঙ্গে বাইচুং ভুটিয়া। শনিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : সুনীলের অবসর নেওয়ার সময়টা সঠিক ছিল না। এমনটাই মনে করছেন ভারতীয় ফুটবল আইকন বাইচুং ভুটিয়া। গত ৬ জুন কুয়েত ম্যাচ খেলে অবসর নিয়েছিলেন সুনীল। তবে কয়েকদিন আগে অবসর ভেঙে ফের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরে আসেন তিনি।

শনিবার কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল-কর্তা প্রয়াত দীপক চক্রবর্তীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত ‘দীপকজ্যোতি সম্মান’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের দুই আইকন বাইচুং ও আইএম বিজয়ন। সেখানেই সুনীলের অবসর প্রসঙ্গে বাইচুং বলেছেন, ‘সুনীলের কলকাতায় কুয়েত ম্যাচ খেলে অবসর নেওয়া উচিত হয়নি। কারণ, তার পরের ম্যাচটাই ছিল কাতারের বিপক্ষে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচ। ওই ম্যাচটায় সুনীলের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারকে দরকার ছিল। ম্যাচটা জিততে পারলে হয়তো আমরা পরের রাউন্ডে যেতে পারতাম।’

২০৪৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনে আগ্রহী ভারত। তবে বাইচুং মনে করেন, বিশ্বকাপ আয়োজন করার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল স্তরে ফুটবলের উন্নয়ন। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের আয়োজন আমরা করতেই পারি। কিন্তু তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বয়সবিত্তিক দলগুলির উন্নয়ন। আমরা এখনও বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলিতে ভালো ফল করতে পারিনি। আগে এইদিকে নজর দেওয়া উচিত।’

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্যে আইএসএল জেতার প্রতিজ্ঞা করেছেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি মুরারিমোহন লোহিয়া। এরপর বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতার মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করা অনূর্ধ্ব-১৩ ও অনূর্ধ্ব-১৫ দলকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তারপর ‘দীপকজ্যোতি সম্মান’ দেওয়া হয় বিজয়ন, ফুটবল কোচ রঘু নন্দী, অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক অরূপ পালের কন্যাকে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে।

ইডেনে পুজোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : আগামী বছর ভারতের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ।

তার আগে চলতি বছরে ভারতে বসছে মহিলা বিশ্বকাপের আসর। সেপ্টেম্বরে হতে চলা মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ভাইজাগে। ইডেন গার্ডেন্স অবশ্য মহিলা বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ পাচ্ছে না। ভাইজাগ ছাড়া বাকি কেন্দ্রগুলি হল পাঞ্জাবের মুল্লানপুর, ইন্দোর, তিরুবনন্তপুরম ও গুয়াহাটি। পাকিস্তান এখনও বিশ্বকাপের যোগ্যতার্জন করতে পারেনি। পাকিস্তান বিশ্বকাপের টিকিট পেলে বিশ্বকাপ আয়োজনে জট তৈরি হতে পারে। উঠে আসতে পারে হাইব্রিড মডেলের সম্ভাবনাও। কারণ সেক্ষেত্রে পাকিস্তান নিজেদের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলবে।

> সেপ্টেম্বরে ভারতে মহিলা বিশ্বকাপ

শনিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে বিশ্বকাপ ছাড়াও একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পুরুষ দলের একাধিক হোম সিরিজের ক্রীড়াসূচি ঠিক হয়েছে এদিনের বৈঠকে। মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচ থেকে ‘সিটি অফ জয়’ বঞ্চিত হলেও অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ইডেনে। দুর্গাপুজোর পর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট হবে কলকাতায় (১০-১৪ অক্টোবর)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত দুই ম্যাচের সিরিজে প্রথম টেস্ট আয়োজনের দায়িত্ব পাচ্ছে মোহালি।

শনিবার আইপিএলের উদ্বোধনে ইডেন মজে থাকল শ্রেয়া ঘোষালের গানে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে গৌতম গম্ভীরের ভারতীয় ব্রিগেড। নভেম্বরের যে সিরিজে একটি টেস্ট পাচ্ছে বর্তমান বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার শহর গুয়াহাটি (২২-২৬ নভেম্বর)। প্রথম টেস্ট দিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। টেস্ট দ্বৈরথের পর প্রোটিয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে রাঁচি (৩০ নভেম্বর), রাইপুর (৩ ডিসেম্বর), ভাইজাগ (৬ ডিসেম্বর)।

পূর্ণাঙ্গ ভারত সফরে ৫টি টি২০ ম্যাচও খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের মাটিতে ২০২৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। সিরিজে তারই আগাম প্রস্তুতি কিছুটা ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ হেনরিচ ক্লাসেন, ডেভিড মিলার, আইডেন মার্করামদের। পাঁচটি টি২০ পাচ্ছে যথাক্রমে কটক (৯ ডিসেম্বর), নাগপুর (১১ ডিসেম্বর), ধরমশালা (১৪ ডিসেম্বর), লখনউ (১৭ ডিসেম্বর) ও আহমেদাবাদ (১৯ ডিসেম্বর)। দলীপ ট্রফি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আগামী মরশুমে আঞ্চলিক ফরম্যাটে ফিরতে চলেছে ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট। এদিকে, সৌদি আরবের সম্ভাব্য টি২০ লিগ নিয়ে এখনই মাথা ঘামাতে নারাজ বিসিসিআই। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, পুরোটাই এখন জল্পনার স্তরে। আর কোনও গুজব নিয়ে কিছু এখনই প্রতিক্রিয়ায় রাজি নন। বৈঠক শেষে ধুমল বলেছেন, ‘জল্পনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার যুক্তি নেই। আমাদের কাছে যতটুকু খবর, এই ধরনের টুর্নামেন্ট করার তো পরিকাঠামো নেই ওদের।’

ছবি : ডি মণ্ডল

দাদাভাইয়ের ক্রিকেট পিছোচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : রবিবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের আন্তঃ কোচিং সেন্টার অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ক্রিকেট। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা পিছিয়ে ৩০ মার্চ থেকে শুরু হবে। দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী বলেছেন, 'শুক্রবার রাত ও শনিবার সকালের বৃষ্টিতে আমাদের মাঠ ও পিচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে এক সপ্তাহ। আশা করছি, আমাদের প্রতিযোগিতা সফল হবে।'

শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে গিয়ে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দাবি তুললেন শহরের ক্রীড়াপ্রেমীরা।

অচিন্ত্য শরথ কমলের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন শ্রেয়া ধর।

ম্যারাথনের পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ : টাটা স্টিল ২৫-কে ম্যারাথনে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া বিভিন্ন সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হল। মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় টাটা স্টিল ও প্রো-ক্যামের পক্ষ থেকে।

সংবর্ধিত দেবকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির উত্তরণ বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে শনিবার দীনবন্ধু মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হল শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব দেবকুমার দে-কে। সোসাইটির সচিব চন্দন ঘোষ বলেছেন, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে দেবকুমারের কাজকে স্বীকৃতি জানাতে এদিন স্মারক, শংসাপত্র ও কোট-প্যান্ট তুলে দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়েছে।' পরে দেবকুমার বলেছেন, '৩৭ বছর ধরে বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে আমি লড়াই করেছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অ্যাথলেটিক্সে পদকজয়ী গার্গি ঘোষকে নিয়ে প্রথম আমি কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে কাজ করেছি শর্মিষ্ঠা হালদার, পলি সাহা, কাঞ্চন সাহা, মামনি দাসদের সঙ্গে। এখন ফিজিকাল ট্রেনিং করাচ্ছি প্রিয়ম দাস, স্মরণ চক্রবর্তী, শুভেচ্ছা রায়দের। ওদের মাধ্যমে জাতীয়-আন্তর্জাতিক পদক জয়ের আমার স্বপ্নপূরণ হয়েছে।'

দীনবন্ধু মঞ্চে শনিবার সংবর্ধনা দেওয়া হল দেবকুমার দে-কে।

রানার্স শ্রেয়া

শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : চেন্নাইয়ে ড্রিম স্পোর্টস টেবিল টেনিসে রানার্স হয়েছেন শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধর। শনিবার ফাইনালে তিনি ৪-০ গেমে হেরে যান মহারাষ্ট্রের দিব্যাংশী ভৌমিকের কাছে। সেমিফাইনালে শ্রেয়া ৩-১ গেমে অনন্যা মুরলীধরনের বিরুদ্ধে জয় পান।

ব্রোঞ্জ বিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ : নয়াদিল্লিতে খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমসে ব্রোঞ্জ জিতলেন শিলিগুড়ির বিকি ওরাওঁ। তিনি ৪০০ মিটারের টি১২ ক্যাটেগোরিতে নেমেছিলেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের **পুবাই** ঃ শুভ জন্মদিন। অনেক আশীষ ও শুভেচ্ছা রইলো। সুস্থ থেকো। **-দাদাই ও দিয়া,** রায়গঞ্জ

চ্যাম্পিয়ন বিধাননগর

চালসা, ২২ মার্চ : বিধাননগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বিধাননগর একাদশ। ফাইনালে তারা ৭ রানে হারিয়েছে পিএনএস রয়্যাল রেঞ্জার্সকে। কলাবাড়ি ফুটবল মাঠে বিধাননগর প্রথমে ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। জবাবে পিএনএস ৭ উইকেটের আটকে যায় ১১৬ রানে। অসিত কুজুর ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার সর্বোচ্চ রানের পুরস্কার পান। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি অশোক রায়।